ভ্রমনিরাস

অর্থাৎ

শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

"বিদ্যাসাগর" নামক

নূতন জীবনচরিতের ভ্রমনিরাকরণ।

শ্রীশম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা।

২নং নবাবদি ওস্তাগরের লেন,

ইংরাজি-সংস্কৃত যন্ত্রে

শ্রীযজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায় দ্বারা

মুদ্রিত।

সন ১৩০২ সাল।

মূল্য ।৵০ ছয় আনা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "বিদ্যাসাগর" নামক গ্রন্থে পূজ্যপাদ ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অগ্রজ মহাশয়ের একখানি নূতন জীবন-চরিত সহর কলিকাতায় "মেটক্লাফ্ প্রেসে" মুদ্রিত হইয়া বর্ত্তমান ১৩০২ সালের ২রা জ্যৈষ্ঠ তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থে অনেক স্থলে অনেকগুলি ভ্রমাত্মক বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। হইবারও সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। চণ্ডীচরণ বাবুর সহিত অগ্রজ মহাশয়ের কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল না। এই জীবনীর উপকরণ সংগ্রহ তিনি কিরূপে করিয়াছেন তাহাও অবগত নহি। সম্ভবতঃ অগ্রজ মহাশয়ের সমসাময়িকদিগের নিকট হই-তেই অনেক বিষয় সংগৃহীত হইয়া থাকিবে। চণ্ডীবাবুর লিখিত অনেক বৃত্তান্তের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিবার জন্য অনেকেই আমাকে জিজ্ঞাসা করেন। বিশেষতঃ অগ্রজ মহাশয়ের আবাল্য সমসাময়িক ও প্রকৃত অবস্থাভিজ্ঞ লোক এক্ষণে অপর কেহই নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমি চিরকাল অগ্রজ মহাশয়ের আদেশানুসারে তদীয় নানা দেশহিতকর কার্য্যে প্রায় ৪২ বৎসর অতিবাহিত করিয়া এক্ষণে বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছি। বিদ্যাসাগরের শৈশবকাল হইতে তাঁহার চরিত সম্বন্ধে ঘটনাবলী আমি যাহা যাহা দেখিয়াছি ও জনক জননী পিতামহী ও তাঁহার শিক্ষক মহোদয়গণের নিকট যতদূর অবগত হইয়াছি, অন্যের পক্ষে ততদূর জানা সম্ভব নহে। যখন অগ্রজ মহাশয়ের সহিত একত্রে থাকিতাম না, তখন তিনি আমাকে নিজ সংবাদাদি সর্ব্বদাই পত্রের দ্বারা দিতেন। এইরূপে তাঁহার হস্তাক্ষরিত প্রায় ২০০০ পত্র আমার নিকট ছিল। কোনও কারণে ঐ সকল পত্রের মধ্যে কিয়দংশ নষ্ট হইয়াছে। অগ্রজ মহাশয়ের জীবন বা জীবনের কোন কার্য্য অযথারূপে চিত্রিত হয়, ইহা কাহারো, বিশেষতঃ তাঁহার সহোদরের প্রীতিকর হইতে পারে না। আমিই ইতিপূর্ব্বে কতিপয় বন্ধুর উৎসাহে ও কর্ত্তব্যবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত করি। সেই কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া

এক্ষণে শ্রীযুত বাবু চণ্ডীচরণের প্রণীত "বিদ্যাসাগরে" যে রাশি রাশি ভ্রম দেখিয়াছি, তাহার মধ্যে কতকগুলির সংশোধন মানসে এই "ভ্রম-নিরাস" নামক পুস্তকখানি প্রকাশিত করিলাম। ইতি

উপসংহারে একটী কথা বলা আবশ্যক। অগ্রজ মহাশয়ের প্রায় ৩০ বৎসর বয়সে তাঁহার পুত্র নারায়ণ বাবু বীরসিংহে ভূমিষ্ঠ হয়েন। ভূমিষ্ঠ কালাবধি প্রায় ষোড়ষবর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত বীরসিংহ বিদ্যালয়েই বিদ্যাভ্যাস করেন। পরে কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত কালেজে বিদ্যাভ্যাসের জন্য প্রবেশ করেন, কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই বিশেষ কারণে কালেজ ছাড়িয়া আবার বীরসিংহে গমন করেন। পিতা পুত্রে তাদৃশ সদ্ভাব না থাকায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শেষ জীবনের ও যাবদীয় ঘটনা নারায়ণ বাবুকে পরমুখেই অবগত হইতে হইয়াছে। নূতন জীবনচরিতের উপকরণ বিষয়ে চণ্ডীবাবুকে নারায়ণ বাবু বিশেষ সাহায্য করিলেও চণ্ডীবাবুর ভ্রমে পতিত হইবার সম্ভাবনা নিরাকৃত হয় নাই।

কলিকাতা
সন ১৩০২ সাল ১৩ই শ্রাবণ। } শ্রীশম্ভুচন্দ্র শর্ম্মা।

ভ্রমনিরাস।



১

শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রণীত "বিদ্যাসাগরে" প্রদর্শিত বংশাবলীর মধ্যে লিখিত আছে, যথা—

ঈশ্বরচন্দ্র। দীনবন্ধু। শম্ভুচন্দ্র। ঈশানচন্দ্র। হরচন্দ্র। হরিশ্চন্দ্র।
|
নারায়ণচন্দ্র

ভ্রমনিরাস।

মৎপ্রণীত জীবনচরিতের ৮১ পৃষ্ঠার ৬ পংক্তিতে পাঠকগণ অবগত আছেন বিদ্যাসাগরেরা সাত ভাই। যথা—জ্যেষ্ঠ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। দ্বিতীয় দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন। তৃতীয় শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন। চতুর্থ হরচন্দ্র। পঞ্চম হরিশ্চন্দ্র। ষষ্ঠ ঈশানচন্দ্র। সপ্তম শিবচন্দ্র।

সম্ভবতঃ চণ্ডীবাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরিবারের বিষয় ভালরূপ জানেন না। এইজন্যই বিদ্যাসাগরের একটী ভ্রাতার নাম লোপ করিয়াছেন, তাঁহার নাম শিবচন্দ্র।

ঈশানচন্দ্র, হরচন্দ্র ও হরিশ্চন্দ্রের অনুজ হইলেও ইঁহাকে অগ্রজ ভাবে সাজাইয়াছেন।

২

"নারায়ণচন্দ্র"

মৎপ্রণীত জীবনচরিতে নারায়ণ নাম আছে এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হস্তাক্ষর পত্রে ও উইলের ২৫ ধারায়, আর নারায়ণের হস্তাক্ষর পত্রেও নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় নাম লেখা আছে। চণ্ডীবাবু ইহাতে চন্দ্র পদ কেন যোগ করিয়াছেন? তাহা তাঁহার স্পষ্টরূপে বলা উচিত ছিল।

৩

চণ্ডীচরণ প্রণীত জীবনচরিতের ১৮ পৃষ্ঠার ১৩। ১৪ পংক্তি।

"যে যে দিন দিবাভাগে আহারের যোগাড় না হইত, ঠাকুরদাস, সেই সেই দিন ঐ দয়াময়ীর আশ্বাস বাক্য অনুসারে তাঁহার দোকানে গিয়া, পেট ভরিয়া ফলার করিয়া আসিতেন।"

বিদ্যাসাগর শৈশবচরিত হইতে চণ্ডীবাবু ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

মৎপ্রণীত জীবনচরিতে একদিন মাত্র ফলারের উল্লেখ আছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় কবি ছিলেন। একদিন স্থলে অধিকদিন লেখায় ঠাকুরদাসের গুণগরিমার আধিক্য হইবে বিবেচনায় এইরূপ লিখিয়াছেন। ঠাকুরদাস যে সেরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন না, তাহা বিশেষ না জানিলে পাঠকবর্গ আমার লেখার উপর বিশ্বাস করিবেন না তাহাও জানি, ভ্রম নিরাকরণ কর্ত্তব্য বোধে ইহা লিখিলাম। আপনাদের যেরূপ ইচ্ছা হয়, তাহাই বিশ্বাস করিবেন।

পূজ্যপাদ ৺ বিদ্যাসাগর মহাশয় পিতৃদেবের শুশ্রূষাদি কার্য্য সম্পাদনার্থ আমায় দীর্ঘকাল ৺ কাশীধামে রাখিয়াছিলেন। তৎকালে অগ্রজ মহাশয় আমাকে অনুমতি করেন যে "পিতৃদেব আর অধিক দিন জীবিত থাকেন, এমত বোধ হয় না। অতএব তুমি কথাপ্রসঙ্গে মধ্যে মধ্যে বাবার নিকট পূর্ব্বপুরুষগণের বৃত্তান্ত লিখিয়া লইবে এবং পারত আমার শৈশব কালের বৃত্তান্ত বিশেষরূপ জানিয়া লিখিয়া লইবে" আমি তদনুসারে ক্রমশঃ পিতৃদেবের নিকট বৃত্তান্তগুলি লিখিয়া লই। দুই প্রস্থ কাগজের এক প্রস্থ বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দিয়াছিলাম। অপর এক প্রস্থ কাগজ আমার

নিকট রাখি। যৎকালে দাদা মহাশয় পীড়িত হইয়া ফরেশডাঙ্গায় অবস্থিতি করেন, তৎকালে ১২৯৭ সালে অর্দ্ধোদয়ের সময় আমার প্রণীত ' বিদ্যাসাগর জীবনচরিত" দাদাকে শুনান হয়। তিনি শুনিয়া বলিলেন, আমাকে কাশী হইতে যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছ, তাহাতে স্থানে স্থানে দুই একটা তফাৎ আছে। দেশে যাইয়া ভ্রমগুলির সংশোধন করিয়া লইব। কিন্তু দেশেও যাওয়া হয় নাই এবং সময়ের সুবিধাও হয় নাই; সুতরাং সংশোধনও হয় নাই। তাহাতে কেবল পূর্ব্বপুরুষের বৃত্তান্ত ও দাদার ৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্তের বৃত্তান্ত লেখা ছিল।

ঐ সময়ে অর্থাৎ সন ১২৯৭ সালে অর্দ্ধোদয় দিবসে ফরেশডাঙ্গায় দাদার বাসায় কলিকাতা বঙ্গবাসী কালেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয় আমার কৃত "বিদ্যাসাগর জীবনচরিত" শুনিয়া আমাকে বলেন, "রচনা উত্তম হইয়াছে, বিশেষতঃ যাঁহার জীবনচরিত তাঁহাকেও জীবিত অবস্থায় শ্রবণ করান হইল, ইহা ছাপাইতে হইবে।" দাদার দাহকালে নিমতলার ঘাটে শ্মশানভূমে উল্লিখিত গিরিশ বাবু উক্ত জীবনচরিত বঙ্গবাসীতে ছাপাইবার জন্য চাহিয়াছিলেন, এবং দাদার মৃত্যুর পর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ও পূজ্যপাদ ৺প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয়ের কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীযুক্ত বাবু রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় খুড়া মহাশয় বাদুড় বাগানে অগ্রজ মহাশয়ের ভবনে উপস্থিত থাকিয়া মৎপ্রণীত ঐ জীবনচরিতের আদ্যোপান্ত নকল করিয়া লইয়া মুদ্রিত করিবার জন্য চাহিয়াছিলেন; কিন্তু আমার কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিসদৃশ ব্যবহারে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া আমার রচিত "বিদ্যাসাগর জীবনচরিত" নিজের আয়ত্তাধীনে রাখিলেন এবং নবাব্‌দি ওস্তাগরের লেনস্থিত ছাপাখানায় মুদ্রিত করেন। এই হেতুবশতঃ উক্ত ন্যায়রত্ন মহাশয় ও বাবু রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতি কয়েক মহাত্মা ভ্রাতা ঈশানচন্দ্র ও আমার প্রতি যেরূপ ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা পাঠক মহাশয়েরা সহজেই বুঝিতে সমর্থ হইবেন। আমার প্রণীত পুস্তক সর্ব্বাগ্রে মুদ্রিত হয়। তদনন্তর শ্রীযুক্ত বাবু নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বিদ্যাসাগর চরিত, স্বরচিত' নাম দিয়া অসম্পূর্ণ এক ক্ষুদ্র পুস্তক মুদ্রিত করেন। ইহার পর জন্মভূমিতেও

যাহা যাহা ছাপা হইয়াছে, তাহা চণ্ডীবাবুর কৃত জীবনচরিতের ন্যায় আমার কৃত পুস্তকের কোন কোন স্থান অবিকল, কোন কোন স্থান ফেরফার করিয়া এবং কতকগুলি স্বকপোলকল্পিত করিয়া লিখিয়াছেন। তদ্বিষয়ে সন ১২৯৮ সালের ২৮শে পৌষ সোমপ্রকাশে যে প্রতিবাদ হয়, তদ্দৃষ্টে অনেকের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে।

৪

চণ্ডীচরণ কৃত জীবনচরিতের ২৮ পৃষ্ঠার ৮।৯ পংক্তি।

"তাঁহার বাসগ্রাম পাতুলের সন্নিকটে কোটরী নামক গ্রামে"।

মৎপ্রণীত পুস্তকের ১৫ পৃষ্ঠা।

পাতুলের নিকট কোটরা গ্রাম আছে। চণ্ডীবাবু কোটরী গ্রাম কোথায় পাইলেন ?

৫

চণ্ডীচরণকৃত জীবনীতে—

"রাম গোপাল কবিরাজ"

আমার কৃত জীবনচরিত দেখিলে পাঠক বুঝিবেন, ঐ গ্রামের কবিরাজের নাম রামলোচন ছিল, রামগোপাল নহে।

৬

২৯ পৃষ্ঠা ৬ পংক্তি।

"লোকে কাপড় কাচিয়া রৌদ্রে দিলে তিনি ক্ষুদ্র কাষ্ঠ-খণ্ড দ্বারা তাহাতে বিষ্ঠা লাগাইয়া দিতেন"।

মৎপ্রণীত পুস্তকের ১৫ পৃষ্ঠা ১০ পংক্তি হইতে।

বিদ্যাসাগর ৫।৬।৭।৮ বৎসর বয়ঃক্রমকালে প্রত্যূষে কালীকান্ত চট্টো-

পাধ্যায়ের পাঠশালায় যাইবার সময় প্রতিবেশী অনুগত মথুরামোহন মণ্ডলের মাতা পার্ব্বতী ও তাহার পত্নী সুভদ্রাকে বিরক্ত করিবার মানসে প্রায় প্রত্যহ তাহাদের দ্বারে মলমূত্র ত্যাগ করিতেন। কিন্তু কখনই কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা বস্ত্রে বিষ্ঠা লাগাইয়া দিতেন না। ইহা দ্বারা চণ্ডীবাবু কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

কাশী হইতে অগ্রজ মহাশয়কে যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলাম তাহাতে উক্ত মণ্ডলের দ্বারে বাল্যকালে দুষ্টামী প্রযুক্ত মল ত্যাগের উল্লেখ ছিল। আমার কাগজে উক্ত কথা লেখা দেখিয়া অগ্রজ বলেন, ওরূপ কেন লিখিয়াছ? তাহা শুনিয়া আমি বলিলাম, পিতামহী ও জননীদেবী প্রভৃতির প্রমুখাৎ ঐ বৃত্তান্ত ভালরূপ অবগত হইয়াছিলাম। তজ্জন্যই এরূপ লিখিত হইয়াছে।

৭

৩৪ পৃষ্ঠা ১৯।২০ পংক্তি।

"ঈশ্বরচন্দ্রকে কলিকাতায় আনার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরদাসের দুই টাকা বেতন বৃদ্ধি হইল। পূর্ব্বে আট টাকা পাইতেন, এক্ষণে দশ টাকা বেতনের কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন।"

মৎপ্রণীত জীবনচরিতের ১১ পৃষ্ঠায় ২০ পংক্তিতে পিতৃদেবের দশ টাকা বেতনের উল্লেখ আছে। চণ্ডীবাবু কি প্রমাণে দুই টাকা বেতন বৃদ্ধির কথা লিখিয়াছেন?

৮

৫০ পৃষ্ঠা।

"মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান ও হুগলি জেলার নানা স্থানে এই কথা প্রচার হওয়ায় নানাস্থান হইতে লোক ঈশ্বরচন্দ্রকে কন্যাদান করিবার প্রস্তাব লইয়া আসিতে লাগিলেন।"

চণ্ডীবাবুর এই বর্ণনা জাঁকাল হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহার মধ্যে কোন

সত্য নাই। তিন জেলার নানা স্থানে এই কথা প্রচার হওয়ায় নানা স্থান হইতে লোক ঈশ্বরচন্দ্রকে কন্যাদান করিবার প্রস্তাব লইয়া আইসে নাই। কন্যাদান করিবার জন্য লোকের আগ্রহ জন্মিবে, ঈশ্বরচন্দ্র বা তদীয় পরিবারের সেরূপ অবস্থা হয় নাই; বরং প্রকৃত কথা এই যে, জগন্নাথপুর, রামজীবনপুর ও ক্ষীরপাই এই তিন গ্রামই পূর্ব্বে হুগলি জেলার অন্তর্গত ছিল, এক্ষণে ঐ তিন গ্রামই মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত। রামজীবন-পুরের আনন্দচন্দ্র রায় বা অধিকারী, ঠাকুরদাসের খড়ুয়া ঘর, পাকা ঘর নহে, এই উল্লেখে তাঁহার পুত্রকে কন্যাদান করিলেন না। ঠাকুরদাস বড়মানুষ ছিলেন না বলিয়া তাঁহার সহিত কুটুম্বিতায় সম্মত হইলেন না। পরে রামমণি ঠাকুরাণী ও পিতামহী দুর্গাদেবী ক্ষীরপাই গ্রামে সম্বন্ধ স্থির করিলেন।

৯

৫৮ পৃষ্ঠা ১৯ পংক্তি হইতে ২৪ পংক্তি পর্য্যন্ত।

"সে সময়ে সংস্কৃত কালেজে যাঁহারা অধ্যাপক ছিলেন, তাঁহা-দের প্রত্যেকেই ঈশ্বরচন্দ্রকে পুত্রনির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন ও তাঁহার কল্যাণ কামনা করিতেন। গঙ্গাধর তর্কবাগীশ, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, সুপ্রসিদ্ধ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, হরনাথ তর্কভূষণ, শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি, সুবিখ্যাত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি অধ্যাপকগণ একবাক্যে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াছেন!"

চণ্ডীবাবু যে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নামোল্লেখ করিয়াছেন, তাহা ভুল। কারণ বিদ্যাসাগর রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করেন নাই। মধুসূদন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত কালেজের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারি ও ফোর্ট উইলিয়ম কালেজে সিরাস্তাদার পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৪১ সালে তাঁহার মৃত্যু হইলে পর বিদ্যাসাগর ফোর্টউইলিয়ম কালেজে ঐ পদে নিযুক্ত হন এবং ঐ ১৮৪১ সালে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ সংস্কৃত কালেজে মধুসূদনের পদে নিযুক্ত হন; সুতরাং রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নিকট কি প্রকারে বিদ্যাসাগরের অধ্যয়ন করা সম্ভব হইতে পারে।

অপিচ চণ্ডীবাবু এস্থলে (৫৮ পৃষ্ঠা ২১ পংক্তি) প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ লিখিয়াছেন। আর তাঁহার পুস্তকের ৬৬ পৃষ্ঠার ৮ পংক্তিতে লিখিয়াছেন প্রেমচন্দ্র। চণ্ডীবাবুকে জিজ্ঞাসা করি একস্থলে চাঁদ ও অন্য স্থলে চন্দ্র কেন? ঐ সময়ে আমিও সংস্কৃত কালেজে অধ্যয়ন করিতাম। এবিষয়ের যথাযথ বিবরণ মৎপ্রণীত পুস্তকে বিবৃত করিয়াছি। চণ্ডীবাবু যখন সংস্কৃত কালেজে একবার যাইয়া এ বিষয়ের অনুসন্ধান লন নাই, তখন অন্য দূরবর্ত্তী স্থলের ঘটনার কিরূপ অনুসন্ধান লইয়াছেন?

১০

৬৪ পৃষ্ঠা ১১ পংক্তি।

"দুই মাসে আশী টাকা পাইয়া পিতার হাতে দিয়া বলিলেন"।

মৎপ্রণীত জীবনচরিতের ৪৫ পৃষ্ঠা দেখুন। চণ্ডীবাবু লিখিয়াছেন যে বিদ্যাসাগর ২ মাসে ৮০৲ টাকা পাইয়াছিলেন, ইহা সত্য নহে। দুই মাসে বিদ্যাসাগর প্রতিনিধি থাকিয়া ৪০৲ টাকা পাইয়াছিলেন। আমিও ঐ সময়ে সংস্কৃত কালেজে অধ্যয়ন করিতাম। এতদ্ভিন্ন খাতাপত্র লিখিতে শিখিবার উদ্দেশ্যে পিতৃদেব আমাকে আয় ব্যয়ের হিসাব রাখিতে আদেশ করেন।

১১

৬৭ পৃষ্ঠা সর্ব্ব নিম্নের পংক্তি হইতে ৬৮ পৃষ্ঠার প্রথম দুই পংক্তি পর্য্যন্ত।

"হেয়ার-প্রদত্ত ভূমিখণ্ডের উপরে সংস্কৃত ও হিন্দুকালেজের বাটী নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হয়। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান সংস্কৃত কালেজ ও হিন্দু স্কুলের বাটী নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইলে পর, ইংরাজী ও সংস্কৃত উভয়বিধ বিদ্যালয়ই ঐ বাটীতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল।"

চণ্ডীবাবু উহার কিছুই অবগত নহেন। প্রকৃত পক্ষে ঐ ভূমিতে সংস্কৃত কালেজের জন্যেই ঐ বাটী নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ বাটীর পূর্ব্ব ও পশ্চিমাংশে এক তালা গৃহগুলি সংস্কৃত কালেজের অধ্যাপক মহাশয়দের বাসার জন্য নির্ম্মিত, কিন্তু তাঁহারা ইংরাজ বা ম্লেচ্ছের বাটীতে থাকিতে অসম্মত হওয়ায় ঐ অংশগুলি খালি পড়িয়া থাকে। ঐ সময়ে হিন্দু কালেজের বাটী নির্ম্মাণ হয় নাই। হিন্দু কালেজের অধ্যক্ষগণ সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষগণকে বলিয়া উহাতে হিন্দুকালেজ স্থাপিত করেন।

১২

৬৯ পৃষ্ঠা ১৭ পংক্তি।

"বিদ্যাসাগর মহাশয় বন্ধুবান্ধব পরিবেষ্টিত হইয়া অনেক সময়ে হেয়ার-স্মরণার্থ সভায় উপস্থিত থাকিতেন।"

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত হেয়ার সাহেবের সহিত সদ্ভাবের পরিবর্ত্তে বিদ্বেষ ভাব ছিল। এই কারণে তিনি ঐ সভায় যাইতেন না। যে সময়ে হেয়ার সাহেবের মৃত্যু হয়, তৎকালের সভাতেও বিদ্যাসাগর যান নাই। শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বয়স ৭২ বাহাত্তর বৎসরের অতীত হওয়ায় 'না'য়ের পরিবর্ত্তে 'হাঁ' বলিয়াছেন। হেয়ার সাহেবের মৃত্যু সময়ে বিদ্যাসাগর ও রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরস্পর পরিচয় বা আলাপ ছিল না।

১৩

৭২ পৃষ্ঠা ২০ পংক্তি হইতে ২৪ পংক্তি পর্য্যন্ত।

"মার্শেল সাহেব তখনই কোন প্রকারে তাঁহাকে সংবাদ দিবার উপায় করিতে ইত্যাদি।"

চণ্ডীবাবু বড়বাজার যাহা লিখিয়াছেন, তাহা ভুল। তৎকালে বহুবাজার পঞ্চানন তলায় হৃদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীর সম্মুখে আনন্দ সেনের

বাটীতে বাসা ছিল। ঐ মার্শেল সাহেব মহাশয় বহুবাজার মলঙ্গা নিবাসী বাবু রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয়ের দ্বারা সংবাদ পাঠান। ইহা শুনিয়া পিতৃদেব বাটী যাইয়া বিদ্যাসাগরকে কলিকাতায় আনয়ন করেন। সাহেব পূজ্যপাদ জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয়কে ঈশ্বরচন্দ্রের বয়সের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি ২৭ বৎসর বয়স অতীত হইয়াছে সাহেবকে এইরূপ বলেন। প্রকৃতপক্ষে তৎকালে বিদ্যাসাগরের অত বয়স নয়।

১৪

৭৪ পৃষ্ঠা ২৩ পংক্তি।

“বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রথমে দুর্গাচরণ বাবুর নিকট ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ করেন। ইহার পর শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের নিকট কিছু দিন ইংরাজী শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই সূত্রে তাঁহার সহিত গভীর আত্মীয়তার সুচনা হয়; এবং সেই আত্মীয়তা চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকিয়া পরস্পরের হৃদয় সরস করিয়াছে। ইহার কিছু দিন পরে তিনি ১৫৲ টাকা বেতনে নীলমাধব মুখোপাধ্যায় নামক জনৈক যুবককে ইংরাজী শিখাইবার জন্য শিক্ষক নিযুক্ত করেন।”

মৎপ্রণীত জীবনচরিতের ৫১ পৃষ্ঠা দেখিলে সকলই অবগত হইবেন। চণ্ডীবাবু যাহা লিখিয়াছেন তাহা সত্য নহে। প্রথমে দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং বিদ্যাসাগরকে ইংরাজী ভাষা শিখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিছুদিন তাঁহার ছাত্র বাবু নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের নিকট বিদ্যাসাগর মহাশয় ইংরাজী অধ্যয়ন করেন। নীলমাধব বাবু বিনা বেতনে পড়াইয়াছেন। চণ্ডীবাবু যে ১৫৲ টাকা বেতনের কথা লিখিয়াছেন তাহা মিথ্যা। উক্ত নীলমাধব মুখোপাধ্যায় রাজকৃষ্ণ বাবুর পিসতুতো ভাই। ইহাঁর নিকট দুই বা তিন মাস পড়িয়াছিলেন। পরে তৎকালীন হিন্দু কালেজের ছাত্র বাবু রাজনারায়ণ গুপ্তকে মাসিক ১৫৲ টাকা বেতন দিয়া প্রত্যহ

প্রাতঃকাল হইতে বেলা নয়টা পর্য্যন্ত ইংরাজী ভাষা পড়িতেন। গুপ্ত বাবু ১৫৲ টাকা পাইতেন ও প্রাতে আমাদের বাসায় ভোজন করিতেন। রাজনারায়ণের বসু পদবী চণ্ডীবাবু যাহা লিখিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ ভুল। এ সম্পর্কে রাজনারায়ণ গুপ্তের ভ্রাতা জগচ্চন্দ্র গুপ্ত মধ্যে মধ্যে বিদ্যাসাগরের নিকট আসিতেন। বিদ্যাসাগর যখন ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করেন, তৎকালে শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের সহিত বিদ্যাসাগরের আলাপও ছিল না এবং তৎকালে রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে কখনও বিদ্যাসাগরের বাসায় আসিতে দেখি নাই। চণ্ডীবাবু এরূপ লিখিয়া যারপর নাই সত্যের অপলাপ করিয়াছেন।

১৫

৭৫ পৃষ্ঠা ৫ পংক্তি হইতে—

"তিনি সে সময়ে হেয়ারস্কুলে শিক্ষকতা-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ফোর্ট উইলিয়মকালেজে হেড্ রাইটারের পদ শূন্য হইলে, বিদ্যাসাগর মহাশয় মার্শেল সাহেবকে অনুরোধ করিয়া দুর্গাচরণ বাবুকে ৮০৲ টাকা বেতনে ঐ পদে নিযুক্ত করিয়া দেন ইত্যাদি।"

চণ্ডীবাবুর লেখা ঠিক হয় নাই, এজন্য নিম্নে বিশদরূপে প্রদর্শিত হইতেছে।

দুর্গাচরণ বাবু হেয়ার স্কুলে শিক্ষকতা পদে নিযুক্ত থাকিয়া, হেয়ার সাহেবের অনুমতি লইয়া অবসর সময়ে মেডিকেল কালেজে অধ্যয়ন করিতেন। ১৮৪২ খৃঃ অব্দের ১লা জুন হেয়ার সাহেবের মৃত্যু হয়। হেয়ার সাহেবের মৃত্যুর পর ঐ বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানের ভার জোনৃস্ নামক সাহেবের হস্তে অর্পিত হইলে, জোনৃস্ দুর্গাচরণ বাবুকে মেডিকেল কালেজে যাইতে অবসর দিলেন না, তজ্জন্য দুর্গাচরণ বাবু হেয়ার স্কুলের শিক্ষকতা কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া, অনন্যকর্ম্মা হইয়া মেডিকেল কালেজে অধ্যয়ন করেন। কিছু দিন পরে ফোর্ট উইলিয়ম কালেজে হেড রাইটারের পদ শূন্য হইলে বিদ্যাসাগর মহাশয় মার্শেল সাহেবকে অনুরোধ করিয়া দুর্গাচরণকে ঐ কার্য্যে প্রবিষ্ট করান।

১৬

৭৬ পৃষ্ঠা ১৮ পংক্তি।

"কর্ম্ম ত্যাগের সময়ে তাঁহার বেতন ২০৲টাকা ছিল।"

২০৲ কুড়ি টাকা নহে। তাঁহার (ঠাকুরদাসের) বেতন ১০৲ দশ টাকা ছিল। তাঁহার বেতন কখনও দশ টাকার উর্দ্ধ হয় নাই।

৭৬ পৃষ্ঠার সর্ব্বশেষ পংক্তি হইতে ৭৭ পৃষ্ঠার প্রথম দুই পংক্তি।

"বাসায় নিজেরা তিনটী সহোদর, দুটী পিতৃব্যপুত্র, দুটী পিস্‌তুতো ভাই, একটী মাস্‌তুতো ভাই, ও পুরাতন ভৃত্য শ্রীরাম মোট নয়জনের ইত্যাদি।"

চণ্ডীবাবু বিশেষ না জানিয়া ইহা লিখিয়াছেন। ঐ সময়ে তিনটী সহোদর যাহা লিখিয়াছেন তাহা ভুল। ঐ সময়ে আমরা চারি ভাই কলিকাতার বাসায় ছিলাম।

চণ্ডীবাবু দুটী পিস্‌তুতো ভাই যে লিখিয়াছেন তাহা মিথ্যা, তৎকালে ৪ চারিটি পিস্‌তুতো ভাই কলিকাতার বাসায় ছিলেন। তাঁহাদের নাম যথা—মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরাম মুখোপাধ্যায়, ত্রিলোচন মুখোপাধ্যায়, ও চতুর্ভুজ মুখোপাধ্যায়। চণ্ডীবাবু মোট নয় জনের কথা যে লিখিয়াছেন ইহাও ভুল, কারণ তৎকালে বাসায় এতদপেক্ষা আরও অধিক লোক ছিলেন।

আমি স্বকৃত জীবনচরিতে ৪ জন পিস্‌তুতো ভ্রাতার পরিবর্ত্তে ২ জন লিখিয়াছি। চণ্ডীবাবু সুযোগ পাইয়া আমার ভুলটি লইয়া নিজের পুস্তকে জমা দিয়াছেন।

১৭

৭৭ পৃষ্ঠা ৪ পংক্তি হইতে ৬ পংক্তি পর্য্যন্ত।

"বড়বাজারের বাসায় বহু পরিবারের স্থান সঙ্কুলন না হওয়াতে বিদ্যাসাগর মহাশয় এই সময়ে বহুবাজারের বিখ্যাত হৃদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দের সদর বাটী ভাড়া লইয়া বাস করিতে আরম্ভ করিলেন।"

বিদ্যাসাগর মহাশয় বড়বাজার হইতে বহুবাজারে বাসা তুলিয়া আনেন নাই। পিতা ঠাকুরদাস এই সময়ে প্রথমতঃ বহুবাজারের আনন্দ সেনের বাটীতে প্রায় ৩ বৎসর থাকিয়া পরে বিখ্যাত হৃদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বৈঠকখানাতে দুইটি ঘর ভাড়া লইয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। কিছুকাল পরে সমস্ত বৈঠকখানা মাসিক ৮৲ টাকায় ভাড়া লইয়াছিলেন। সুতরাং চণ্ডীবাবুর পূর্ব্বোক্ত উক্তি সম্পূর্ণ অমূলক।

১৮

৭৮ পৃষ্ঠা—১৬ পংক্তি হইতে ১৭, ১৮ পংক্তি পর্য্যন্ত।

"সহসা একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয় শুনিলেন এক অসহায় ব্রাহ্মণপণ্ডিত জুনিয়ার বৃত্তি পাইয়া সংস্কৃতকালেজে বিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন।"

চণ্ডীবাবুর ইহা ভুল। কারণ তৎকালে কালেজে এইরূপ নিয়ম ছিল যে সংস্কৃত কালেজের বাহির হইতে অপর স্থানের ছাত্র স্কলার্শিপের পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইলে বৃত্তি পাইত। জুনিয়ারে এক জন ৮ আট টাকা ও সিনিয়ারে একজন পারদর্শিতানুসারে ১৫ বা ২০ টাকা পাইবে এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু ঐ ছাত্ররা কালেজে অধ্যয়ন করিত না। সুতরাং এক অসহায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত জুনিয়ার বৃত্তি পাইয়া সংস্কৃত কালেজে বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন ইহা ভুল।

১৯

৭৯ পৃষ্ঠা ১২ পংক্তি।

"১৫৲ টাকা ও দুই বৎসর পরে ১ম শ্রেণীর বৃত্তি ২০৲ টাকা প্রাপ্ত হইলেন।"

চণ্ডীবাবু ইহা যেরূপ লিখিয়াছেন তাহা ভুল। কারণ রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম বৎসরে ১৫৲ টাকা ও দুই বৎসর পরে না হইয়া এক বৎসর ১৫৲ তৎপর বৎসর ২০৲ টাকা বৃত্তি পান; তৃতীয় বৎসরেও কুড়ি টাকা প্রাপ্ত হন। সুর্ব্বশুদ্ধ তিন বৎসর বৃত্তি পাইয়াছেন।

২০

৮০ পৃঃ ৫ পংক্তি হইতে—

"তাঁহারই চেষ্টায় তর্কালঙ্কার মহাশয় প্রথমে কলিকাতা বঙ্গবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ প্রাপ্ত হন। তৎপরে যখন প্রায় বৎসরাধিক কালের জন্য বারাশত গভর্ণমেণ্ট স্কুলের প্রধান পণ্ডিতের" ইত্যাদি।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার নিজের যত্নে কলিকাতা বাঙ্গালা পাঠশালায় ও বারাশতের কার্য্যে প্রবিষ্ট হন। এই দুই কার্য্যে বিদ্যাসাগরের কোন যোগাড় বা যত্ন থাকে নাই; পরে বিদ্যাসাগরের যত্ন ও যোগাড়ে মদনমোহন তর্কালঙ্কার ফোর্টউইলিয়ম কালেজের সিবিল পড়ান কার্য্যে ও সংস্কৃত কালেজের সাহিত্যশ্রেণীর অধ্যাপকের কার্য্যে এবং ডেপুটীমাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

২১

৮০ পৃষ্ঠা ১৭ পংক্তি হইতে ২০ পংক্তি পর্য্যন্ত।

"মাসিক ২০৲ টাকা সাহায্য দিবার ব্যবস্থা করিয়া পিতৃদেবকে বিষয়কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করাইয়া, অবশিষ্ট ৩০৲ টাকায় কলিকাতার বাসায় ৯।১০ জনের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করিয়া, ইত্যাদি।"

সংকৃত জীবনচরিতে এইরূপই লেখা আছে; বোধ হয়, ঐ আমারই ভুল চুরি করিয়া চণ্ডীবাবুও তাঁহার পুস্তকে এই ভুল সন্নিবেশিত করিয়াছেন। ঐ সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজের মাসিক বেতন ৫০৲ ও দ্বিতীয় সহোদর দীনবন্ধুর সংস্কৃত কালেজে মাসিক ছাত্রবৃত্তি ২০৲ টাকা একুনে সত্তর টাকা প্রতি মাসে পাইতেন; তন্মধ্যে প্রথমে পিতা ঠাকুরদাসকে ২০৲ টাকা দিতেন ইহা উভয় জীবনচরিতে ভুল হইয়াছে। এবং ইহাও প্রকাশ থাকে যে, পিতা ঠাকুরদাসের মাসিক বেতন ১০৲ টাকা মাত্র ছিল, ২০৲ টাকা

নহে, এবং ঠাকুরদাসের কর্ম্ম ত্যাগের কিছুদিন পরেই শম্ভুচন্দ্র কালেজে প্রথমতঃ মাসিক ৮৲ টাকা বৃত্তি ও পরে মাসিক ১৫৲ টাকা বৃত্তি পাইতেন। দীনবন্ধু ন্যায়রত্নও কালেজ পরিত্যাগ করিয়া ৫০৲ টাকা বেতনে কর্ম্ম করিতেন। এই সকল টাকা লইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বাসাখরচ করিতেন এবং আবশ্যক মত পিতৃদেবকে টাকা পাঠাইতেন। এই সময়েই বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতি সংস্কৃত প্রেস ও সংস্কৃতপ্রেস ডিপজিটারির সূত্রপাত করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন এই সকল কর্ম্ম চালাইতে থাকেন।

২২

৮৩ পৃষ্ঠার শেষ হইতে ৮৪ পৃষ্ঠা।

"আপনার অনুগ্রহ থাকিলে আমি কৃতার্থ হইব। আর আপনার নিকট থাকিলে আমি নূতন নূতন উপদেশ পাইব।... এরূপ আত্ম-সম্মান-শূন্য তোষামোদ বাক্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মুখে দিয়া সহোদর বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহার গৌরব হানি করিয়াছেন ইত্যাদি।...আমাদের অন্তর ইহাতে সায় দেয় না।"

শম্ভুচন্দ্রের কৃত জীবনচরিত হইতে উদ্ধৃত করিয়া চণ্ডীবাবু সমালোচনা করিয়াছেন।

চণ্ডীবাবু ভাবিয়াছিলেন যে, মার্শেল সাহেব একজন উচ্চপদস্থ এবং বিদ্যাসাগর নিম্নপদস্থ এবং পরে বিদ্যাসাগর নিম্নপদস্থ হইয়া ডায়রেক্টার অফ পবলিক ইনষ্ট্রকসন এমন কি ছোট লাটকে পর্য্যন্তও অতিরিক্ত সম্মান প্রদর্শন করেন নাই, সুতরাং মার্শেল সাহেবের প্রতি ঐরূপ সম্মান অসম্ভব। এইরূপ লেখায় চণ্ডীবাবু নিজের অজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছেন। কারণ বিদ্যাসাগর মহাশয় ঐ সময়ে অর্থাৎ অল্প বয়সে মার্শেল সাহেবের নিকট বহুল উপদেশ লাভ করিয়া তাঁহার প্রতি গুরু বা জনক জননীর ন্যায় ভক্তি প্রকাশ করিতেন। মার্শেল সাহেবও স্নেহচক্ষে তাঁহার প্রতি

সর্ব্বপ্রকারে ও সর্ব্ববিষয়ে বাৎসল্যভাব প্রকাশ করিতেন। এরূপ অবস্থায় উভয়ের মধ্যে কাহারই পদমর্য্যাদার প্রভেদ জ্ঞান ছিল না। সুতরাং চণ্ডীবাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এরূপ উক্তিকে তোষামোদ বাক্য উল্লেখ করিয়া নিজের অর্ব্বাচীনতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। মার্শেল সাহেব বিদ্যাসাগরকে কখনও ঈশ্বর কখনও ঈশ্বরচন্দ্র বলিয়া ডাকিতেন এবং তিনিও আজ্ঞা বলিয়া উত্তর দিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এরূপ উক্তি গবর্ণর জেনেরেল রাজপ্রতিনিধির প্রতিও ঘটে নাই; তিনি আন্তরিক ভক্তির চিহ্নস্বরূপ তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি নিজ বাটীতে রাখিয়াছিলেন।

২৩

৮৪ পৃঃ। ২৩ পংক্তি।

"শুনা যায় যে বিদ্যাসাগর মহাশয় বাচস্পতি মহাশয়ের কর্ম্ম কাজের সুবিধা করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন।"

চণ্ডীবাবু যে উহা লিখিয়াছেন, তাহা কোনমতে বিশ্বাসযোগ্য নহে, ইহা তাঁহার স্বকপোলকল্পিত মাত্র। কারণ যে বাচস্পতি কালেজ পরিত্যাগ কালে জেলার জজ পণ্ডিতের কার্য্য বা সদরআমিনী পদ গ্রহণ করিতে স্বীকার না পাইয়া বেদান্ত অধ্যয়নার্থ কাশী যাত্রা করেন এবং তথায় পাঠ সমাপন করিয়া দেশে প্রত্যাগমন করিয়া চতুষ্পাঠী খুলিয়া নানাদেশ হইতে সমাগত বহু বিদ্যার্থীকে অন্ন দিয়া বিদ্যা দান করিতেন এবং ঐ ব্যয় নির্ব্বাহার্থ নানাপ্রকার ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতেন; সেই বাচস্পতি যে নিজের চাকরীর জন্য কাহারও উপাসনা বা কাহাকেও অনুরোধ করিবেন, ইহা তাঁহার কোষ্ঠীতে লিখে নাই। তিনি কেবল বিদ্যাসাগরের অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া কালেজে কর্ম্ম করিতে স্বীকার করিয়াছিলেন।

২৪

৮৭ পৃষ্ঠা ৮ লাইন হইতে ১৮ লাইন পর্য্যন্ত।

"তিনি অনিদ্রায় বহু কষ্টে রাত্রিযাপন করিয়া শেষে প্রাতে

মার্শেল সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, "আমার মা আমাকে বাড়ী যাইতে বলিয়াছিলেন, আমাকে বাড়ী যাইতেই হইবে। যদি বিদায় না দেন, আমি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলাম, মঞ্জুর করুন, আমি বাড়ী যাইব।" সাহেব মাতৃভক্তির এই স্বর্গীয় দৃশ্যে মুগ্ধ হইয়া বলিলেন, "তোমাকে কর্ম্ম ত্যাগ করিতে হইবে না, আমি বিদায় দিতেছি, তুমি বাড়ী যাও।" তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় হৃষ্টচিত্তে বাসায় আসিয়া আহারাদির আয়োজন করিলেন। আহারের পর ভৃত্য শ্রীরামকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন। সে সময়ে প্রবল বর্ষাসমাগমে পথ অতি দুর্গম হইয়া উঠিয়াছে, বহুকষ্টে এক এক পা অগ্রসর হইতে হইতেছে, এইরূপ ক্লেশে কতকদূর অগ্রসর হইয়া সেদিন তারকেশ্বরের নিকট রাত্রিযাপন করিতে হইল।"

চণ্ডীবাবু যাহা লিখিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। কারণ তারকেশ্বরের নিকট দিয়া আমাদের বাটী যাইবার পথ নহে। বিদ্যাসাগর মহাশয় কেবল একবার অতি শৈশবকালে পিতার সহিত কলিকাতায় আসিবার সময় তারকেশ্বরের নিকট রামনগর গ্রামে পিসীবাটী বলিয়া ঐ দিক দিয়া আসিয়াছিলেন।

চণ্ডীবাবু কিছুই না জানিয়া লিখিয়াছেন। ৫৭ বা ৫৮ বৎসর পূর্ব্বে যখন আমরা কলিকাতায় অধ্যয়নার্থ গতিবিধি করিতাম, তখন এখনকার মত তারকেশ্বর রেলওয়ে হয় নাই; খাঁটাল দিয়া যাইবার ষ্টীমার ছিল না; এখনকার মত নৌকায় গতিবিধিও ছিল না। তৎকালে আমরা কলিকাতা হইতে পদব্রজে বাটী যাইতাম। হাটখোলার ঘাটে পার হইয়া শালিখার বাঁধারাস্তায় মোসাট নামক গ্রাম পর্য্যন্ত যাইয়া, ঐ বাঁধা রাস্তা ত্যাগ করিয়া মাঠের পথে বরাবর পশ্চিম মুখে রাজবলহাট নামক গ্রামে উপস্থিত হইতাম। পরে দামোদর পার হইয়া প্রায় ৫ ক্রোশ পথ যাইলে পর পাতুল

নামক গ্রামে উপস্থিত হইতাম। তথা হইতে বীরসিংহা ৬ বা ৭ ক্রোশ পশ্চিম।

কয়েক মাস অতীত হইল, চণ্ডীবাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত নারায়ণ বাবুর সহিত ষ্টীমারে রাণীচক নামক স্থানে যান, তথা হইতে নৌকা করিয়া ঘাঁটাল গমন করেন এবং তথা হইতে ৩ ক্রোশ অন্তর বীরসিংহায় পৌঁছেন। চণ্ডীবাবু শালিখার পথে কখনও ঐ দেশ পদব্রজে গমন করিলে ওরূপ লিখিতেন না।

দ্বিতীয়তঃ এক অসম্ভব কথা এই লিখিয়াছেন যে; "তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় হৃষ্টচিত্তে বাসায় আসিয়া আহারাদির আয়োজন করিলেন। আহারের পর ভৃত্য শ্রীরামকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন।"

কলিকাতা বহুবাজার হইতে প্রায় ১৭। ১৮ ক্রোশ পথ অন্তরে তারকেশ্বর। বর্ষাকালে আফিসের ফেরত অপরাহ্ণে ১৭। ১৮ ক্রোশ পথ কেহ যাইতে পারে ?

প্রকৃত কথা এই যে সাহেবের নিকট বিদায় লইয়া ৪টার পর কলিকাতা হইতে জনাই গ্রামের নিকট চণ্ডীতলা নামক গ্রামে সরাইতে রাত্রিযাপন করিয়াছিলেন।

২৫

৮৭ পৃষ্ঠা ১৮ লাইন হইতে ৮৮ পৃষ্ঠার ১০ লাইন পর্য্যন্ত।

"পর দিন শ্রীরামকে পথ চলিতে অসমর্থ দেখিয়া পথে ফলার করাইয়া ও কিছু পয়সা দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন। শ্রীরামের বাড়ী সেখান হইতে নিকটে, সে অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রভুর আদেশমত বাড়ী গেল। ঈশ্বরচন্দ্রকে সে দিন যে কোন উপায়ে হউক বাটী পৌঁছিতেই হইবে। সেই দিন বিবাহ। তিনি জানিতেন, তিনি বাড়ী না গেলে, জননীর আর দুঃখের সীমা থাকিবে না। এই ভাবনার তাড়নায় তিনি ত্বরিতগমনে পথ চলিতে লাগিলেন। ক্রমে সেই ভীষণকলেবর দামোদর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দামোদরে বর্ষার ঢল নাগিয়াছে, একগাছি তৃণ

পড়িলে শত খণ্ড হইয়া যায়। দুকুল ভাসাইয়া, প্রবল তরঙ্গ তুলিয়া, জলরাশি নৃত্য করিতে করিতে তীরবেগে ছুটিয়াছে। পারের নৌকা পর পারে, নৌকা আসিয়া তাঁহাকে লইয়া গেলে, সে দিন আর গৃহে যাওয়া হয় না, কেবল পার হওয়া হইবে মাত্র, তাহারও নিশ্চয়তা নাই। মাতৃভক্ত বিদ্যাসাগর কি করিলেন, পাঠক! শুনিতে চাও, ভাবিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে, ভয়ে হাত পা পেটের ভিতর প্রবেশ করে, উপন্যাসে, কবি-কল্পনায় এরূপ ঘটনার অবতারণা সম্ভব হয়, কিন্তু সত্যসত্যই যে মানুষ এরূপ করিতে পারে, তাহা সহজে বিশ্বাস হয় না, কিন্তু বিদ্যা-সাগর মহাশয় আব্দারে মায়ের আদেশ পালনের জন্য বর্ষার ভরা দামোদরের জলোচ্ছ্বাসে অঙ্গ ঢালিয়া দিলেন। যাহারা পারে যাইবে বলিয়া বসিয়া ছিল, তাহারা অনেকে নিষেধ করিল, কেহ কেহ বাধাও দিল, কিন্তু মাতৃআজ্ঞা পালনে বদ্ধ-পরিকর ঈশ্বরচন্দ্র কোন বাধাই মানিলেন না। সবলদেহ বীরপুরুষ দামোদরের তরঙ্গ সংগ্রামে জয়ী হইয়া পর পারে উঠিলেন।"

চণ্ডীবাবু বর্ষাকালে ভরা দামোদর সাঁতরাইয়া পার হওয়ার কথা যে লিখিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অসঙ্গত। বোধ করি, চণ্ডীবাবু বর্ষাকালে রাজবলহাট গ্রামের সন্নিকটে দামোদর নদের অতি ভীষণমূর্ত্তি কখনও স্বচক্ষে দেখেন নাই; তজ্জন্যই এরূপ অসম্ভব কথা লিখিয়াছেন। এরূপ মিথ্যা ও অসঙ্গত কথা লিখিয়া পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করার আবশ্যক কি? বন্যার সময় দামোদরের এত জল বৃদ্ধি হয় যে, ঐ নদের পশ্চিম প্রায় চারি ক্রোশ পর্য্যন্ত মাঠ জলমগ্ন থাকে।

দ্বিতীয়তঃ "শ্রীরামের বাড়ী সেখান হইতে নিকটে, সে অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রভুর আদেশ মত বাড়ী গেল।"

ইহা চণ্ডীবাবুর নিতান্ত ভ্রম। শ্রীরামের বাটী সেখান হইতে নিকট নহে, তাহার বাটী পাতুল গ্রাম, পাতুল দামোদর পার হইয়া প্রায় ৫ ক্রোশ যাইতে হইবে। প্রকৃত কথা, শ্রীরাম পাতুল পর্য্যন্ত একত্র গিয়াছিল, সেদিন নিজ বাটী পাতুল গ্রামে রহিল। বিদ্যাসাগর তথা হইতে একা বাটী গেলেন।

২৬

১০৭ পৃষ্ঠা ২০ পংক্তি হইতে ২৫ পংক্তি পর্য্যন্ত।

"সংস্কৃতভাষা শিক্ষা ও শাস্ত্রালোচনার যে প্রবল স্রোতঃ এ দেশে প্রবাহিত হইয়াছে তাহার মূলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপক্রমণিকা ও পরবর্ত্তী ব্যাকরণগুলি বহুল পবিমাণে কার্য্য করিয়াছে। আবার যখন জানা গেল যে, সেই উপক্রমণিকার প্রথম পাণ্ডুলিপি এক রজনীর কয়েক ঘণ্টা মাত্র সময়ে রচিত হইয়াছিল," * তখন বিস্ময়বিহ্বল হইয়া তাঁহার বিচিত্র শক্তির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।"

চণ্ডীবাবু যে উহা লিখিয়াছেন ইহা সত্য নহে। কারণ আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রথমে সংস্কৃত রিডারের ও সংস্কৃত হিতোপদেশের দুই এক গল্প পাঠ করিয়া মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পাঠ করেন। আমাদের বাসায় প্রত্যহ মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতেন। তৎকালে উপক্রমণিকা ব্যাকরণের পাণ্ডুলিপি হয় নাই। যদি রাজকৃষ্ণ বাবু বলিয়া থাকেন, তাহা তাঁহার ভ্রম। রাজকৃষ্ণ বাবুর মুগ্ধবোধ অধ্যয়নের পর অন্ততঃ সাত বৎসর পরে উপক্রমণিকার সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ যৎকালে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কালেজের প্রিন্সিপাল হন, তাহার ৮।৯ মাস পরে উপক্রমণিকা লিখিয়া মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন।

* "বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার বন্ধু শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে সংস্কৃত শিক্ষা দিবার সোপানরূপে উক্ত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি রচনা করিয়াছিলেন।"

২৭

১১৪ পৃষ্ঠা ৩ পংক্তি হইতে ৮ পংক্তি পর্য্যন্ত।

"বিদ্যাসাগর মহাশয় যে সময়ে সংস্কৃত কালেজের দ্বিতল গৃহে বাস করিতেন, সেই সময়ে বাবু দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে ৺ দ্বারকানাথ মিত্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করিতে আসেন। আলাপে বিদ্যাসাগর মহাশয় পরিতুষ্ট হইয়া নব্য মিত্র মহাশয়কে বিদায় দিয়া দ্বারিক বাবুকে * বলিয়াছিলেন "এ কাকে এনেছিলে হে, এ যে চোখে মুখে কথা কয়, আমাকে 'থ' করিয়া দিল। আমি ত জানিতাম, যেখানে আমি, সেখানে আর কেহ কথা কহিতে পারে না। এ যে আমার উপরে যায়।" এই সময় হইতে দ্বারকানাথ মিত্র মহোদয়ের সহিত তাঁহার আত্মীয়তার সূত্রপাত হয়।"

ইহা ভ্রমাত্মক। বিদ্যাসাগর প্রিন্সিপালের পদে নিযুক্ত হইবার বহু পূর্ব্ব হইতে পূজার অবকাশে নৌকাপথে বাটী যাইবার সময় হারোপ ও আগুনসী গ্রামে তৎকালীন সংস্কৃত কালেজের ছাত্র তারকচন্দ্র চূড়ামণি ও রমানাথ তর্কালঙ্কারদিগের বাটীতে একদিন এক বেলা থাকিয়া বাটী যাইতেন। সেই সময়ে উঁহাদিগের প্রতিবেশী বালক দ্বারকানাথ মিত্রের সহিত আলাপ হয়। চণ্ডীবাবু! তখন আপনার দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য কোথায়? পরে বাবু দ্বারকানাথ মিত্র বহুবাজার মলঙ্গায় তাঁহার মাতুল বাবু প্রেমচাঁদ নিয়োগীর বাসায় ও দোকানে আসিলে বহুবাজার পঞ্চাননতলায় আমাদের বাসায় আসিয়া সাক্ষাৎ করিতেন। হুগলি কালেজে অধ্যয়ন সময়ে যখন যখন দ্বারিক বাবু কলিকাতায় মাতুলের বাসায় আসিতেন, সেই সেই সময়ে, তিনি আমাদের বাসায় যাইতেন। এবং বিদ্যাসাগরের প্রিন্সিপাল হইয়া দ্বিতল গৃহে

* (চণ্ডীবাবু লিখিয়াছেন যে) "ইনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশেষ ভাল বাসার পাত্র। ইনি এক্ষণে মহারাজা স্যর যতীন্দ্রমোহনের প্রধান কর্ম্মচারী। ইহাঁরই নিকট এই ঘটনাটী শুনিয়াছি।"

অবস্থিতি সময়ে বাবু দ্বারকানাথ মিত্র মহাশয় ওখানে আসিয়া সাক্ষাৎ করিতেন।

২৮

১১৭ পৃষ্ঠার নিম্নের ৮ পংক্তি হইতে ১১৮ পৃষ্ঠার ১৫ পংক্তি পর্য্যন্ত।

"বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুমূর্ত্তিবিশিষ্ট ছিলেন। সংস্কৃত কালেজে যখন অধ্যক্ষরূপে বিরাজ করিতেন, তখন তাঁহাকে দেখিলে ছাত্র ও অধ্যাপক সকলেই সভয় সম্মান সহকারে নত মস্তক হইতেন, কেহই তাঁহার সমক্ষে মাথা তুলিয়া উচ্চ কথা বলিতে সাহস করিতেন না। বালকেরা বিদ্যালয়ে তাঁহাকে কেমন এক দুরতিক্রমণীয় গাম্ভীর্য্য মূর্ত্তিমান দেখিত, কিন্তু বিদ্যালয়ের বাহিরে বালকেরা তাঁহাকে আপনাদের দলের লোক সঙ্গী বলিয়া মনে করিত। এক দিন কোথায় এক বিশেষ কাজে গিয়া, আসিবার সময় বেলা অধিক হইয়া যায়। বাটী আসিয়া আহারাদি করিতে গেলে, যথাসময়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হওয়া অসম্ভব। পথে নিকটে পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয়দের ছাত্রাবাস। সেই বাসায় প্রবেশ করিলেন, একখানা ভিজা কাপড় পরিয়া পাতকূয়া হইতে কয়েক ঘটী জল তুলিয়া মাথায় ঢালিলেন, বালকেরা আহারে বসিয়াছিল, তাহাদের সঙ্গে বসিলেন, সকলের পাত হইতে এক এক থাবা ভাত লইয়া উদর পূর্ণ করিয়া সকলের অগ্রে উঠিলেন, সকলের অগ্রে বিদ্যালয়ে গিয়া উপস্থিত হইলেন। * বালকেরা কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহাকে সঙ্গে পাইয়া, তাহাদের আহার্য্য হইতে কিছু কিছু খাইতে দেখিয়া এবং দু চারিটা আমোদের কথা কহিতে পাইয়া কৃতার্থ হইয়া গেল। সেই অল্প সময় মধ্যে কত গল্প করিলেন, কত রং তামাসা করিয়া ক্ষণকাল মধ্যে অদৃশ্য

* পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয়ের নিকট এই ঘটনাটী শুনিয়াছি।

হইলেন। কবিরত্ন মহাশয় বলিয়াছেন, বিদ্যালয়ে গিয়া দেখি, সেই বালস্বভাবসুলভ চপলতার মূর্ত্তি বিদ্যাসাগর আর নাই, ক্ষণকাল পূর্ব্বে বালকদের মধ্যে বালক বেশধারী যে বিদ্যাসাগর-মূর্ত্তি দেখিয়া আমরা পরম পুলকিত হইয়াছিলাম, পর মুহূর্ত্তে শিক্ষক বেশধারী অধ্যক্ষপদারূঢ় সেই বিদ্যাসাগরমূর্ত্তিই আমাদের মনে ভয়ের সঞ্চার করিয়া দিল। এইরূপ মূর্ত্তি পরিবর্ত্তনে যেরূপ আত্মশাসন ও সাধনের প্রয়োজন, তাহা সাধারণ লোকের পক্ষে সম্ভব নহে।"

নিজকৃত জীবনচরিতে এই বিষয় প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে চণ্ডীবাবুর জানা উচিত ছিল, যে ঐ সময়ে তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয়ের অন্নপ্রাশন হইয়াছিল কি না? এবং বিদ্যাসাগর কোথায় কোন কাজে গিয়াছিলেন এবং কোথায় ঐ ছাত্রাবাস। ঐ ছাত্রাবাসের অধ্যক্ষের নাম কি? এই সকলের উল্লেখ করিয়া ঐ কয়েকজন ছাত্রের নামোল্লেখ করা উচিত ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় অপরিচিত ভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রবর্গের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়াছিলেন, এই অসম্ভব বৃত্তান্তটী পুস্তকে নিবদ্ধ করিয়া অনেক হিন্দুর মনে বিদ্যাসাগরের প্রতি অশ্রদ্ধার বীজ স্থাপন করিয়া চণ্ডীবাবুর কি ইষ্ট-সিদ্ধি হইল, তাহা তিনিই জানেন। আমরা কিন্তু কখনও এই বৃত্তান্তের অণুমাত্র শ্রবণ করি নাই। এমন কি, আমি তাঁহাকে পিতা মাতা ভিন্ন অন্য কাহারও কখনও উচ্ছিষ্ট খাইতে দেখি নাই।

২৯

২০৮ পৃষ্ঠা ৬ হইতে ৭ পংক্তি পর্য্যন্ত।

"বিদ্যাসাগর মহাশয় একখানি বগি গাড়ীতে বালী ষ্টেশন হইতে উত্তরপাড়া যাইতেছিলেন, উত্তরপাড়ার অতি নিকটে পথে একস্থানে মোড় ফিরিবার সময়ে গাড়ীখানি উল্টাইয়া পড়ে।" ইত্যাদি—

চণ্ডীবাবু যাহা লিখিয়াছেন তাহা নহে; অর্থাৎ উত্তরপাড়া যাইবার সময় গাড়ী হইতে পড়েন নাই। ইং ১৮৬৬ সালে উত্তরপাড়া হইতে প্রত্যাগমন কালে বগী গাড়ী আরোহণ করিয়া আসিতেছিলেন, মোড় ফিরিবার সময়ে গাড়ী উল্‌টিয়া পড়াতে পতিত হয়েন।

চণ্ডীবাবু উত্তরপাড়া যাইবার সময় গাড়ী হইতে পতিত হইয়াছিলেন লিখিয়াছেন। যাইবার সময় বা আসিবার সময় ইহার তদন্ত না করিয়া কেন লিখিলেন? একবার উত্তরপাড়া যাইয়া জমীদার ৺ বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের ভবনে যাইলে সকলই জানিতে পারিতেন, এবং ভিজিট পুস্তক দেখিয়া বুঝিতে পারিতেন।

৩০

২৩১ পৃষ্ঠা ২ পংক্তি হইতে ২৩২ পৃষ্ঠার ৩ পংক্তি পর্য্যন্ত।

পুস্তক রচনা করিলেন বটে, কিন্তু এখনও প্রচার করেন নাই। পুস্তক রচনা করিয়া সর্ব্বাগ্রে পিতার নিকট গেলেন, পিতাকে গিয়া বলিলেন, "দেখুন আমি শাস্ত্রাদি হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া বিধবাবিবাহের পক্ষ সমর্থনের জন্য এই পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছি। আপনি শুনিয়া এবিষয়ে আপনার মত না দিলে আমি ইহা প্রকাশ করিতে পারি না। ঠাকুরদাস পুত্রকে বলিলেন, যদি আমি এবিষয়ে মত না দিই, তবে তুমি কি করিবে?" ঈশ্বরচন্দ্র বলিলেন, "তাহা হইলে আমি আপনকার জীবদ্দশায় এ গ্রন্থ প্রচার করিব না। আপনার দেহত্যাগের পর আমার যেরূপ ইচ্ছা হইবে সেইরূপ করিব।" পিতা পুত্রকে বলিলেন, আচ্ছা কাল একবার নির্জ্জনে বসিয়া মনোযোগ সহকারে সমস্ত শুনিব. পরে আমার যাহা বক্তব্য তাহা বলিব।" পরদিন বিদ্যাসাগর মহাশয় পিতার নিকট বসিয়া গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন। পিতা সমস্ত শ্রবণ করিয়া বলিলেন:— "তুমি কি বিশ্বাস কর, যাহা লিখিয়াছ তাহা সমস্ত শাস্ত্রসম্মত হইয়াছে?" পুত্র বলিলেন,

"হাঁ তাহাতে আমার অনুমাত্র সন্দেহ নাই।" উদারহৃদয় ঠাকুরদাস অমনি বলিলেন, তবে তুমি এবিষয়ে বিধিমতে চেষ্টা করিতে পার, আমার তাহাতে আপত্তি নাই।" পিতার আদেশ পাইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় পুলকপূর্ণ হৃদয়ে জননী সদনে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "মা, তুমি ত শাস্ত্র টাস্ত্র কিছু বুঝিবে না, আমি বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে এই বই খানি লিখিয়াছি, কিন্তু তোমার মত না পেলে এ বই আমি ছাপাইতে পারি না। শাস্ত্রে বিধবাবিবাহের বিধি আছে।" সরলতার সৌম্যমূর্ত্তি উন্নতমনা সহৃদয়া জননী ভগবতী দেবী অমনি বলিলেন, কিছুমাত্র আপত্তি নাই, লোকের চক্ষুঃশূল, মঙ্গল কর্ম্মে অমঙ্গলের চিহ্ন, ঘরের বালাই হইয়া নিরন্তর চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে যাহাদের দিন কাটিতেছে, তাহাদিগকে সংসারে সুখী করিবার উপায় করিবে, এতে আমার সম্পূর্ণ মত আছে। তবে এক কাজ করিবে, যেন ওঁকে (কর্ত্তাকে) বলিওনা।" পুত্র বলিলেন, "কেন মা, বলিব না?" জননী বলিলেন, "তাহা হইলে উনি বাধা দিতে পারেন। কারণ তুমি বিধবাবিবাহের গোলযোগ তুলিলে ওঁর অনেক ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।" বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, "বাবা মত দিয়াছেন, করুণারূপিণী ভগবতী এই সংবাদ শুনিবামাত্র আরও দশগুণ উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, "তবে বেশ হয়েছে—তবে আর ভয় কি?"

সংকৃত বিদ্যাসাগর জীবনচরিতের ১১০ পৃষ্ঠার ২৪ পংক্তি হইতে ১১২ পৃষ্ঠার ৫ পংক্তি পর্য্যন্ত এবং ঐ পুস্তকের ১১৪ পৃষ্ঠার ৮ পংক্তি হইতে ২০ পংক্তি পর্য্যন্ত দেখ।

এক দিবস পিতৃদেব ও বিদ্যাসাগর বীরসিংহের বাটীতে চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন, এমত সময়ে, জননী দেবী একটি বালিকার

বৈধব্য উল্লেখ করিয়া চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া বলিলেন, তুই এতদিন যে শাস্ত্র পড়িলি, তাহাতে বিধবাদের কোন উপায় নাই কি? ইহা শুনিয়া পিতৃদেব বলিলেন, ঈশ্বর! ধর্ম্মশাস্ত্রে বিধবাবিবাহের কি কি ব্যবস্থা আছে? অগ্রজ উত্তর করিলেন, শাস্ত্রে প্রথমতঃ ব্রহ্মচর্য্য, অভাবে সহমরণ বা বিবাহ। পিতৃদেব বলিলেন, রাজ আজ্ঞায় সহমরণ প্রথা নিবারিত হইয়াছে। কলিতে ব্রহ্মচর্য্য সহজ নহে, সুতরাং বিবাহই একমাত্র উপায়। অতএব তুমি পুনরায় ভাল করিয়া শাস্ত্র দেখিয়া ইহা শাস্ত্রসিদ্ধ করিবার জন্য যত্নবান হও। এবং এবিষয়ে প্রবৃত্ত হইলে লোকের নিন্দাবাদে বা অপর কোন কারণে পশ্চাৎপদ হইবে না; এমন কি তোমার পিতা মাতা আমরা নিবারণ করিলেও ক্ষান্ত থাকিবে না। পুস্তক প্রচার হইবার অল্পদিন পরে পিতৃদেব কলিকাতায় বহুবাজারে পঞ্চাননতলার বাসায় ডাক্তার নবীনচন্দ্র মিত্র ও অগ্রজের সহিত কথোপকথনে হাস্যবদনে বলিলেন, ঈশ্বর আর তোমাকে আমার শ্রাদ্ধ করিতে হইবে না। ইহা শুনিয়া অগ্রজ সহাস্যমুখে বলিলেন, খরেদরে এক আঁঠু অর্থাৎ ভাল মন্দ সুখ্যাতি অখ্যাতি দুই আছে। পিতৃদেব বলিলেন, বাবা ধরেছ ছেড়োনা, প্রাণ পর্য্যন্ত স্বীকার করিও। এই অভিপ্রায়েই পূর্ব্বে বীরসিংহের চণ্ডীমণ্ডপে আমরা উভয়েই তোমাকে বলিয়াছিলাম।

অতএব চণ্ডীবাবু যাহা লিখিয়াছেন তাহা তাঁহার স্বকপোলকল্পিত। কিন্তু আমি যাহা লিখিলাম, ইহাই প্রকৃত ঘটনা।

৩১

২৩৬ পৃ ১১ পংক্তি।

"উক্ত ব্যবস্থা পত্র সংস্কৃত কালেজের অধ্যাপক মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশের নিজের রচিত ও স্বহস্তে লিখিত।"

মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ সংস্কৃত কালেজে কখনও অধ্যাপক থাকেন নাই, ইহা মিথ্যা। চণ্ডীবাবু একবার সংস্কৃত কালেজে যাইয়া হাজিরা বহি দেখিয়া মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ মহাশয় উক্ত বিদ্যালয়ে অধ্যাপক ছিলেন কি না, অবগত হইতে পারিতেন। তাহা হইলে এত ভ্রমে পতিত হইতেন না।

মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সভাসদ্, এবং কলিকাতা মাদ্রাসা কালেজের পণ্ডিত ছিলেন।

৩২

২৮৪ পৃষ্ঠা ১২ পংক্তি হইতে ১৪ পংক্তি।

"মহাত্মা রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ কলিকাতার অধিকাংশ ইংরাজীতে কৃতবিদ্য লোক বরের পাল্কির সঙ্গে পদব্রজে গিয়াছিলেন।"

শ্রীশ বাবু পাল্কীতে বিবাহ করিতে আইসেন নাই। বাবু রামগোপাল ঘোষ মহাশয়ের বড় জুড়ি গাড়ীতে আইসেন। ঐ গাড়ীতে রামগোপাল বাবু প্রভৃতি ছিলেন।

৩৩

২৮৪ পৃষ্ঠা ২২ পংক্তি।

"মেদিনীপুরের তদানীন্তন গবর্ণমেণ্ট উকিল হরনারায়ণ দত্ত বলিয়াছিলেন যে, ইত্যাদি।"

তৎকালে মেদিনীপুরে গবর্ণমেণ্টের উকীল হরনারায়ণ দত্ত মহাশয় ছিলেন না। তৎকালে বাবু চন্দ্রনাথ দেব মহাশয় গবর্ণমেণ্টের উকীল ছিলেন। পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের মধ্যম সহোদর শ্রীযুক্ত বাবু মদনমোহন বসুর বিবাহের সময় উক্ত উকীল বাবু চন্দ্রনাথ দেব মহাশয় তথা হইতে আসিয়া সভাস্থ হইয়াছিলেন। আমার এরূপ লেখায় যদি চণ্ডীবাবুর সন্দেহ হইয়া থাকে, তাহা হইলে মেদিনীপুরের জজ আদালতের রেকার্ড আপনার দেখা উচিত যে, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসুর ভ্রাতার বিবাহ সময়ে মেদিনীপুরের জজ আদালতে গবর্ণমেণ্টের উকীল কে ছিলেন। অযথা সংবাদ লিখিয়া সাধারণের ভ্রম

জন্মাইবার প্রয়োজন কি? নভল লিখিতে প্রবৃত্ত হন নাই যে যাহা ইচ্ছা তাহাই লিখিবেন।

৩৪

২৯৬ পৃষ্ঠা ১৮ পংক্তি হইতে ২৯৯ পৃষ্ঠার ১২ পংক্তি পর্য্যন্ত।

"পুত্র নারায়ণচন্দ্র ১২৭৭ সালের ২৭ শ্রাবণ, একবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে খানাকুল কৃষ্ণনগরনিবাসী শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একাদশবর্ষীয়া বিধবা কন্যার পাণিগ্রহণ করেন ইত্যাদি।"

চণ্ডীবাবু উক্ত শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দুহিতার যে একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম লিখিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। বিবাহের সময় শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যার বয়স তৎকালে প্রায় ষোড়শ বর্ষ। চণ্ডীবাবু কাহার নিকটে এগার বৎসরের বলিয়া শুনিয়াছেন। তাঁহার নামোল্লেখ করা কর্ত্তব্য ছিল।

৩৫

২৯৮ পৃষ্ঠা ২০ পংক্তি হইতে ২৯৯ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত।

"কিন্তু তৃতীয় সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন, এবং এ কথা বিদ্যাসাগর মহাশয় ও বিদ্যারত্ন মহাশয় উভয়েই সর্ব্বদা সর্ব্বসমক্ষে স্বীকার করিয়াছেন। বিদ্যারত্ন মহাশয় অনুরাগভরে দীর্ঘকালের জন্য তাঁহার নানাবিধ কার্য্যে সহকারিতা করিয়া আসিয়া এবং তাঁহার জীবনী-বিষয়ক নানা ঘটনা আশৈশব অবগত থাকিয়াও বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ভাল করিয়া চিনিতে পারেন নাই, ইহা অপেক্ষা গভীর আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে! যদি তিনি চিনিতে পারিতেন, তাহা হইলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবাবিবাহবিষয়ক অনুষ্ঠানে সহকারিতা করিয়া পরিশেষে কোন্ সাহসে বিধবা-বিবাহের অনুষ্ঠান হইতে নারায়ণ বাবুকে বিরত করিবার জন্য

তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন? যখন দীর্ঘকালের জন্য জ্যেষ্ঠের কার্য্যে সহকারিতা করিয়া সহোদর বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই, তখন দেশের লোক যে নানা ছন্দোবন্ধে তাঁহার নিন্দা রটনা করিবে এবং তাঁহার প্রকৃত মর্য্যাদা বুঝিতে অক্ষম হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি!"

চণ্ডীবাবু লিখিয়াছেন যে আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে চিনিতে পারি নাই একথা সম্পূর্ণ সত্য। কারণ নারায়ণ বাবুর বিবাহের পূর্ব্বে মুচীরামের বিবাহের সময় উক্ত বিবাহ ন্যায্য ও শাস্ত্রসম্মত স্বীকার করিয়াও বিধবাবিবাহ-বিদ্বেষী ক্ষীরপাইনিবাসী হালদার বাবুদের অনুরোধে পশ্চাৎপদতার ও কাপুরুষতার পরিচয় দিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই বরং ঐ সময়ে তিনি ঐ বিবাহের প্রতি যারপরনাই বিদ্বেষ ভাব প্রদর্শন করিয়াছেন। চণ্ডীবাবু নিজে যখন এরূপ বিধবাবিবাহে বিদ্যাসাগরের বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তখন পাঠকবর্গ এবং চণ্ডীবাবু এবিষয়ের সত্যতা সম্বন্ধে কিছুই সন্দেহ করিতে পারেন নাই। তখন আমি কিরূপে বুঝিব যে বিদ্যাসাগর নারায়ণের বিধবাবিবাহে প্রবৃত্ত হইবেন।

দ্বিতীয়তঃ আমি যে যে কারণে ঐ কন্যার সহিত নারায়ণের বিবাহ স্থগিত রাখিতে লিখিয়াছিলাম; বিদ্যাসাগর সকল কারণের উত্তর ঐ পত্রে (প্রকাশিত পত্রে) লিখেন নাই, লিখিলে তাহাও প্রকাশ করিতাম। তিনি কেবল নারায়ণের বিবাহেরই কথা লিখিয়াছিলেন, অপর কথার উত্তর দেন না। আমি যে যে কারণে ঐ বিধবার সহিত নারায়ণের বিবাহ দেওয়া অনুচিত বলিয়া লিখিয়াছিলাম, তাহা নিম্নে প্রকটিত হইতেছে।

ঐ কন্যার সম্বন্ধ, অগ্রজ মহাশয় অন্য এক পাত্রের সহিত স্থির করিয়াছিলেন, সে ব্যক্তি অতি ভদ্র লোক, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে সম্ভ্রমের সহিত কর্ম্ম করিতেন। তিনি ঐ কন্যার সহিত বিবাহ কার্য্য সম্পাদনার্থ অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করাইতে ছিলেন। তাঁহাকে বঞ্চনা করিয়া নারায়ণের সহিত বিবাহ দিলে সে ব্যক্তি কি মনে করিবেক।

তৃতীয়তঃ পূজ্যপাদ জ্যেষ্ঠা বধূ দেবী অত বড় মেয়ের সহিত বিবাহ দিতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং নারায়ণের বিবাহ পক্ষে অভিপ্রায় অর্থাৎ উভয় পক্ষের অভিপ্রায় লেখা হইয়াছিল।

চতুর্থতঃ, অপরাপর আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের কথাও একই পত্রে লিখিয়াছিলাম। দাদার নিকটে কোন বিষয়ের গোপন করি নাই।

আত্মীয় কুটুম্বদের প্রতিকূলে এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া সহজ নহে। বিবাহ রাত্রে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোন স্বজাতীয় আত্মীয় স্ত্রীলোক বর কন্যার বরণ করিতে সম্মত হইলেন না এবং ইহাও প্রকাশ থাকে যে, তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের মত বিদ্বান ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোক আমার নয়নগোচর হয় নাই। কারণ নারায়ণের বিবাহ সময়ে বরণ করিবার সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোন আত্মীয় স্ত্রীলোক বরণ করিতে সম্মতা হইলেন না দেখিয়া, বাচস্পতি মহাশয় তৎক্ষণাৎ নিজের বাটী গিয়া আপন পত্নীকে আনয়ন পূর্ব্বক বর-কন্যার বরণ কার্য্য সমাধা করাইলেন। একারণ বাচস্পতি মহাশয়ের উপর আমাদের অচলা ভক্তি।

৩৬

৩৩৩ পৃষ্ঠার শেষ ২ পংক্তি হইতে ৩৩৪ পৃষ্ঠার ৬ পংক্তি পর্য্যন্ত।

৩৩৪ পৃষ্ঠার শেষে।

এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এরূপ সঙ্কল্প ছিল যে বহুবিবাহ বিষয়ক গ্রন্থের ইংরাজীতে অনুবাদ করিবেন এবং একটীবার ইংলণ্ডে গমন পূর্ব্বক কোটি কোটি প্রজাপুঞ্জের জননীস্থানীয়া মহারাণী ভিক্‌টোরিয়া সদনে বঙ্গের অসংখ্য রমণীর কাতরতাপূর্ণ অশ্রুজল অঞ্জলি পূরিয়া রাজ্ঞীসম্ভাষণার্থে অর্পণ করিবেন এবং ভারতেশ্বরীকে তাঁহার এ কথাও জিজ্ঞাসা করিবার বড় সাধ ছিল যে, যে দেশে পুণ্যশ্লোকা পরম সাধ্বী রমণীর মণি ভিক্‌টোরিয়া রাজত্ব করেন, সে দেশে নারী-

জাতির এত দুর্দ্দশা কেন? ভগবানের কৃপায় শক্তিশালিনী অবলা কি দুর্ব্বলার দুঃখ দূর করিতে বিমুখ হইয়াছেন। *

পূর্ব্বোক্ত গল্পটীর সত্যতা পক্ষে কোন প্রমাণ আজ পর্য্যন্ত পাই নাই। দাদা বিলাত গিয়া এরূপ ভাবে বহু বিবাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিবেন এই কথা আমার নিকট বা অপর কোন ব্যক্তির নিকট বলিয়াছিলেন তাহারও কোনও প্রমাণ নাই। অধিকন্তু তিনি বিলাত যাওয়ার পক্ষে ছিলেন বলিয়াও বিশ্বাস করিতে পারি না, কারণ তিনি বলিতেন, বৃদ্ধ পিতা মাতাকে কাঁদাইয়া বিলাত যাওয়া উচিত নয়। বিশেষতঃ যাহারা বিলাত হইতে আসিয়া থাকে, তাহারা পিতামাতার বাধ্য থাকে না ও সংসর্গে থাকে না।

৩৭

৩৫৪ পৃষ্ঠার ১৭ পংক্তি হইতে ৩৫৫ পৃষ্ঠার ৪ পংক্তি পর্য্যন্ত।

"বালক-বিদ্যালয়, বালিকা-বিদ্যালয়, রাখাল-স্কুল প্রভৃতি জ্ঞান বিতরণের সকল দ্বার গুলিই অবৈতনিক। সকলেই সর্ব্বত্র বিনাবেতনে ও বিনা ব্যয়ে বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে লাগিল। এই সকল বিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রীগণের পুস্তক, কাগজ, কলম, শ্লেট, পেন্‌সিল, প্রভৃতিতে মাসে মাসে প্রায় ৩০০৲ টাকার অধিক ব্যয় হইত। বিদ্যাসাগর-সুহৃৎ ৺ প্যারীচরণ সরকার মহাশয় তাঁহার রচিত পুস্তকগুলি বিনামূল্যে বীরসিংহের বিদ্যা-

* বিদ্যাসাগর-পুত্র শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকট এই ঘটনাটী শুনিয়াছি এবং তাঁহার বহুবিবাহ গ্রন্থোক্ত আক্ষেপোক্তিতেও তাহার আভাস পাওয়া যায়। নারায়ণ বাবু বলেন:—বাবা বলিয়াছিলেন, ইংলণ্ডে গিয়া বহুবিবাহ গ্রন্থ সুন্দর করিয়া ছাপাইয়া মহারাণীর হাতে দিয়া বলিব যে "মেয়ে রাজার দেশে মেয়েদের দুঃখ ঘুচেনা কেন?"

লয়ের ব্যবহারার্থ বিতরণ করিতেন। এতদ্ভিন্ন ঐ সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের বেতন ও অন্যান্য খরচ সর্ব্বসমেত ৩০০।৪০০ টাকা পড়িত। প্রথম প্রথম এই সমগ্র ব্যয় নিজেই বহন করিতেন, তৎপরে যখন তাঁহারই উদ্যোগে এডেড্ স্কুল সমূহের (Grant-in-Aid) সৃষ্টি হইল, তখন কিছুকালের জন্য বীরসিংহ স্কুলও গভর্ণমেণ্ট হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই বিদ্যালয় এক্ষণে সেই প্রাতঃস্মরণীয়া বিদ্যাসাগর জননী ভগবতী দেবীর নামে পরিচিত। বিদ্যাসাগরপ্রতিষ্ঠিত সেই বিদ্যামন্দির "ভগবতী বিদ্যালয়" নামে অভিহিত হইয়া অদ্যাপি জীবিত আছে এবং বীরসিংহ অঞ্চলের বালকগণের শিক্ষা লাভে সহায়তা করিয়া আসিতেছে। বিদ্যাসাগর-পুত্র নারায়ণ বাবু সে বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে যত্নের ত্রুটি করেন না।"

"প্রথম প্রথম এই সমগ্র ব্যয় নিজেই বহন করিতেন, তৎপরে যখন তাঁহারই উদ্যোগে এডেড্ স্কুল সমূহের (Grant-in-Aid) সৃষ্টি হইল, তখনই কিছু কালের জন্য বীরসিংহ স্কুলও গভর্ণমেণ্ট হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিল।" ইহা ভ্রম। বিদ্যাসাগর বা তাঁহার পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বীরসিংহা ইংরাজী-সংস্কৃত বালক বিদ্যালয়ে কখনও গভর্ণমেণ্টের সাহায্য লয়েন নাই, এবং ছাত্রদিগকেও বেতন দিতে হইত না। ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কাশীবাসী হইবার পর ছাত্রেরা কিছুদিন স্কুলের বেতন দিয়াছিল। ইহার অল্প দিনের মধ্যে ম্যালেরিয়া জ্বর নিবন্ধন ঐ স্কুল উঠিয়া যায়। পুনরায় বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে জননী ভগবতী দেবীর নামে পুনরায় অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এ স্থলে প্রকাশ থাকে যে কেবল বালিকাবিদ্যালয়ই গবর্ণমেণ্ট হইতে এড পাইত।

চণ্ডীবাবুর এই পুস্তক ইংরাজী ১৮৯৫ সালে লিখিয়াছেন। কিন্তু ১৮৯৪ সালে নারায়ণ বাবু তাঁহার পিতা বিদ্যাসাগরের স্থাপিত ভগবতী

বিদ্যালয় উঠাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং চণ্ডীবাবুর লিখিত বিষয় সম্পূর্ণ সত্য নহে।

৩৮

৩৮৭ পৃষ্ঠা ১১ পংক্তি হইতে ৩৮৮ পৃষ্ঠার ১০ পংক্তি পর্য্যন্ত।

"এখন আর কি আছে? সে কালে বর বাসর ঘরে প্রবেশ করিতে না করিতে তাকে তার ক'নে খুঁজিয়া লইতে হইত।" ইত্যাদি—

আমাদের দেশে বিবাহ রাত্রে বাসর ঘরে কন্যা খোঁজার রীতি নাই এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ঐ রাত্রে কন্যা খুজিতে হয় নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিবাহের সময় আমি নীতবর ছিলাম। আমার বেশ মনে আছে, আমাদের দেশে বিবাহের পরদিবস আকাটা পুখুরে স্নানের পূর্ব্বে স্ত্রীলোকেরা কন্যাকে লুকাইয়া রাখিয়া বরকে কন্যা খুজিতে বলে। বর যত এঘর ওঘর খুজিতে থাকে, স্ত্রীলোকেরা তত কৌতুক করিতে থাকে। বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্বন্ধে তাহাই হইয়াছিল; রীতিবহির্ভূত হয় নাই। বোধ করি, চণ্ডীবাবু হিন্দুমতের কার্য্যকলাপ বিস্মৃত হইয়া থাকিবেন। এখনকার ছেলেদের অপেক্ষা পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ছেলেদের সলজ্জতা অনেক বেশী ছিল। সুতরাং বিদ্যাসাগর মহাশয় তখনকার ছেলে হইয়া এরূপ ধৃষ্টতা করিবেন, তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে।

৩৯

৩৯২ পৃঃ ৮ পংক্তি হইতে ১০ পংক্তি পর্য্যন্ত।

"এই ডাকাইতির পর হইতেই পাঠকের পূর্ব্ব পরিচিত সর্দ্দার শ্রীমন্ত গৃহ-রক্ষকরূপে নিযুক্ত হইয়াছিল।"

ডাকাইতি হইবার পর গোঁসাই ও ফকিরদাস এই দুইজনকে নিযুক্ত করা হয়, ইহার এক বৎসর পরে চিন্তামণি ও পরাণ নামক দুই সর্দ্দার নিযুক্ত হয়। তৎপরে শ্রীমন্ত সর্দ্দার নিযুক্ত হইয়া বাটীতে ছিল, পরে বিধবাবিবাহের

সময় হইতে শ্রীমন্ত কয়েক বৎসর দাদার নিকট রক্ষক নিযুক্ত হয়; সুতরাং ডাকাইতির পর হইতে শ্রীমন্ত সদ্দার নিযুক্ত হয় নাই।

৩৯২ পৃঃ ২১ পংক্তি।

"বীরসিংহ গ্রামে অবৈতনিক ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইত্যাদি।"

সর্ব্বপ্রথমে বীরসিংহ স্কুলে বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পড়ান আরম্ভ হয়, অনেক পরে ইংরাজী আরম্ভ হয়। বলা বাহুল্য, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পড়ানর আরম্ভ হইতেই পাঠশালাগুলি উঠিয়া যায়। সুতরাং বীরসিংহে ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাঠাশালাগুলি উঠিয়া যাওয়ার কথাটি ঠিক নহে।

৪১

৩৯৭ পৃষ্ঠার ১১ পংক্তি হইতে ১৪ পংক্তি পর্য্যন্ত।

"হ্যারিসন সাহেব যখন ইনকমট্যাক্সের কার্য্যভার প্রাপ্ত হইয়া মেদিনীপুর জেলায় গমন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে তিনি একবার বীরসিংহ ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকল পরিদর্শন করিতে গমন করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সে সময়ে বাটীতে ছিলেন।"

হেরিসন সাহেব ইনকমট্যাক্সের কার্য্যভার প্রাপ্ত হইয়া মেদিনীপুর জেলায় গমন করিয়াছিলেন, ইহা ভুল। পাঠকবর্গ মৎপ্রণীত বিদ্যাসাগর জীবনচরিতের ১৯৮। ১৯৯। ২০০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দেখিলে সমস্ত ভ্রম নিবারিত হইবেন।

প্রকৃত কথা এই যে, সন ১২৭৫ সালে ইনকমট্যাক্সের কার্য্যভার প্রাপ্ত রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় হুগলি জেলার অন্তঃপাতী জাহানাবাদ মহকুমায় আগমন করেন। তৎকালে খাঁটাল ও চন্দ্রকোণা থানা, হুগলি

জেলা ও মহকুমা জাহানাবাদের অন্তর্গত ছিল। ইহার অনেকদিন পরে উক্ত দুই থানা মেদিনীপুর জেলার অন্তর্বর্ত্তী হইয়াছে।

রমেশ বাবু, যে সকল সামান্য ব্যবসায়ী লোকের আইনানুসারে ট্যাক্স ধার্য্য হইতে পারে না, তাহাদের প্রতি অন্যায় করিয়া পৃথক পৃথক ব্যবসায়ী দুই ব্যক্তির এক ব্যবসা বলিয়া এক বিলে ট্যাক্স ধার্য্য করিতেছিলেন। এই আইনবিরুদ্ধ কার্য্যে স্থানীয় অনেকে সম্মত না হইলে আসেসর বাবু ভয়প্রদর্শন দ্বারা ঐ সকল লোককে সম্মত করান। তৎকালে বিদ্যাসাগর মহাশয় দেশে ছিলেন। দেশস্থ লোক নিরুপায় হইয়া এই সংবাদ বিদ্যা-সাগর মহাশয়ের কর্ণগোচর করিয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় ন্যায়বিরুদ্ধ কার্য্য হইতেছে শুনিয়া খড়ার নামক গ্রামে যাইয়া আসেসর রমেশ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তাহাতেও রমেশ বাবু অন্যায় কার্য্য করিতে বিরত না হইয়া বরং পূর্ব্বাপেক্ষায় ভয় দেখাইয়া কার্য্যসাধন করিতে লাগি-লেন। দরিদ্রলোকের প্রতি অন্যায় হইতেছে দেখিয়া বিদ্যাসাগর তাহাদের হিতকামনায় স্বয়ং বাদী হইয়া এই বিষয় লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের কর্ণগোচর করেন। তৎকালীনের ছোটলাট বাহাদুর তৎকালের বর্দ্ধমানের কালেক্টর হেরিসন সাহেব মহোদয়কে কমিসন নিযুক্ত করিয়া তদন্ত জন্য প্রেরণ করেন। হেরিসন সাহেব বাদী বিদ্যাসাগর মহাশয় সমভিব্যাহারে জাহানাবাদ মহকুমার অন্তঃপাতী খড়ার, ঘাঁটাল, রাধানগর, ক্ষীরপাই, চন্দ্রকোণা, রামজীবনপুর, বদনগঞ্জ, জাহানাবাদ প্রভৃতি গ্রামে যাইয়া সকল ব্যবসায়ীর খাতা প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণ করেন। পরিশেষে অগ্রজ মহাশয় সাহেবকে নিমন্ত্রণ করিয়া বাটীতে আনয়ন করিয়াছিলেন। আমিও সেই সময়ে হেরিসন সাহেব ও দাদার সহিত উল্লিখিত খড়ার, রাধানগর, চন্দ্রকোণা গ্রামে গমন করিয়াছিলাম।

৪২

৩৯৮ পৃঃ ১৯ পংক্তি।

"ঈশ্বরচন্দ্রকে ও সারি সারি দণ্ডায়মান অপর তিনটী পুত্রকে দেখাইয়া বলিলেন"।

চণ্ডীবাবু লিখিয়াছেন যে, সারি সারি দণ্ডায়মান অপর তিনটী পুত্রকে দেখাইয়া বলিলেন। ইহা ঠিক নহে। কারণ হেরিসন সাহেব যখন আমাদের বাটী যান, এবং জননী দেবীর সহিত ঐরূপ কথোপকথন হয়, তখন সারি সারি অপর তিনটী পুত্র দণ্ডায়মান ছিলেন না, দুইটী পুত্র মাত্র দণ্ডায়মান ছিলেন। কারণ কনিষ্ঠ ঈশানচন্দ্র তখন বিদেশে ছিলেন। এ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় অনেক পত্র আমায় লিখিয়াছিলেন তন্মধ্যে একখান পত্র নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

শ্রীশ্রীহরিঃ—

শুভাশিষঃ সন্তু—

তোমার পত্র পাইয়া সবিশেষ অবগত হইলাম যাহারা দুইজনে ৮ টাকা দিয়া এক সার্টফিকেট লইয়াছে তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দিবে যেন তাহারা কোনক্রমে একযোগে কর্ম্ম করি বলিয়া দরখাস্ত না দেয়। তাহাদিগকে কহিবে যদি তাহাদিগকে ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ করে তাহাতে ভয় পাইবার আবশ্যকতা নাই ডেপুটি মেজিষ্ট্রেট তলপ করিলে তাহারা দুই নামের ৮ টাকার সার্টফিকেট দেখাইয়া বলে, আমরা টেক্স দিয়াছি ও সার্টফিকেট পাইয়াছি আর আমাদের উপর টেক্সের দাওয়া হইতে পারে না যদি হাকীম তাহাতে ক্ষান্ত না হইয়া জরীমানা করেন জরীমানার টাকা দাখিল করিয়া দিতে বলিবে আমি ঐ টাকার দায়ী রহিলাম আর তাহাদিগকে কহিবে যেন পূর্ব্বপ্রাপ্ত দুই নামের সার্টফিকেট ও ৮৲ টাকার নূতন সমন কোনমতে হাতছাড়া না করে। আমি গবর্ণমেণ্টে জানাইয়াছি তদারকের হুকুম হইয়াছে, আমি ও তদারকের নিমিত্ত নিযুক্ত ব্যক্তি সত্বর পঁহুছিতেছি একথা সকলের নিকট প্রচার করিবার প্রয়োজন নাই। তাহাদিগকে কহিবে আমি নিশ্চিন্ত নাই যাহাতে তাহাদের নিষ্কৃতি হয় অবিলম্বে তাহার পথ হইবে তাহারা যেন ভয় না পায়। কোন দিন আমরা যাইব কল্য তাহা অবধারিত হইবেক ইতি ১৯ ডিসেম্বর।

শুভার্থিনঃ

(স্বাক্ষর) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ।

৪৩

৩৯৯ পৃঃ ৫ পংক্তি হইতে ১৩ পংক্তি।

"আহার করাইয়া শেষে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী সাহেবকে বলিলেন, "দেখ বাছা! তুমি যে কাজ লইয়া আসিয়াছ—এ বড় কঠিন কাজ, খুব সাবধান হইয়া এ কাজ করিবে, যেন গরিব দুঃখী লোক প্রাণে মারা না যায়," ইত্যাদি।

চণ্ডীবাবু উল্লিখিত কথা যাহা লিখিয়াছেন, তাহা আদৌ হয় নাই। একথা তিনি কাহার নিকট শুনিয়াছেন, তাহার নাম কেন ব্যক্ত না করেন। আমি তৎকালে উপস্থিত ছিলাম। আর আর যাঁহারা ঐ সময়ে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে এখন কেহ জীবিত নাই।

৪৪

৪০০ পৃষ্ঠা ১৩ পংক্তি হইতে ১৫ পংক্তি পর্য্যন্ত।

"মা, পাইকপাড়া রাজাদের বাড়ীতে একজন খুব ভাল প'টো, এসেছে, তোমার একখানি ছবি তুলাইয়া লইতে চাই।" ইত্যাদি।

পাইকপাড়ার রাজবাটীতে জননী দেবীর ছবি তুলাইতে যাইবার কথা যে লিখিয়াছেন ইহা মিথ্যা। কারণ বিদ্যাসাগর মহাশয় ছবি তুলাইবার জন্য মাতাকে সঙ্গে করিয়া হডসেন সাহেবের বাটী গিয়াছিলেন।

৪৫

৪০১ পৃঃ ১৭ পংক্তি হইতে ২০ পংক্তি পর্য্যন্ত।

"এই প্রবীণা গৃহিণী মূর্ত্তিপূজার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন না।"

চণ্ডীবাবু যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ অলীক কথা। জননী দেবী মধ্যে মধ্যে গ্রাম্য দেবতার পূজা দিতেন; এবং বিদেশস্থ ছেলেদের উদ্দেশে শুভচণ্ডীর পূজা মানসিক করিতেন এবং পিতৃ মাতৃশ্রাদ্ধও করিতেন। তাঁহারই

আগ্রহাতিশয়ে বাটীতে জগদ্ধাত্রী পূজা হইত, তিনি ভক্তিপূর্ব্বক পূজার আয়োজন করিতেন ও পুষ্পাঞ্জলি দিতেন। এতদ্ভিন্ন কালীঘাট প্রভৃতি তীর্থপর্য্যটনে যাইতেন।

৪৬

৪০৬ পৃঃ ৬ পংক্তি হইতে ২১ পংক্তি পর্য্যন্ত—

"বিদ্যাসাগর মহাশয় সহোদরদিগকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন এবং সর্ব্বদা তাঁহাদের এবং তাঁহাদের পরিবারবর্গের সুখ চিন্তা করিতেন, তাঁহার জীবদ্দশায় সহোদরদিগের কাহাকেও পরিজন-সহ কোনও দিন ক্লেশ পাইতে হয় নাই, কিন্তু সহোদরেরা যে তাঁহার প্রতি সর্ব্বদা সমুচিত ভ্রাতৃভাবাপন্ন ছিলেন, এরূপ বোধ হয় না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মধ্যম সহোদর ৺ দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন মহাশয় একবার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নামে এক মকদ্দমা উপস্থিত করেন। কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত-যন্ত্র ও তৎসংক্রান্ত পুস্তকালয়ের অংশের প্রার্থী হইয়া আদালতে অগ্রসর হন, বলপূর্ব্বক কিংবা অন্যায় করিয়া কেহ তাঁহার সম্পত্তি গ্রহণ করিবে, এটা তিনি কোন মতেই সহ্য করিতে পারিতেন না। মকদ্দমা করা যখন স্থির হইল, তখন আদালতে না গিয়া শালিসী দ্বারা নিষ্পত্তির জন্য কেহ কেহ পরামর্শ দিলেন, তদনুসারে দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর উভয়ে এক টাকা মূল্যের একখানি ষ্ট্যাম্প কাগজে একরার পত্র লিখিয়া স্বাক্ষর করিয়া দিলেন। সেই একরার পত্রে মাননীয় জজ দ্বারকানাথ মিত্র ও শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গামোহন দাস মহাশয়কে শালিসী মান্য করিয়া তাঁহাদিগের উপর সমগ্র বিচার ভার অর্পণ করিলেন।"ইত্যাদি।

অগ্রজ মহাশয়ের মৃত্যুর পর যখন আমি তাঁহার জীবনচরিত পুস্তক মুদ্রিত করি, তৎকালে তাঁহার উইলের অন্যতম একজিকিউটার ৺ কালী-

চরণ ঘোষ মহাশয়কে বলিয়াছিলাম, দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শালিসী বিচার সময়ে আপনি লেখক থাকায় আপনি সমস্তই অবগত আছেন; অতএব তাঁহার জীবনচরিতে এ বিষয়ে কি করিব। এই কথায় তিনি বলেন, ভ্রাতায় ভ্রাতায় সামান্য কথায় বিরোধ উপস্থিত হইলে আপনিই এক কথায় বিরোধ মিটাইয়া দিয়াছেন, ওবিষয়ের আর কি লিখিবেন। এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে,আমি বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া ক্রমিক ৪২ বৎসরকাল অনন্যকর্ম্মা ও অনন্যমনা হইয়া তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিয়াছি, এজন্য তিনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। সাধারণের প্রতি তাঁহার যেরূপ দয়া গুণ ছিল, তাহাতেই আমি তাঁহাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর জ্ঞান করিতাম। আমার উপর তিনি কখনও বিরক্ত হন নাই, দেশে দাদার সকল কার্য্যের ভারই আমার প্রতি অর্পিত ছিল। যদি আমার প্রতি বিরক্ত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার সকল কার্য্যের ভার আমার হস্তে কখনও অর্পণ করিতেন না। দেশস্থ সকলেই জানিত, আমিই বিদ্যাসাগরের প্রিয়পাত্র ছিলাম। অনেকে ঐ বিষয় লিখিতে আমায় নিবারণ করিয়াছিলেন; কেবল কনিষ্ঠ সহোদর ঈশানচন্দ্রের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে মৎকৃত বিদ্যাসাগর জীবনচরিতের ১৯৮ পৃষ্ঠায় লেখা হইয়াছিল। এক্ষণে চণ্ডীবাবুর উল্লিখিত বর্ণনা অবলোকন করিয়া অগত্যা প্রকৃত বিষয় প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম।

চণ্ডীবাবু এ স্থলে সহোদরেরা এরূপ বহুবচনান্ত পদ প্রয়োগ করিয়া সত্যের অপলাপ করিয়াছেন। গ্রন্থ লিখিতে বসিয়া সত্যের অপলাপ করা অন্যায়। বিদ্যাসাগর মহাশয় মধ্যে মধ্যে বলিতেন যে, ভ্রাতায় ভ্রাতায় সদ্ভাব থাকিতে থাকিতে পরস্পর পৃথক হওয়া উচিত। কিন্তু দেশের লোক তাহা করে নাই। যখন পরস্পর অত্যন্ত মনান্তর ঘটে ও পরস্পর মুখ দেখাদেখি থাকে না, তখন অগত্যা আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হয়। ইহা তিনি অনেক সময়ে অনেকের নিকট গল্প করিতেন এবং অনেক সময়ে অনেককে সদ্ভাব থাকিতে থাকিতে পৃথক্ হইবার জন্য উপদেশ দিতেন। সন ১২৭৫ সালে বিদ্যাসাগর মহাশয় অসুস্থতা নিবন্ধন আরোগ্য লাভের জন্য বীরসিংহার বাটীতে গমন করেন। তথায় দেখিলেন,

প্রত্যহ এক বাটীতে বহুলোক একত্র ভোজন করায় সকলেরই বিশেষ অসুবিধা এবং টাকাও যথেষ্ট ব্যয় হয়; এবং অধিক লোক থাকায় ভোজনের পারিপাট্য থাকে না; এই হেতু বিদ্যাসাগর মহাশয় মধ্যম সহোদর দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন, শম্ভুচন্দ্র, ঈশানচন্দ্র, ও জননী দেবীকে বলেন, পূর্ব্বের বন্দোবস্ত আমার মতে ভাল নয়। কারণ দেখিতেছি সকলেরই ইহাতে কষ্ট হইয়া থাকে। অতএব আমার মত এই, যাহার যেমন টাকার আবশ্যক তাহাকে সেইরূপ টাকা যথাসময়ে দিব এবং সকলেরই পৃথক বাটী নির্ম্মাণার্থ যাহা ব্যয় হইবে, তাহাও আমি দিব। পৃথক বাটী হইলে উত্তরকালে পরস্পর নির্ব্বিরোধে দিনপাত করিতে পারিবে।

ইহা শুনিয়া দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন বলেন, আপনি নানাপ্রকার দেশহিতকর কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। এ অবস্থায় পৃথক হইলে পর নানাপ্রকার গোলযোগ ঘটিতে পারে, এবং সহোদরগণেরও একতা থাকিবে না। এই হেতু আমি বলি, এক্ষণে পৃথক হওয়া উচিত নহে। কনিষ্ঠ ঈশানচন্দ্র, জ্যেষ্ঠাবধূ দেবী ও জননী দেবী প্রভৃতি ও সমস্ত আত্মীয় স্বজন এ বিষয়ে আপত্তি করিলেন। বিশেষতঃ জ্যেষ্ঠাবধূ দেবী ও নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে বলিলেন, ঘর করিতে বিবাদ ও নানা কথা উঠে, তা বলিয়া ঘর ভাঙ্গা উচিত নহে। পৃথক হইলে গৃহস্থ ছারখার হয়। ইহাতে তোমার ও আমাদের বিশেষ হানি দেখিবে। আমি উহাদিগের ঐ কথায় কর্ণপাত করিলাম না। কেবল আমিই জ্যেষ্ঠাগ্রজ মহাশয়কে তুষ্ট করিবার জন্য সম্মতি দিলাম, এবং পৈত্রিক ভদ্রাসন পরিত্যাগ করিলাম। আমার বাটী প্রস্তুত জন্য দাদা তেরশত টাকা ক্রমশঃ প্রদান করেন। অতঃপর সকলকেই পৃথক করিলেন। ঐ সময়ে সকলের মাসিক ব্যয়ের, তাঁহার স্বহস্তলিখিত ফর্দ্দ ও পত্র যাহা আমার নিকট পাঠাইয়াছিলেন, তাহার মধ্যে ফর্দ্দ ও কয়েকখান পত্র এস্থলে প্রকাশিত হইল। ঈশান তৎকালে কলিকাতায় পঠদ্দশায় থাকেন, এজন্য তাঁহার স্ত্রীকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দেন।

কিছুদিন পরে তাঁহার স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাদিগকে আনিয়া কলিকাতায় রাখেন। তাঁহার প্রথমা কন্যার বিবাহের পর আমাকে ও দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন মধ্যম দাদাকে কলিকাতায় আনাইয়া দীনবন্ধুকে বলিলেন, তুমি বিষয় সম্বন্ধে

আমার নিন্দা করিয়াছ? এবং সংস্কৃত প্রেস ও উহার ডিপজিটারী আমাদের উভয়ের সম্পত্তি বলিয়া থাক? এবং ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়কে ঐ ডিপজিটারী দান বা ন্যাস সম্বন্ধে তুমি নানাপ্রকার কথোপকথন করিয়া থাক? এবং শুনিতে পাই যে উভয়ের টাকা হইতে বাসা ও দেশে সংসার চলিয়াছিল এবং ছাপাখানারও সূত্রপাত হইয়া ছাপাখানা ও ডিপজিটারী প্রস্তুত হইয়াছে, সকলের নিকট বলিয়া থাক। জ্যেষ্ঠাগ্রজের এই সকল কথা শুনিয়া দীনবন্ধু বলেন, বিধবাবিবাহাদি কার্য্যনিবন্ধন আপনার প্রায় পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা ঋণ আছে, অন্যান্য লোকে যখন ত্রিশ বা পঁচিশ হাজার টাকা পণ দিয়া সংস্কৃত ডিপজিটারী লইতে উমেদার, তথন ব্রজবাবুকে বিনা পণে কেন দেওয়া হইল? অন্যকে দিলে পণের টাকায় মহাশয়ের ঋণের অনেক লাঘব হইত। ইহাই আমি লোকের নিকট বলিয়াছি। আপনি যেরূপ উদার-প্রকৃতি তাহাতে সমস্ত বিষয়ই নষ্ট করিতে পারেন। তাহা হইলে বিধবাবিবাহ ও বিদ্যালয় প্রভৃতি দেশ-হিতকর কার্য্য কিরূপে চালাইবেন? আর দেখুন, আমি স্কলার্পসীপের ও চাকরীর টাকা আপনার হস্তেই দিয়া আসিয়াছি এবং আপনার আজ্ঞানুসারে সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিয়াছি। কেবল ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট হইয়া আপনাকে টাকা দিই নাই, কারণ আপনি নিষেধ করিয়া বলিয়াছিলেন, বীরসিংহায় দাতব্য চিকিৎসালয় ও নাইট স্কুল হিসাবে মাসিক ৪০৲ টাকা বা যাহা লাগিবে তাহা দিবে। এই কারণেই ঐ সময় হইতেই আপনাকে টাকা দিই নাই।

সংস্কৃত প্রেস ও ডিপজিটারী আপনার একার সম্পত্তি নহে, সুতরাং উহাতে আপনার একলার স্বত্ব নাই। ইহাতে আমারও স্বত্ব আছে। কারণ আমাদের উভয়ের অর্থে ও পরিশ্রমে ঐ দুই সম্পত্তি অর্জ্জিত হইয়াছে।

ইহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয় উত্তর করিলেন, আমি উহা ব্রজবাবুকে দিয়াছি। দীনবন্ধু উত্তর করিলেন, আপনার অংশের উপর আপনি যদৃচ্ছা ব্যবহার করিতে পারেন, আমার অর্দ্ধেক অংশ আপনি দান করিতে পারিবেন না। ইহা শুনিয়া বিদ্যাসাগর বলেন, তোমাকে অর্দ্ধেক দিতে পারি না, কারণ চারি ভ্রাই ও পিতা মাতা বর্ত্তমান অতএব ঐ সম্পত্তি যুক্তি অনুসারে ছয় ভাগ হইতে পারে।

পরিশেষে আদালতে না গিয়া দুই সহোদরে তৎকালের মাননীয় জজ ৺দ্বারকানাথ মিত্র ও শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গামোহন দাস মহাশয়দ্বয়কে সালিশ নিযুক্ত করেন। দীনবন্ধু ন্যায়রত্নের সাক্ষী আমি ও আমার পিতৃব্য-পুত্র পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় সাক্ষ্য দিবার জন্য কলিকাতায় উপস্থিত হইলাম।

আমি সাক্ষ্য দিবার ভয়ে পৃথক পৃথক দুই সহোদরকে আপোষে নিষ্পত্তি করিবার জন্য অনুনয় বিনয় করিলাম। দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন আমার অনুনয়ে বা অনুরোধে দাবী পরিত্যাগ করেন এবং দীনবন্ধু মাসিক টাকা না লওয়ায় বিদ্যাসাগর মহাশয় মধ্যমা বধূ দেবীকে মাসিক ব্যয় নির্ব্বাহার্থ গোপনে টাকা প্রদান করেন। মধ্যমাগ্রজ উহা জানিতে পারিয়া ঐ টাকা ফেরৎ দেওয়াইলেন। ইহাতে অগ্রজ মহাশয় অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া সংসার পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য আশ্রয় করিবেন এই ভয় প্রদর্শন করিয়া জনক জননীকে, সহোদরদিগকে, পত্নীকে ও অন্যান্য বন্ধু-দিগকে বৈরাগ্য ও সংসার ত্যাগসূচক এক এক পত্র প্রেরণ করেন। ইহাতে আমি ও পিতৃদেব মহাশয়, মধ্যম দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন মহাশয়কে নির্ব্বন্ধসহ অনুরোধ করায় দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন দাদা মহাশয় মাসিক ব্যয় নির্ব্বাহার্থ টাকা লইতে স্বীকার পাইলেন ও লইতে লাগিলেন। ইহাতে বিদ্যাসাগর দাদা মহাশয়ের মানসিক ক্ষোভ নিবারিত হইল, তদনন্তর তিনি শান্তভাবাপন্ন হইয়া স্ত্রী ও পুত্রাদি লইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন; এবং দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন মৃত্যু কাল পর্য্যন্ত বিদ্যাসাগর দাদা মহাশয়ের অনুগত থাকিয়া দিনপাত করিয়াছিলেন।

দীনবন্ধু ন্যায়রত্নের দাবী পরিত্যাগের অব্যবহিত পরক্ষণেই ঐ সালিশ দ্বয়ের ও মান্যবর ৺ বাবু শ্যামাচরণ দে মহাশয় প্রভৃতির সমক্ষে জ্যেষ্ঠাগ্রজ মহাশয় আমাকে বলিলেন, তোমার ঐ সম্পত্তিতে কোনও দাবী দাওয়া আছে কিনা? আমি উত্তর করিলাম আমার কোন দাবী নাই। অপর কোন হিসাবে কোন দাবী আছে? আমি কহিলাম অন্য কোন বিষয়েও কোন দাবী দাওয়া রাখি না। ইহা শুনিয়া দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন সকলকে সম্বোধন

করিয়া বলিলেন, কেমন নির্ব্বোধ দেখ ! বিধবাবিবাহাদি নানা কার্য্যের দরুণ দাদার আদেশে শম্ভু নিজ নামে প্রায় পাঁচ হাজার টাকা ঋণ করিয়াছে। এই কথায় বাবু শ্যামাচরণ দে মহাশয় বলিলেন, বিষয়ে দাবী ত্যাগ করিলে, ঐ দেনা কিরূপে পরিশোধ করিবে। অদ্য হইতে তোমাদের দুই ভ্রাতার ঐ সম্পত্তির সহিত কোন সংশ্রব রহিল না। জ্যেষ্ঠাগ্রজ বলিলেন, ঐ ঋণের বিষয় আমরা ঘরে বুঝিব। আমিও তাঁহার কথায় সায় দিলাম। শ্যামাচরণ বাবু উত্তর করিলেন, আমাদের সমক্ষে ইহাকে নিঃসত্ব করিলে এবং দেনার বেলায় বলিলে ঘরে বুঝিব। আমরা কি বলিয়া এরূপ কথার সায় দিই।

তদনন্তর বাটী গিয়া আমার হস্ত হইতে বালিকা-বিদ্যালয় সমূহের, বিধবাবিবাহের, স্কুল ডাক্তারখানা প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যের নিমিত্ত যে সকল দেনা হইয়াছিল, তাহা নিজ হিসাবে লইয়া আমাকে উত্তমর্ণদিগের নিকট হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন; এবং সমস্ত কার্য্যভার হইতে আমাকে অবসর দিয়া নিজ হস্তে লইলেন। ইহার কয়েক দিন পরে অর্থাৎ ইনকমট্যাক্সের আসেসর রমেশ বাবুর প্রজাদের প্রতি অত্যাচার নিবারণ সম্বন্ধে বিশেষ অসুবিধা হওয়ায় বিদ্যাসাগর দাদা মহাশয় আমাকে অনুরোধ করিয়া তাঁহার দেশের সমস্ত কার্য্যের ভার পুনরায় আমার হস্তে অর্পণ করিলেন। ইহার পূর্ব্বে ও পরে দাদা মহাশয় আমাকে যে সকল পত্র ও ফর্দ্দ দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কয়েকখানি প্রকাশিত হইল।

এসময়ে শালিসদ্বয় ও শ্যামাচরণ দের সমক্ষে বিদ্যাসাগর অগ্রজ মহাশয় বলিলেন, কনিষ্ঠ ঈশানচন্দ্র ঐ সম্পত্তিতে দাবী করিতে অনিচ্ছুক; অতএব এস্থলে তাঁহার উপস্থিতির আবশ্যক নাই। একারণ তাঁহাকে আসিতে নিবারণ করিয়াছি।

গৃহস্থ ——১৪৪৲
শ্রীধর ——৩৲
শম্ভুচন্দ্র বন্দ্যো—৫৲
সেজো বৌ——১০৲
ছোট বৌ —— ৮৲
বেণীমাধব —— ২৲
হারাধন ——৩৲
তত্ত্বাবধায়ক ——৩৲
মুহুরী ——৩৲
ভাণ্ডারী ——৫৲
পাচিকা ——২৲
৩ চাকর——২৷৷০
২ দাসী——২৲
২ দ্বারবান্— -১৫৷৷০ (মদন——১৲ রমানাথ—১৲ গোবিন্দ— ।)
খোরাকী — ৬০৲
বাজেখরচ——১০৲
আগন্তুক— -১০৲

১৪৪৲

মসহরা——১৫৬৲
বড়পরিবার——৫৫৲
মেজোপরিবার——৬০৲
দিগম্বরী ও মন্দা — ৫৲
ভৈরবী দেবী—— ৫৲
বিন্ধ্যবাসিনী দেবী—১৲
কালীকান্ত চট্টো——৪৲
হরদাস তর্কালঙ্কার—৪৲
তারাচরণ মুখো—— ৮৲
রামেশ্বর মুখো ——৪৲
কালিদাস মুখো——৪৲
শ্যামাচরণ ঘোষাল—৪৲
নীলাম্বর ন্যায়ালঙ্কার—৫৲

১৫৬৲

গৃহস্থ— -১৪৪৲
মসহরা——১৫৬৲

৩০০৲

(পৃথক হইবার পর আমার ডেপুটী ইনস্পেক্টরী কার্য্য হইবার প্রস্তাব হইতেছে শুনিয়া আমাকে এই পত্র লিখেন।)

প্রিয়তম

তুমি এক্ষণে আমার একমাত্র ভরসার স্থান এই বিবেচনা করিয়া চলিবে ও সকল কর্ম্ম করিবে আমি যতশীঘ্র পারি বাটী যাইতেছি স্ত্রীলোকের বা ইতরজনের বাক্যে ক্ষুব্ধ বা বিচলিত হইবে না কোন কারণে বা কাহারো কথায় আমি কখন তোমার উপর বিরক্ত হইব ইহা মনেও স্থান দিবে না যাহাতে তোমার মান ও প্রতিপত্তি থাকে সে বিষয়ে আমি ক্ষণকালের নিমিত্ত অনবহিত হইব না ইহা নিশ্চিত্ত জানিবে ইতি রবিবার।

(স্বাক্ষর) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ।

শ্রীশ্রীহরি ঃ—

শুভাশিষঃ সন্তু—

৭০০৲ সাতশত টাকার নোট পাঠাইতেছি আষাঢ় মাসের হিসাবে বিলি করিবে।

মাতাঠাকুরাণী-	-৩০৲	স্কুল————	২২৲
দীনবন্ধু———	-৭০৲	ডাক্তরখানা —	২২৲
শম্ভুচন্দ্র———	·৭০৲	স্ব মসহরা——	৭০৲
ছোট বৌ——		গ্রা মসহরা —	৫৫৲
মনোমোহিনী-	-১৫		———
দিগম্বরী ——			৩৬৭৲
মন্দাকিনী———	———৫৲	মাতামহী দেবীর	
সর্ব্বেশ্বর———	——১৫৲	একোদ্দিষ্ট——	১০০৲
			———
	২১৮৲		৪৬৭৲
			২১৮৲
			———
			৬৮৫৲

স্বসম্পর্কীয় মসহরা দুই টাকা অধিক যাইতেছে ঐ দুই টাকা পাতুলের উমা মাসীকে দিবে তিনি আষাঢ় অবধি মাস মাস দুই টাকা পাইবেন খরচ বাদে অবশিষ্ট ১৫৲ পনর টাকা মজুদ রাখিবে আগামী মাসে ঐ পনর টাকা বাদে পাঠাইব। ভৈরবকে বলিবে সত্বর মসহরা বিলি করিয়া অবিলম্বে বিধবাবিবাহের মসহরার বহি লইয়া কলিকাতায় আইসে পস্‌পুরে টাকা দিয়া তথা হইতে আসিতে বলিবে। মাতাঠাকুরাণী প্রভৃতি ঝড় বৃষ্টির দিন প্রস্থান করিয়াছেন অবিলম্বে তাঁহাদের পঁহুছ সংবাদ দ্বারা নিরুদ্বেগ করিবে ইতি ১৮ শ্রাবণ।

শুভার্থিনঃ

(স্বাক্ষর) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ।

মাতামহী দেবীর একোদ্দিষ্টের টাকা মাতৃদেবীর হস্তে দিবে।

(স্বাক্ষর) শ্রীঈশ্বর

শ্রীশ্রীহরিঃ—

প্রিয়তম

আমি শারীরিক অসুস্থ ও টাকাও অত্যন্ত টানাটানি এজন্য টাকা পাঠাইতে বিলম্ব হইয়াছে যাহা হউক এক্ষণেও সমুদায় টাকা পাঠাইতে পারিলাম না কেবল বিদায়ের দরুণ একশত দশ ১১০৲ টাকা পাঠাইতেছি পঁহুছ সংবাদ লিখিবে। বিবাহের হিসাবে টাকা বৈশাখের ৪।৫ নাগাইদ পাঠাইব তোমার কষ্ট হইতেছে সন্দেহ নাই কিন্তু নিতান্ত অসুবিধা বশতঃ তোমাকে কষ্ট দিতে হইতেছে। দীনবন্ধু আমাকেও লিখিয়াছেন ডিস্পেন্সরী ও নাইট স্কুল হিসাবে ৪০৲ টাকা দিবেন। অতএব তাঁহাকে লিখিয়া মার্চ্চ মাস অবধি তাঁহার নিকট হইতে টাকা আনাইয়া লইবে পূর্ব্ব কয় মাসের শ্রীরামের বেতন আমি দিব। পিতৃদেব সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছেন কি না সবিশেষ লিখিবে। যদি তিনি ত্বরায় সুস্থ হইতে না পারেন পাল্কী করিয়া কলিকাতায় পাঠাইবে কোন মতে অন্যথা করিবে না। কয় দিবস হইল গোপাল বাটী গিয়াছে তাহার পঁহুছ সংবাদ লিখিবে। জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ্চ এপ্রেল এই চারি মাসের বালিকাবিদ্যালয়ের পণ্ডিতেরা অর্দ্ধ বেতন পাইবেন মে মাস হইতে সম্পূর্ণ বেতন দিব। উদয়রাজপুরে ১ মে হইতে পুনরায় বালিকাবিদ্যালয় বসাইবে। বালিকাবিদ্যালয়ের পূর্ব্বোক্ত হিসাবে টাকা বৈশাখের ১০ নাগাইদ পাঠাইব ইতি তাং ২৯ চৈত্র।

শুভার্থিনঃ

(স্বাক্ষর) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ।

শ্রীশ্রীহরিঃ—

শরণম্—

শুভাশিষঃ সন্তু—

ভৈরব দ্বারবানের হস্তে ৭৮০ সাতশত আশী টাকা পাঠাইতেছি নিম্নলিখিত মতে বিলি করিবে।

৪৪৪৲

ডাক্তরখানা-
কার্ত্তিক- -২২
অগ্রহায়ণ— ২২

৪৪

স্বসম্পর্কীয় মসহরা-
কার্ত্তিক——৯২৲
অগ্রহায়ণ — ৯২৲

১৮৪৲

৬৭২৲

বাটী—
অগ্রহায়ণ—
মাতাঠাকুরাণী—৩০৲
শম্ভুচন্দ্র বন্দ্যো—৬০৲
ছোট বৌ———৮৲
সর্ব্বেশ্বর বন্দ্যো—১৫৲
২ দ্বারবান্———১৫৲

১২৮৲

স্কুল————
কার্ত্তিক——১৩৮৲
অগ্রহায়ণ—১৭৮৲

৩১৬৲

গ্রামস্থ মসহরা—
কার্ত্তিক——৫৫৲
অগ্রহায়ণ—৫০৲ ১১০৲

৭৮২৲

কার্ত্তিক মাসের বাটীর খরচের হিসাবে ১৩০৲ টাকা পাঠাইয়াছিলাম তন্মধ্যে ২৲ দুই টাকা মজুদ আছে ঐ দুই টাকা দিলেই সমুদয়ে ৭৮২৲ টাকা হইবেক। স্কুলের টাকার মধ্যে শিবচন্দ্র এখানে ৪০৲ টাকা লইয়াছেন এজন্য কার্ত্তিক মাসের হিসাবে ১৩৮ টাকা মাত্র পাঠাইলাম।

বাটীর হিসাবে তোমার যে দেনা আছে আগামী মাসে তন্মধ্যে কতক টাকা পাঠাইব। মাতাঠাকুরাণীকে কহিবে ঈশানের হিসাবে তিনি কিছু চাহিয়াছিলেন তাহাও আগামী মাসে দিব, ইতি ১৬ পৌষ।

শুভার্থিনঃ
(স্বাক্ষর) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ।

শ্রীশ্রীহরিঃ—

শুভাশিষঃ সন্তু—

৪৮০৲ চারিশত আশী টাকার নোট পাঠাই নিম্নলিখিত বিনিয়োগ করিবে।

পৌষমাস

বাটীর খরচ-

স্বস

মসহরা——— ——৬৮৲

বাটীর খরচ——

মাতৃদেবী—— -৩০৲

দীনবন্ধু——— ৭০৲

শম্ভুচন্দ্র——— ৭০৲

ছোট বৌ—— —৮৲

মনোমোহিনী- —১৫৲

মন্দাকিনী—— —১০৲

সর্ব্বেশ্বর —— -১৫৲

২১৮৲

গ্রামস্থ মসহরা——৫৫৲

স্কুল———— ১২০৲

ডাক্তর খানা———২২৲

স্বসম্পর্কীয় মসহরা—

গোপালচন্দ্র চট্টো——৩৲

শ্যামাচরণ ঘোষাল——৫৲

নীলাম্বর ন্যায়ালঙ্কার— ৫৲

বিন্ধ্যবাসিনী দেবী——১৲

হরদাস তর্কালঙ্কার — ৪৲

রাধামণি দেবী ———১৲

হারাধন বন্দ্যো—— ৩৲

তারাচরণ মুখো——১০৲

রামেশ্বর মুখো——৫৲

কালিদাস মুখো——৪৲

প্রসন্নময়ী দেবী——২৲

বরদা দেবী——— ২৲

মোক্ষদা দেবী—— ২৲

তারাসুন্দরী দেবী—১০৲

গোবিন্দচন্দ্রঅধিকারী ৫৲

ভৈরবী দেবী——— ২৲

ভগবতী দেবী —— ২৲

নৃত্যকালী দেবী——২৲

৬৮৲

মনোমোহিনী ও মন্দাকিনীর নাম স্বসম্পর্কীয় মসহরার মধ্য হইতে উঠাইয়া বাটীর খরচের ফর্দ্দ মধ্যে নিবেশিত হইল তুমিও সেখানে সেইরূপ করিয়া লইবে। শিবচন্দ্র এখানে তাঁহার টাকা লইয়াছেন তাহা বাদে স্কুলের ১২০ টাকা পাঠাইলাম।

পত্রের পঁহুছ সংবাদ লিখিবে। দীনবন্ধু টাকা লইতে সম্মত হইয়াছেন এজন্য টাকা পাঠাইলাম। যদি তিনি বাটীতে না লিখিয়া থাকেন মেজো বৌ লইতে সম্মত হইবেন না এজন্য লিখিতেছি যদি না লিখিয়া থাকেন তথাপি তাঁহাকে লইতে বলিবে আমি দীনবন্ধুর হস্তের লিপি পাইয়াছি ইতি ২১ মাঘ

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ

(স্বাক্ষর শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ।

সমুদয়ে ৪৮৩৲ টাকা তিন টাকা পাঠাইবার সুবিধা নাই এজন্য ৪৮০৲ পাঠাইলাম অন্য সকলকে সম্পূর্ণ দিবে তুমি ৩৲ টাকা কম লইবে। দুই মাস পরে একখান ১০ টাকার নোট পাঠাইব তাহা হইলে তোমার বাকী মাসিক ৩৲ টাকা পাইবে। যদি দ্বারবানেরা সেখানে না থাকে ঠিকা লোক করিয়া মসহরার টাকা পাঠাইয়া দিবে তাহাতে যাহা খরচ লাগে আপাততঃ তুমি দিবে পরে আমি দিব।

(স্বাক্ষর) শ্রীঈ

শ্রীশ্রীহরি :—

শুভাশিষঃ সন্তু—

চূড়ামণির হস্তে ৬৭৩ ছয়শত তিয়াত্তর টাকা পাঠাইতেছি নিম্নলিখিত মত বিনিয়োগ করিবে।

মাতাঠাকুরাণী—	৩০
দীনবন্ধু বন্দ্যো—	৭০
শম্ভুচন্দ্র বন্দ্যো—	৭০
ছোট বৌ—	৮
মনোমোহিনী—	১৫
মন্দাকিনী—	১০
সর্ব্বেশ্বর বন্দ্যো—	১৫
স্বসম্পর্কীয় মসহরা	৬৮
গ্রামস্থ মসহরা—	৫৫
স্কুল—	২১০
ডাক্তরখানা—	২২
শম্ভুচন্দ্র বন্দ্যো— বাটীর দেনা হিঃ—	১০০
	৬৭৩

তোমার বাটীর দরুণ দেনা একবারে দেওয়া সুবিধা হইবেক না ক্রমে ক্রমে দিব। যে বিবাহের কথা লিখিয়াছ তাহাতে আমার সম্পূর্ণ মত, ২। ৩টি উত্তম পাত্র উপস্থিত আছে। আমার নিকট উপস্থিত হইলে দেখিয়া শুনিয়া অনায়াসে বিবাহ দিতে পারিব। অতএব কন্যার মাতাকে সংবাদ দিয়া যত সত্বর সুবিধা হয় তাহাদিগকে পাঠাইবে তাহাদের আসা স্থির হইলে আমাকে সংবাদ লিখিবে আমি তোমার নিকট লোক পাঠাইব এবং কোন স্থানে কিরূপে তাহাদিগকে পাঠাইবে তাহাও লিখিব। ছত্রগঞ্জ স্কুলের চাঁদা কত বাকী আছে জানিলে পাঠাইতে পারিব। একবার সমুদায় পরিশোধ করিয়া তৎপরে মাস মাস পাঠাইয়া দিব অতএব স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষকে জিজ্ঞাসা করিয়া সংবাদ লিখিবে। চন্দ্রকোণার কালী মুখো টাকা পাইয়াছেন জানিবে ইতি ৩১ চৈত্র।

শুভকাঙ্ক্ষিণঃ

(স্বাক্ষর) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ।

যদি ব্রাহ্মণ জাতি ভদ্রগৃহের বিধবা কন্যা বিবাহের নিমিত্ত উপস্থিত হয় তাহাদের সবিশেষ পরিচয় সমেত আমাকে সংবাদ লিখিবে উপস্থিত কন্যাটির বিবাহ সত্বর সম্পন্ন হইতে পারিবে আর কয়টি পাত্র উপস্থিত আছেন তাঁহারা নিজ ব্যয়ে বিবাহ করিবেন কন্যার সুযোগ করিয়া দিলেই হয় ইতি।

৪০৮ পৃষ্ঠা ১৯ পংক্তি হইতে ২৩ পংক্তি পর্য্যন্ত ।

"এই ঘটনতে দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন বিফলচেষ্ট হইয়া কিছু কাল সহোদরের সাহায্য গ্রহণ স্থগিত রাখেন, কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিজের মুখে শুনিয়াছি যে তিনি অতি গোপনে মধ্যম ভ্রাতৃবধূর অঞ্চলে সংসার খরচের টাকা বাঁধিয়া দিয়া বলিয়া দিতেন—"মা এই নাও, দীনোকে বলো না, আমি জানি, তোমাদের ক্লেশ হইতেছে, এই টাকায় সংসার খরচ চালাইবে।" "

চণ্ডীবাবু! বিশেষ না জানিয়া লেখা বড় দোষ। শ্রীমতী মধ্যমা বধূ দেবীকে বিদ্যাসাগর অগ্রজ মহাশয় মাসিক ব্যয় নির্ব্বাহার্থ স্বয়ং টাকা দিতে গিয়াছিলেন সত্য বটে কিন্তু তিনি টাকা গ্রহণ করিয়া মধ্যমাগ্রজের আদেশানুসারে ঐ টাকা ফেরত দেন। তৎকালে তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলিয়াছিলেন যে, যখন মহাশয়ের মধ্যম সহোদর টাকা গ্রহণ করেন নাই, তখন আমি কি বলিয়া টাকা লইতে পারি। ইহা শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় টাকা ফেরত আনিয়াছিলেন। পাঠকবর্গের গোচর করিবার জন্য ইতিপূর্ব্বে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হস্তাক্ষর পত্র প্রকাশ করা হইয়াছে।

৪৮

৪০৯ পৃষ্ঠা ১৩ পংক্তি হইতে ১৮ পংক্তি পর্য্যন্ত।

"পরবর্ত্তী সপ্তাহে দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন ডেপুটীর কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া বরিশাল যাত্রা করিলেন। সেখানে খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া জজ সাহেবের এক পোষা হরিণশিশু বধ করিয়া কয়েক জনে ভক্ষণ করেন। এই ঘটনায় ন্যায়রত্নের চাকুরি লইয়া টান পড়িল। বিদ্যাসাগর মহাশয় বহু চেষ্টায় তাঁহাকে বিপদ হইতে মুক্ত করিয়া গৃহে আনিলেন, চাকুরির অধ্যায় এই খানেই শেষ।"

অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন পণ্ডিতপ্রবর ৺ দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন মহাশয় যথার্থ একজন দেশহিতৈষী, বিদ্যোৎসাহী, পরম দয়ালু ও অমায়িক লোক ছিলেন। চণ্ডীবাবু! বিশেষ না জানিয়া শুনিয়া কয়েক জন অনভিজ্ঞ লোকের কথায় কেমন করিয়া ইহা লিপিবদ্ধ করিলেন। দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন বরিশালের জজ সাহেবের পোষা হরিণশিশু বধ করিয়া কয়েক জনে ভক্ষণ করেন নাই। বরিশালে তাঁহার নামে হরিণশিশু বধ জন্য তাঁহার চাকুরি লইয়া টান পড়ে নাই। এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহু চেষ্টায় তাঁহার বিপদমুক্তির কথা সত্য নহে। আর চণ্ডীবাবুর কথানুযায়ী চাকুরীর অধ্যায় বরিশালেই সমাপ্ত হয় নাই। ধন্য রে দেশ! ধন্য রে মিথ্যার প্রভাব! ধন্য চণ্ডীবাবু! দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন যে সময়ে বরিশালে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত ছিলেন, তৎকালে সুপ্রসিদ্ধ ও পরম শ্রদ্ধাস্পদ হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গামোহন দাস মহাশয় বরিশালের জজ আদালতের উকীল ছিলেন। দীনবন্ধু ন্যায়রত্নের সহিত উক্ত দুর্গামোহন বাবুর বিশেষ সদ্ভাব ছিল। দীনবন্ধু ন্যায়রত্নের চরিত্রের কথা বাবু দুর্গামোহন দাস মহাশয় ভালরূপ অবগত আছেন। দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন অতি সুখ্যাতির সহিত প্রায় দুই বৎসর কাল ডেপুটী মাজিষ্টরী কর্ম্ম করেন। প্রকৃত কথা এই যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত দীনবন্ধু ন্যায়রত্নের কোন বিষয়ের তর্ক উপস্থিত হয়, একারণ, তেজস্বী দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যত্নে যে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, ঐ কর্ম্মে রেজাইন দেন এবং বরিশালেই অবস্থিতি করিয়া ঐ জেলায় মফঃস্বলে নিজ ব্যয়ে নিরন্তর ভ্রমণ করিয়া স্থানীয় লোককে নানা প্রকার উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক স্থানে স্থানে অনেক বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়াছিলেন। তৎকালের স্থানীয় স্কুল সমূহের বিদ্যোৎসাহী ইনস্পেক্টার মহামান্য মার্টিন সাহেব মহোদয় দীনবন্ধু ন্যায়রত্নের অলৌকিক অধ্যবসায় ও ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া উচ্চপদাভিষিক্ত সাহেবদিগের গোচর করেন এবং ন্যায়রত্নকে জীদ করিয়া বিহারের স্কুল সমূহের ডেপুটী ইনস্পেক্টারের পদে নিযুক্ত করিয়া দেওয়ান। পরে তথা হইতে দেশে আসিয়া হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করিয়া সাধারণের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন এবং দেশস্থ অনেককে উপদেশ দিয়া ঐ চিকিৎ-

সায় প্রবৃত্ত করিয়াছেন। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় অবস্থিতি করিয়া কেবল হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করিতেন এবং অনেক ভদ্র লোককে ঐ চিকিৎসায় প্রবৃত্ত করান। কি প্রাতে কি মধ্যাহ্নে কি সায়ংকালে কি নিশীথ সময়ে রোগীর বাটীতে উপস্থিত থাকিতেন। এমন কি এক এক সময়ে দরিদ্র রোগীর নিশীথ সময়ে বাক্স বহিবার লোক না থাকিলে স্বয়ং বাক্স মাথায় করিয়া দরিদ্র রোগীদের ভবনে উপস্থিত হইতেন ইত্যাদি কারণে জ্যেষ্ঠাগ্রজ বিদ্যাসাগর ন্যায়রত্নের উপর সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হইয়া ঔষধ ও হোমিওপ্যাথিক পুস্তক প্রদান করিতেন। ন্যায়রত্ন মৃত্যুর, ২ মাস পূর্ব্বে শুনিলেন জন্মভূমির দরিদ্র লোক বিষম ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইয়া অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে, তাহাদের চিকিৎসা করিবার জন্য দেশে গমন করেন। তথায় দিবারাত্র পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া চিকিৎসা করিতেন, অপরাহ্নে ৪ টার সময় স্বয়ং পাক করিয়া আহার করিতেন। পরে ন্যায়রত্ন ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন এবং ঐ পীড়াতেই মানবলীলা সম্বরণ করেন।

৪৯

৪০৯ পৃষ্ঠা ২৩ পংক্তি হইতে শেষ পর্য্যন্ত।

"গৃহ দাহের পর যখন বাটী গিয়াছিলেন, সেই সময় গ্রামের কেহ কেহ তাঁহাকে ইষ্টকনির্ম্মিত বাটী নির্ম্মাণ করিতে অনুরোধ করেন, তিনি স্বাভাবিক হাসিভরা মুখে বলেন, "গরিব বামণের ছেলের পাকা বাড়ী, লোকে শুনলে হাসবে যে। কোন রকমে মাথা রাখিবার একটু স্থান হইলেই চলিবে।" *

চণ্ডীবাবু! বীরসিংহা গ্রামের মধ্যে কেহ গোপীনাথ সিংহ নাই। তবে বিদ্যাসাগর অগ্রজ মহাশয়ের ষ্টেটের একজিকিউটার পাথরা গ্রাম

* বীরসিংহবাসী শ্রীযুক্ত গোপীনাথ সিংহের নিকট এই উক্তিটী শুনিয়া আসিয়াছি। কলিকাতায় তখনও বাটী নির্ম্মাণের কল্পনাও ছিল না।

নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষীরোদনাথ সিংহ মহাশয়ের পিতার নাম শ্রীযুক্ত গোপীনাথ সিংহ। দাদা দেশে যাইলে আমি প্রায় সর্ব্বক্ষণ দাদার নিকট থাকিতাম। ফলতঃ গৃহদাহের পর ইষ্টকাদি নির্ম্মিত বাটীর উল্লেখ হয় নাই। ঐ সময়ে গোপীনাথ সিংহকে আসিতে দেখি নাই। ঐ সময়ে দাদা ও অপরাপর আত্মীয় বন্ধুবান্ধব আমারই নূতন বাটীতে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। ঐ উক্তি চণ্ডীবাবুর স্বকপোলকল্পিত।

৫০

৪১০ পৃষ্ঠা প্রথমের ৫ পংক্তি।

"সেখানে জননীর ও অন্যান্য সকলের বাসের উপযোগী গৃহাদি প্রস্তুত করাইতে যে ব্যয় পড়িল, সে সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণ করিলেন; কিন্তু পূর্ব্বোল্লিখিত হ্যারিসন সাহেব কর্ত্তৃক প্রশংসিত সুন্দর গৃহখানি আর প্রস্তুত হইল না।"

কেবল জননী দেবীর সামান্য একটিমাত্র খড়ুয়া ঘরের নিমিত্ত যৎকিঞ্চিৎ প্রদান করিয়াছিলেন। গৃহদাহের পূর্ব্ববৎসর শম্ভুচন্দ্রের এক বাটী নির্ম্মিত হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় দেশে গিয়া ঐ বাটীতেই অবস্থান করেন। গৃহদাহের কয়েক মাস পূর্ব্বে নারায়ণ বাবুরও স্বতন্ত্র এক বাটী প্রস্তুত কার্য্য আরম্ভ হয়, গৃহদাহ সময়ে উহার নির্ম্মাণ কার্য্য সমাধা হয় নাই। দীনবন্ধুও নিজ ব্যয়ে বাঁশ খড় ক্রয় করিয়া দগ্ধগৃহের ছাদনাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া ঐ গৃহে পুনরায় প্রবেশ করেন। গৃহদাহের পূর্ব্বে সহোদর ঈশানচন্দ্রের ঐ পৈতৃক বাসস্থানে স্বতন্ত্র গৃহ থাকে নাই। দাহের পরও তাঁহার জন্য গৃহ হয় নাই এবং এখনও নাই। চণ্ডীবাবু! "অন্যান্য সকলের বাসের" ইত্যাদি যে লিখিয়াছেন তাহা কোন্ কোন্ লোকের, প্রকাশ করিয়া লিপিবদ্ধ করা উচিত ছিল।

৪১

চণ্ডীবাবুর কৃত জীবনচরিতের ৪১২ পৃষ্ঠা—৪১৪ পৃষ্ঠার অৰ্দ্ধ পংক্তি পর্য্যন্ত।

"ক্ষীরপাই-নিবাসী মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তি, মনোমোহিনী নাম্নী একটী বিধবা কন্যার পাণিগ্রহণেচ্ছু হইয়া কলিকাতায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শরণাপন্ন হন। তদনুসারে বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই বিবাহ সমাপন মানসে বাটী গমন করেন। তিনি বাটী পৌঁছিলে ক্ষীরপাই-বাসী হালদার মহাশয়েরা এবং অন্যান্য অনেক সম্ভ্রান্ত লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবাহ বিষয়ে নিরক্ষেপ থাকিতে অনুরোধ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সহজে এরূপভাবে এক ব্যক্তিকে সহায়তা হইতে বঞ্চিত করিতে সম্মত হইবার লোক ছিলেন না। কিন্তু যাঁহারা ইতি পূর্ব্বে বহুবার বিধবাবিবাহের অনুষ্ঠানে সহায়তা করিয়াছেন, এরূপ বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত লোক বহুবিধ কারণ দর্শাইয়া এই কার্য্যের সহায়তায় বিরত থাকিতে বহু সাধ্য সাধনা করায়, অগত্যা বিদ্যাসাগর মহাশয় ঐ বিবাহে কোন সংস্রব রাখিবেন না বলিয়া অঙ্গীকার করেন। সমাগত ভদ্রমণ্ডলী হৃষ্টচিত্তে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। এই সম্বন্ধে সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখিয়াছেন ঃ—"বীরসিংহার কয়েক জন প্রাচীন দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন মধ্যমাগ্রজ,রাধানগর নিবাসী কৈলাস-চন্দ্র মিশ্র প্রভৃতি উহাদিগকে (বর কন্যাকে) আশ্রয় দিয়া (বিদ্যাসাগরের) বাটীর অতি সন্নিহিত অপর এক ব্যক্তির বাটীতে রাখিয়া উহাদের বিবাহ কার্য্য সমাধা করেন।" * আমা-

* সহোদর শম্ভুচন্দ্র প্রণীত জীবনচরিত ২০৪। ১২৭৬ সালের আষাঢ়ে এইটী ঘটিয়াছিল।

দের বক্তব্য এই যে, "বীরসিংহার কয়েকজন প্রাচীন" কি এক দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন ? আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি যে সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন উক্ত প্রাচীনমণ্ডলীর একজন প্রধান ছিলেন। এমন কি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনভিমতে ও অজ্ঞাতসারে তাঁহার বাটীর সম্মুখস্থ বাটীতে মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবাহ দিবার সাহস বিদ্যারত্ন ভিন্ন অন্য কাহারও পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এতদূর অগ্রসর হইতে সাহসী হওয়া যেমন তেমন লোকের পক্ষে সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। আর অগ্রজানুগত বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সহায়তা না থাকিলে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনভিপ্রেত কার্য্য বীরসিংহে সহজে সম্পন্ন হইতে পারিত না। আমরা বীরসিংহ হইতে যে সংবাদ আনিয়াছি, তাহাতে প্রকাশ যে ঃ—"শম্ভুচন্দ্রই উদ্যোগী হইয়া বিবাহ দিয়াছিলেন।" * উদ্যোগকর্ত্তাদের অগ্রণী হইয়া, মৃত মধ্যমাগ্রজের স্কন্ধে সমগ্র দোষভাগ অর্পণ করা বিদ্যাসাগর-সহোদরের পক্ষে ভাল হয় নাই। বিদ্যারত্ন মহাশয় স্বরচিত বিদ্যাসাগর-চরিতে বলিতেছেন ঃ—"এই বিবাহে অগ্রজ আন্তরিক কষ্টানুভব করেন, তোমরা তাঁহাদের নিকট আমাকে মিথ্যাবাদী করিয়া দিবার জন্য এই গ্রামে এবং আমার সম্মুখস্থ ভবনে বিবাহ দিলে।" † বিদ্যাসাগর মহাশয় এই ঘটনায় এরূপ দারুণ মর্ম্মবেদনা পাইয়াছিলেন যে সে রাত্রিতে অনাহারে থাকিয়া বিবাহের পরদিন প্রাতঃকালে অনাহারে ক্ষুব্ধচিত্তে প্রিয় জন্মভূমি, সাধের বাড়ী ঘর চিরদিনের জন্য ত্যাগ করিয়া কলিকাতা যাত্রা

---

* বীরসিংহ নিবাসী শ্রীযুক্ত গোপীনাথ সিংহ মহাশয়ের উক্তি। তিনি নিজে বর্ত্তমান এবং নিজে আমার নিকট এই সাক্ষ্য দিয়াছেন।

† শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত জীবনচরিত ২০৪ পৃ।

করিলেন। আসিবার সময়ে সহোদরদিগকে ও সম্ভ্রান্ত গ্রামবাসী-দিগকে বলিয়া আসিলেন, "তোমরা আমাকে দেশত্যাগী করাইলে!" গদাধর পাল, গোপীনাথ সিংহ প্রভৃতি বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইয়াও বিবাহে উপস্থিত হন নাই, বিদ্যাসাগর মহাশয় এ সংবাদে কথঞ্চিৎ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। স্বদেশবৎসল ও জন্মভূমির সুসন্তান ঈশ্বরচন্দ্রকে গৃহ-বহিষ্কৃত ও চিরনির্ব্বাসিত করিয়া বিদ্যারত্ন মহাশয় প্রভৃতি বীরসিংহের যে কি অনিষ্টসাধনই করিয়াছিলেন তাহা বর্ণনায় শেষ হইবার নহে। যেদিন তিনি ম্লানবদনে ও অশ্রুপ্লাবিতবক্ষে জননী জন্মভূমির ক্রোড়শূন্য করিয়া প্রান্তর-প্রান্তে অদৃশ্য হইয়াছিলেন, সেই দিনই বীরসিংহের সর্ব্বনাশ সাধন হইয়াছিল। এই অপকর্ম্মের অনুষ্ঠাতৃগণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হৃদয়ে যে কি তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহা বুঝাইবার নহে। তাহার কিঞ্চিন্মাত্র তাঁহারই উক্তিতে প্রকাশ পাইবে। শেষ দশায় কলিকাতায় অবস্থানকালে যখন ক্ষুদ্রপল্লী বীরসিংহের গ্রাম্যচিত্র সকল তাঁহার স্মৃতি-পথে উদিত হইত, তখন প্রাণটী দেহ ত্যাগ করিয়া স্মৃতি-শিবিকারোহণে বীরসিংহ অভিমুখে ছুটিত, তখন অজস্রধারে অশ্রু বর্ষণ করিতেন, এরূপ অশ্রু জল আমরা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি। অশ্রুস্নাত হইয়া দারুণ মনঃক্ষোভের পরিচায়ক দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিতেন "আর সব শেষ হইয়াছে।" "

মুচিরামের বিবাহে বিদ্যাসাগরের দেশ পরিত্যাগ সম্বন্ধে পাথরা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত গোপীনাথ সিংহের প্রমুখাৎ অবগত হইয়া চণ্ডীবাবু যাহা লিখিয়াছেন তাহা ভ্রান্ত। বক্তা পাথরা নিবাসী গোপীনাথ সিংহের কথাগুলি কতদূর গ্রহণীয় তাহা চণ্ডীবাবুর বিবেচনা করা উচিত ছিল। এস্থলে গোপীনাথ সিংহের পরিচয় দেওয়া উচিত, ইনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ষ্টেটের একজিকিউটার শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষীরোদনাথ সিংহের পিতা।

বীরসিংহ হইতে সংবাদ লইয়া চণ্ডীবাবু যে সকল লিখিয়াছেন, সে সমস্ত নিম্নে সমালোচিত হইল।

চণ্ডীবাবু লিখিয়াছেন, যে ক্ষীরপাই গ্রামের হালদার বাবুরা "বহুবার বিধবাবিবাহের অনুষ্ঠানে সহায়তা করিয়াছেন।" ক্ষীরপাই নিবাসী ৺ হারাধন চট্টোপাধ্যায়ের বিধবা কন্যার বিবাহ সভায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শ্বশুর ৺ শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় গ্রামের প্রধান লোক বলিয়া মালা গ্রহণ করেন এই অপরাধে, ঐ গ্রামের সম্ভ্রান্ত হালদার বাবুরা দলের আঁটাআঁটী করিয়া ঐ মালা লওয়া অপরাধে উক্ত শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্য্যকে প্রায়শ্চিত্ত করান। সুতরাং হালদার বাবুদিগকে বিধবাবিবাহের সহায় বলিয়া সাধারণকে বঞ্চনা করিয়াছেন।

আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একান্ত বশীভূত। তাঁহার আদেশের বশবর্ত্তী হইয়া পাত্রী মনোমোহিনী দেবীকে নিজ বাটী হইতে বহিষ্কৃতা করিয়া দিলে কনিষ্ঠ সহোদর ঈশানচন্দ্রের ও রাধানগর নিবাসী ৺ কৈলাসচন্দ্র মিশ্র মহাশয়ের উপদেশানুসারে দীনবন্ধু ন্যায়রত্নের পুত্র ৺ গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পাত্রী মনোমোহিনীকে আমার বাটীর সম্মুখে দুই চারি বিঘা ভূমি তফাতে ৺ সনাতন বিশ্বাসের বাটীতে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া রাখেন। অগ্রজ মহাশয়ের অসন্তোষের ভয়ে আমি আর ঐ বিষয়ে লিপ্ত রহিলাম না এবং ঐ বিবাহে যাই নাই। আমি ও রাধানগরের চৌধুরী বাবুদের নায়েব উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সর্ব্বক্ষণ বিদ্যাসাগর অগ্রজের নিকট ছিলাম। আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অভিপ্রায় অনুসারে লোক দ্বারা সনাতন বিশ্বাসকে ডাকাইয়া আনি। সনাতন বিশ্বাস উক্ত মনোমোহিনীকে বাটী হইতে বহিষ্কৃতা করিতে স্বীকার না পাওয়ায় উমেশচন্দ্র সনাতন বিশ্বাসকে বলিলেন, তোমরা ইঁহার মসহরা খাও, একটা কথা শুনিলে না। তাহাতে সে উত্তর করিল। আমরা পুরুষানুক্রমে কৈলাস মিশ্রের বাটীতে চাকরী করিয়া আসিতেছি। তিনি নিজে আমাকে এইমাত্র বলিলেন, তুমি মেয়েটিকে বাটীতে রাখ, কাহারও কথায় বহিষ্কৃত করিওনা। আমি কল্য সন্ধ্যার পূর্ব্বে আসিয়া এই বিধবার বিবাহ দিব। আমি কোন মতে তাঁহার কথার অবাধ্য হইতে পারিব না। বরং যে কয়েক টাকা মসহরা দিয়াছেন তাহা ফেরৎ

দিতে প্রস্তুত আছি। এই বলিয়া সনাতন বিশ্বাস চলিয়া গেল। ঈশান ও গোপাল চাঁদা করিয়া বিবাহের সমস্ত আয়োজন করিয়া, কৈলাস মিশ্র বিশ্বাসদের বাটীতে উপস্থিত হইলে, দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন প্রভৃতিকে ও গ্রামবাসী দিগকে এবং স্কুলের শিক্ষকদিগকে সন্ধ্যার সময় বিবাহের নিমন্ত্রণ করেন। গদাধর পাল ও অন্যান্য জনকয়েক গ্রামবাসী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অসন্তোষের ভয়ে বিবাহ স্থলে যান নাই। বাকী সকলেই বিবাহ স্থলে গিয়া বিবাহ কার্য্য সমাধার পর স্ব স্ব আলয়ে প্রতিগমন করেন।

পরদিন প্রাতঃকালে ঈশানচন্দ্র দাদার নিকট উপস্থিত হইলে দাদা বলিলেন, ঈশান তুমি কেন বিবাহ দেওয়াইলে, ইহাতে আমার বড় অপমান হইয়াছে। ঈশান উত্তর করিল, কৈলাস মিশ্র ও আমি গত পরশ্ব আপনাকে যখন জিজ্ঞাসা করিলাম যে, এই বিধবা বিবাহ ন্যায্য কি না? তাহাতে আপনি উত্তর করিলেন, ইহা শাস্ত্রসম্মত ও ন্যায়ানুগত বলিয়া আমি স্বীকার করি, কিন্তু হালদার বাবুদের মনে দুঃখ হইবে। ইহাতে কনিষ্ঠ সহোদর ঈশানচন্দ্র উত্তর করিলেন, লোকের খাতিরে এই সকল বিষয়ে পরাঙমুখ হওয়া ভবাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে দূষণীয়। ইহা শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় ক্রোধভরে বলিলেন, তুই কি এখনও সেইরূপ দুর্মুখ আছিস্ এবং এইরূপই কি চিরকাল থাকিবি?" আরও এইরূপ দুই চারি কথার পর বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, আমি আর দেশে আসিবনা।

বিদ্যাসাগর মহাশয় কয়েক দিবস দেশে অবস্থিতি করিয়া বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, রাখাল স্কুল, বালিকাবিদ্যালয়, দেশস্থ, বিদেশস্থ, স্বসম্পর্কীয় লোকের ও বিধবাবিবাহকারীদের মসহরা প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিয়া আমার প্রতি পূর্ব্ববৎ ভারার্পণ করিয়া কলিকাতায় আসিলেন। চণ্ডীবাবু! কিরূপে, অনাহারে থাকিয়া ঐ বিবাহের পরদিনেই কলিকাতা যাইবার কথা লিখিলেন? দাদা যে কয়েক দিন বীরসিংহায় আমার বাটীতে অবস্থিতি করিয়া সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত করেন, সে কয়েক দিনের মধ্যে গোপীনাথ সিংহ এক দিনও আমার বাটীতে দাদার নিকট উপস্থিত থাকেন নাই। বিশেষতঃ বহুকাল হইতে ঐ গোপীনাথ সিংহের সহিত আমার সদ্ভাব নাই। তাঁহার নিকট জ্ঞাতি প্রতাপচন্দ্র সিংহ আমার নিকট বিধবাবিবা-

হাদি কার্য্যের পরিচারক ছিল, উহার সহিত গোপীনাথ সিংহের তৎকালে নানা কারণে মনান্তর থাকে। এই জন্যও গোপীনাথ সিংহ আমার বাটীতে আসিতেন না। উহাকে কর্ম্মচ্যুত করিবার জন্য লোক দ্বারা আমাকে বলান, কিন্তু আমি বিনা দোষে বিদ্যাসাগরের রক্ষিত লোককে কর্ম্মচ্যুত করি না। তৎকালীন গোপীনাথ সিংহের প্রতিপক্ষ তাঁহার জ্ঞাতি ৺জুড়ান সিংহ মহাশয়ের দৌহিত্র ৺ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ প্রথম বিধবাবিবাহ সময় হইতে যাবজ্জীবন বিধবাবিবাহ স্থলে উপস্থিত হইতেন, এবং অনেক বিষয়ে অধ্যক্ষতা করিয়া আমাদের শ্রমের যথেষ্ট লাঘব করিতেন; দেশে বিধবা-বিবাহ স্থলে ৺জুড়ান সিংহের পৌত্র শ্যামাচরণ সিংহকেও সঙ্গে লইয়া যাইতেন। আমাদের দেশে ঐ সময় পর্য্যন্ত কথনও কোনও বিবাহস্থলে গোপীনাথ সিংহ উপস্থিত হন নাই। এমন কি, বীরসিংহায় রামব্রহ্ম পাঠ-কের বিবাহস্থলেও উপস্থিত হন নাই। কিন্তু কোন কারণ বশতঃ আপনাকে বিধবাবিবাহের দলভুক্ত বলিয়া মুখে পরিচয় দিতেন। মুচিরামের বিবাহের পর আমার সহিত বিদ্যাসাগর অগ্রজ মহাশয়ের কিরূপ ব্যবহার ছিল, পাঠকবর্গ উদ্ধৃত পত্র সকল পাঠ করিয়া বুঝিতে পারিবেন।

এস্থলে ইহাও প্রকাশ থাকে যে, মুচিরামের সহিত বিধবা মনোমোহিনী দেবীর পরিণয় কার্য্য উপলক্ষে অগ্রজ মহাশয় অসন্তোষ প্রকাশ করেন, ঐ বিবাহের সংঘটন কার্য্য প্রথমতঃ শ্রীযুত নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারা হয়। নারায়ণ এই উপলক্ষে কলিকাতা হইতে আমাকে যে পত্র লেখেন, তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ক্ষীরপাই-নিবাসী মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় মনোমোহিনী নাম্নী একটি বিধবা কন্যা সঙ্গে করিয়া এখানে বিবাহ করিবার মানসে আসিয়াছিলেন। পিতৃদেব মহাশয় আপাততঃ ইহাদিগকে বাটী যাইতে বলিলেন। পিতৃদেব ত্বরায় বীরসিংহার বাটীতে যাইবেন, তথায় যাইয়া যাহা হয় করিবেন। ইহারা ক্ষীরপাই যাইতে ভয় পায়, যেহেতু তথায় অনেকেই বিধবাবিবাহের দ্বেষ্টা। কিন্তু ইহারা আপনাকে না জানাইয়া এখানে আসিয়াছিলেন, এজন্য আমার পত্র সহ আপনার নিকট যাইতেছেন। পিতৃদেব যে পর্য্যন্ত বাটী না যান, সেই পর্য্যন্ত যাহাতে ইহারা নিরাপদে থাকিতে পায়, তদ্বিষয়ের ব্যবস্থা করিবেন।

শ্রীশ্রীহরিঃ

শরণম্—

শুভাশিষঃ সন্তু—

তিনশত টাকা পাঠাই ফর্দ্দ অনুসারে বিনিয়োগ করিবে। স্কুলের টাকা আষাঢ় শ্রাবণ দুই মাসের এককালে ৮।১০ দিন পরে প্রেরিত হইবে। কয় দিন হইল বিশেষ কারণ বশতঃ কলিকাতায় আসিয়াছিলাম অদ্য বর্দ্ধমান চলিলাম। বর্দ্ধমানে যে বাসা হইয়াছে সেখানে মাতা ঠাকুরাণীর থাকার সুবিধা হইবেক না তাঁহাকে বাটী পাঠাইতে হইবেক অতএব এক-খান পাল্‌কী ও ৮ বেহারা ও প্রতাপসিংহকে বর্দ্ধমান পাঠাইবে আর ভৈরব আমার নিকট থাকিলে ভাল হয় অতএব তাহাকে আপন কাপড় চোপড় লইয়া ঐ সঙ্গে আসিতে বলিবে বেহারা আসিতে কোনমতে বিলম্ব না হয় ইতি ৪ সেপ্টেম্বর।

শুভার্থিনঃ

(স্বাক্ষর) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ।

শ্রীশ্রীহরিঃ

শরণম্—

শুভাশিষঃ সন্তু—

তোমার পত্র পাইয়া সবিশেষ সমস্ত অবগত হইলাম আমি আর ৬।৭ দিন পরে বর্দ্ধমান হইতে উঠিয়া কলিকাতায় যাইব তথা হইতে পত্র লিখিলে কৃষ্ণনগরের বিধবা কন্যা ও তাহার মাতাকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিবে। তোমার পত্রের লিখিত অন্যান্য বিষয়ের উত্তর কলিকাতায় গিয়া লিখিব ইতি ৭ জ্যৈষ্ঠ।

শুভার্থিনঃ

(স্বাক্ষর) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ।

শ্রীশ্রীহরিঃ

শরণম্।

শুভাশিষঃ সন্তু—

অতঃপর যে সকল বিধবা কন্যার বিবাহ হইবেক তাহাতে আমি কিছুই খরচ করিব না স্থির করিয়াছি অতএব কৃষ্ণনগরের কন্যার মাতাকে স্পষ্ট বাক্য বলিবে আমি কেবল পাত্র স্থির করিয়া দিব পাত্র খরচ করিয়া বিবাহ করিবেন এবং আপন সঙ্গতি অনুরূপ অলঙ্কার দিবেন যদি ইহাতে সম্মত থাকেন তবেই তাঁহাকে ও তাঁহার কন্যাকে কলিকাতায় পাঠাইবে নতুবা প্রয়োজন নাই। এ কথা লিখিবার অভিপ্রায় এই যে অনেকের এরূপ সংস্কার আছে কলিকাতায় যে কন্যার বিবাহ হয় সে অনেক স্বর্ণ অলঙ্কার পায় যদি তাঁহারও সে সংস্কার থাকে তবে সেই সংস্কার অনুযায়ী অলঙ্কার তাঁহার কন্যা না পাইলে তিনি নিঃসন্দেহ দুঃখিত হইবেন। এজন্য অগ্রে সকল কথা পরিষ্কার হইয়া থাকা উচিত।

*　　　*　　　*

আমি কলিকাতায় গিয়া তোমাকে সংবাদ লিখিব। এই পত্রের প্রথম ভাগে যে সকল কথা লিখিলাম কৃষ্ণনগরের কন্যার মাতা তাহাতে সম্পূর্ণ সম্মত থাকেন তবে যে স্থানে তাঁহাদিগকে পাঠাইতে বলিব তথায় পাঠাইয়া দিবে ইতি ২১ জ্যৈষ্ঠ

শুভার্থিনঃ

(স্বাক্ষর) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

শ্রীশ্রীহরিঃ

শরণম্—

শুভাশিষঃ সন্তু—

*　　　*　　　*

কৃষ্ণনগরের কন্যাকে পাঠাইবে যে লোক সঙ্গে আসিবে তাহাকে বলিয়া দিবে তাহাদিগকে রাজকৃষ্ণ বাবুর বাটীতে পঁহুছাইয়া দেয় ইতি ১০ আষাঢ়

শুভার্থিনঃ

(স্বাক্ষর) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

শ্রীশ্রীহরি ঃ—

প্রিয়তম—

তোমার পত্রে বিবাহবৃত্তান্ত পাঠ করিয়া পরম আহ্লাদিত হইলাম ব্যয় অধিক হইয়াছে বটে কিন্তু যেরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছ তাহাতে ইহাকে কোনমতেই অধিক ব্যয় বলা যায় না কেবল তোমার ক্ষমতা ও পরিশ্রমেই এরূপ সুশৃঙ্খলরূপে সমুদায় সমাধা হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। টাকার চেষ্টা দেখিতেছি সংগ্রহ হইতে অধিক বিলম্ব হইবেক না। এত টাকা ডাকে পাঠান পরামর্শ সিদ্ধ নহে অতএব তুমি একজন পাইক লইয়া আসিবে এবং টাকা লইয়া যাইবে। আমি অদ্যাপি সম্যক্ সুস্থ হইতে পারি নাই। ইতি তাং

* * *

শুভার্থিনঃ

(স্বাক্ষর) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ।

শ্রীশ্রীহরি ঃ—

শরণম্—

শ্রীচরণারবিন্দেষু—

প্রণতিপূর্ব্বকং নিবেদনম্—

আপনকার আজ্ঞাপত্র পাইয়া সবিশেষ সমস্ত অবগত হইলাম। আমি যে দিন কর্ম্মটাড়ে আসিব স্থির করিয়া আপনাকে পত্র লিখিয়াছিলাম কিন্তু কার্য্যগতিকে আসিতে অনেক বিলম্ব হইয়াছিল। ৬ আশ্বিন আসিবার সময় শ্রীযুক্ত কালিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বরাত চিঠী লিখিয়াছিলাম। অদ্য কার্য্যানুরোধে পুনরায় কলিকাতা যাইতে হইল। পিতামহ দেবের শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন হইবার সংবাদ অনুগ্রহপূর্ব্বক কলিকাতায় লিখিবেন। আমি অদ্যাপি সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে পারি নাই সুস্থ হইলেই আপনকার শ্রীচরণ দর্শন করিব। আপনি অতিশয় দুর্ব্বল হইয়াছেন এই সংবাদে অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়াছি। শম্ভুচন্দ্র যাইতেছেন ইহাঁর প্রমুখাৎ সকল সংবাদ জ্ঞাত হইবেন। ইনি আপনকার নিকটে থাকিলে আমি অনেক অংশে নিশ্চিন্ত থাকি ইনি সেখান হইতে আসিলেই আমার অত্যন্ত ভয় ও উদ্বেগ জন্মে। বিশেষতঃ ইহাঁর অনুপস্থিতিতে আপনাকে এ অবস্থায় পাক করিতে হইতেছে।

ইনি যাইতেছেন আর দুর্ভাবনা রহিল না। ইনি সাধ্যানুরূপ পিতৃসেবা করিয়া আপনাকে চরিতার্থ করিতেছেন। আমার অদৃষ্টে সে সৌভাগ্য ঘটিতেছে না। নানা কারণে এরূপ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি যে কোনও বিষয়ে ইচ্ছানুরূপ কর্ম্ম করিতে পারি না। নতুবা আমিই আদ্যোপান্ত আপনকার নিকটে থাকিয়া চরণসেবা করিতাম ইতি।

(স্বাক্ষর) ভৃত্য শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ।

শ্রীশ্রীহরিঃ—

শরণম্।

শুভাশিষঃ সন্তু—

তুমি ও পূজ্যপাদ পিতৃদেব উভয়ে স্বচ্ছন্দ শরীরে আছ এই সংবাদে নিরুদ্বেগ ও আহ্লাদিত হইলাম। তুমি পিতৃদেবের নিকট থাকিলে আমার আর তাঁহার জন্য কোনও চিন্তা ও উদ্বেগ থাকে না। তাঁহার চরণারবিন্দে আমার সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত নিবেদন করিবে এবং জানাইবে তদীয় শ্রীচরণারবিন্দের আশীর্ব্বাদ প্রভাবে আমি এখানে আসিয়া অনেক ভাল আছি এবং যেরূপ দেখিতেছি তাহাতে কিছুদিন এ স্থানে থাকিলে বিলক্ষণ সুস্থ ও সবল হইতে পারিব। গঙ্গামণি দিদির টাকা পাঠাইতে বিস্মৃত হইয়াছে। অদ্য কলিকাতায় পত্র লিখিয়া দিলাম পৌষ মাসের টাকার সঙ্গে তাঁহার দুইমাসের টাকা পাঠাইবেক। তত দিন টাকা না পাঠাইলে তাঁহার অতিশয় কষ্ট হইবেক অতএব তুমি তহবীল হইতে তাঁহাকে ৮৲ আট টাকা দিবে পৌষ মাসে টাকা আসিলে তহবীল ভর্ত্তি করিবে। শ্রীযুক্ত পুরোহিত ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে আমার প্রণাম জানাইবে। ১৪ পৌষ যাহাতে কাশীতে উপস্থিত হইতে পারি তাহার চেষ্টা করিব। এখনও অনেক দিন বিলম্ব আছে। তুমি ১০।১২ দিন অন্তর পিতৃদেবের সংবাদ লিখিবে ইতি ১৭ অগ্রহায়ণ।

(স্বাক্ষর) শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ।

আমার ঠিকানা কেবল "কর্ম্মাটাঁড়" এই মাত্র লিখিবে ঠাণ্ডী সড়ক বা অন্য কিছু লিখিলে পত্র পাইতে বিলম্ব হয় ইতি— . .

শ্রীশ্রীহরিঃ—
শরণম্—

শুভাশিষঃ সন্তু—

তুমি অবিলম্বে কলিকাতায় আসিবে। তুমি আসিলে স্কুলের উপরিতন শ্রেণীর ব্যবস্থা করিব। বেঞ্চ গড়িতে দিয়াছি আর ৭।৮ দিনে প্রস্তুত হইবেক। যদি বিষ্ণুপুরিয়া ভাল তামাক ওখানে উপস্থিত থাকে এক টাকার কিনিয়া আনিবে ইতি ১১ শ্রাবণ ১২৯৭ সাল।

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ
(স্বাক্ষর) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ।

কমিটি—

শ্রীশম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন—প্রেসিডেণ্ট—
শ্রীশ্রীরামচন্দ্র লাহা
শ্রীগোবিন্দচন্দ্র পাল } মেম্বর
শ্রীরামচরণ ঘোষ
শ্রীচিন্তামণি মুখো—মেম্বর ও সেক্রেটারি

কমিটির মতে স্কুলের কাজ চলিবেক। মতভেদ স্থলে আমায় জানাইতে হইবেক।

(স্বাক্ষর) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা।
২২ শ্রাবণ ১২৯৭।

৫২

৪১৪ পৃষ্ঠা ১ পংক্তি হইতে ৪ পংক্তি পর্য্যন্ত।

"এই সময়ে একবার 'বীরসিংহ-জননীর পত্র' বলিয়া একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা * তাঁহার হস্তগত হয়। সেই পুস্তিকান্তর্গত কাতরতার ভাবে তাঁহার কোমল হৃদয় আর্দ্র হয়; বহুক্ষণ ক্রন্দন করিয়া বাটী যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। তদনুসারে বাটী মেরামৎ কার্য্যও আরম্ভ হয়," ইত্যাদি।

ইহা সত্য নয়। কারণ বিদ্যাসাগর মহাশয় দেশের যাবদীয় কার্য্য-ভার আমার উপর ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। বাটী মেরামতের জন্য কখনও কিছুই আদেশ করেন নাই। গৃহদাহের পর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অবস্থিতির জন্য স্বতন্ত্র কোন বাটী প্রস্তুত হয় নাই। 'বীরসিংহ-জননীর পত্র' যে তিনি পাইয়া ক্রন্দন করিয়া বাটী যাইবার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন তাহাও দাদার প্রমুখাৎ কখনও শ্রবণ করি নাই। জন্মভূমি বীরসিংহ হইতে যে যা পত্র লিখিত, প্রায় সমস্ত পত্রাদি আমাকে দেখাইতেন, বীরসিংহ-জননীর কথা অগ্রজের প্রমুখাৎ কখন আমি শ্রবণ করি নাই। মধ্যমাগ্রজ টাকা গ্রহণ করিবার পর, দেশে যাইয়া পাকা বিদ্যালয়-গৃহ নির্ম্মাণ এবং জনক জননীর নামে দুইটী জলাশয় খাত, পিতামহের শ্মশানের উপর মন্দির নির্ম্মাণ এবং পিতামহীর প্রতিষ্ঠিত অশ্বত্থ বৃক্ষের মূলস্থান পাকা বান্ধান, ইত্যাদি কার্য্য সমাধা করিবার মানস করিয়াছিলেন। জলাশয় দুইটীতে দুইটী অনাথ আশ্রম করিবার ইচ্ছা ছিল, ঐ অনাথ আশ্রমের মধ্যে জননী দেবীর আশ্রমে দশটী অভুক্ত স্ত্রীলোক ও পিতৃদেবের আশ্রমে দশ জন অভুক্ত ব্যক্তি প্রত্যহ আহার করিবে। কিন্তু নানা কারণে ব্যস্ততা প্রযুক্ত দেশে যাইতে পারেন নাই, এজন্য ঐ স্কুলগৃহ নির্ম্মাণার্থ আমাকে ভার দেন কিন্তু আমি বলিয়াছিলাম, আপনি একবার যাইয়া বন্দোবস্ত

* সেই স্বাক্ষর বিহীন পুস্তিকা নারায়ণ বাবুর রচিত ও প্রেরিত বলিয়া, জানা গিয়াছে।

করিয়া দিলে ভার লইতে পারি, এজন্য দেশে যাইতে সম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু ৮।১০ বৎসরের মধ্যে তাঁহার দেশে যাওয়া ঘটিয়া উঠে না। দাদা ঐ সময়ে আমাকে বলিয়াছিলেন স্কুলগৃহ নির্ম্মাণের জন্য টাকা মজুত রাখিয়াছি, কপাট জানালা প্রস্তুত করিতে কলিকাতায় সুকিয়া ষ্ট্রীটস্থ হেমচন্দ্র মিশ্রকে ফর্দ্দ করিয়া দিয়াছি। এবং এস্থলে ইহাও প্রকাশ থাকে যে—মৃত্যুর প্রায় এক মাস পূর্ব্বে আমার প্রতি দাদা মহাশয় আদেশ করেন, তুমি হেড মাষ্টার রামজীবনকে পত্র লিখ, তিনি যেন নারায়ণের বাটীতে যে কয়েকটী ক্লাস বসান হইতেছে অতঃপর স্কুলের ঐ সকল ক্লাস তথায় না রাখেন। ঐ ক্লাস কয়েকটী ধর্ম্মদাস ডাক্তার ও ধর্ম্মদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের চণ্ডীমণ্ডপে লইয়া যান। ঐ আদেশানুযায়ী আমার পত্র প্রাপ্তি মাত্র হেড মাষ্টার রামজীবন বাবু ক্লাস কয়টী তুলিয়া ঐ দুই স্থানে লইয়া যান। দাদার মৃত্যুর কিছুদিন পরে হেড মাষ্টারকে কলিকাতায় আনাইয়া কিছুদিন গোলমালে রাখা হয়, উক্ত ফি স্কুলের ছাত্রদের বেতন ধার্য্য করিতে আদেশ হয় ক্লাসগুলিকে ঐ ঐ স্থান হইতে আনাইয়া নারায়ণ বাবুর বাটীতে স্থাপিত করা হয় এবং আমার বাটীতে যে কয়টী ক্লাস ছিল তাহাও উঠাইয়া নারায়ণ বাবুর বাটীতে আনা হয়। (এই ঘটনার কয়েক মাস পরে উইল দাখিল করিয়া প্রবেট লওয়া হয় সুতরাং ঐ সময়ের কে কর্ত্তা বা মালিক তাহা আমার জ্ঞানের অগোচর)।

৫৩

৪২০ পৃষ্ঠা ২৪ পংক্তি হইতে ৪২২ পৃষ্ঠার ১৩ পংক্তি পর্য্যন্ত।

"দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন লিখিয়াছিলেন ;—"এই লিপি দৃষ্টে নিতান্ত দুঃখিত হইলাম, আমাদের যেরূপ সম্বন্ধ, তাহাতে আমার এ দগ্ধ দেহ ভূমিসাৎ বা ভগ্নাবশেষ না হইলে বিদায় লইতে বা দিতে পারি না। তবে নিশ্চিন্ত হইয়া নিভৃতভাবে থাকিলে সুস্থ শরীরে দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া জগতের আরও বিস্তর উন্নতি সাধন করিতে পারিবেন এই ভাবিয়া সচ্ছন্দমনে আপনকার নিভৃতভাবে অবস্থানের অনুমোদন করিতেছি।" * * *

বিদ্যাসাগর মহাশয় মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবাহ ব্যাপারে বিরক্ত হইয়া কলিকাতা প্রত্যাগমন করিলে পর, সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় সন ১২৭৬ সালের ২০ কার্ত্তিক তারিখে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পত্রোত্তরে যে পত্র লিখিয়াছিলেন সেই পত্রের অংশঃ—"মহাশয়ের পত্র পাঠ করিয়া অবধি মৃত্যুতুল্য হইয়াছি, আপনি যে আর দেশে আসিবেন না ও মৃত্যু কামনা করিতেছেন, ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় ও দেশের লোকের দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। কারণ মহাশয় হইতে দেশের লোকের শ্রীবৃদ্ধি ও দুঃখ নিবারণ হইতেছে। মহাশয় আমাদের প্রতি আক্ষেপ করিতে পারেন, এতাবৎ কাল আমাদিগকে খাওয়াইয়া মানুষ করিয়াছেন, আমরা আপনার অবাধ্য হইলে, অবশ্যই দুঃখ হইতে পারে, *** যে দাদা আমাকে খাওয়াইয়া মানুষ করিয়াছেন, যে দাদা আমার কথার উপর সমস্ত বিশ্বাস করিয়াছেন, যে দাদা আমাবই জানেন না, যে দাদা আমার মানের জন্য স্ত্রীর সহিত মনান্তর করিয়াছেন*, যে দাদা আমার কষ্ট হইবে ভাবিয়া স্বতন্ত্র বাটী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, যে দাদার প্রসাদে এতাবৎকাল এদেশে (বীরসিংহে) একাধিপত্য করিয়াছিলাম, সেই দাদার সহিত যে আমি নানা প্রকার অসদ্ব্যবহার করিয়াছি; * * * *।" তৎপরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ১২ই অগ্রহায়ণ তারিখের পত্রে বৈরাগ্যমার্গ অবলম্বনের অভিপ্রায় অবগত হইয়া তদুত্তরে সন ১২৭৬ সালের ২রা পৌষ যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ:—"আপনার ১২ই অগ্রহায়ণের রেজিষ্টারি পত্র ২৮ অগ্রহায়ণ পাইয়া আমাদের হৃৎকম্প হইল। নানা কারণে মহাশয়ের মনে বৈরাগ্য জন্মিয়াছে আর ক্ষণকালের জন্য সাংসারিক কোন বিষয়ে লিপ্ত থাকিতে বা কাহারো

* প্রজারঞ্জনের জন্য শ্রীরামচন্দ্রই সীতার নির্ব্বাসন ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

সহিত কোন সংস্রব রাখিতে ইচ্ছা নাই। ইহাতে অতিশয় দুঃখিত ও মৃতকল্প হইয়াছি। * * এক্ষণে আমার প্রার্থনা যদি কোন বিষয়ে অপরাধী হইয়া থাকি, তাহা হইলে, মহাশয় আমাকে শাসন করিতে পারেন। আমি এতাবৎ কাল মহাশয়েরই অনুগত ও আশ্রিত আছি, বোধ করি পিতৃদেব ও মাতৃদেবী অপেক্ষা মহাশয়ের প্রতি অধিক ভক্তি করিয়া আসিতেছি। ববং এতাবৎকাল দেশে অবস্থিতি করায় পিতৃদেব ও মাতৃদেবী আমার ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া যদি কোন উপদেশ দিতেন, তাহা না শুনায় মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের সহিত আমার মনান্তর ঘটিত। আমি স্বপ্নেও ক্ষণকালের জন্য মহাশয়ের অনিষ্ট চিন্তা করি নাই। মহাশয় আমার কথায় বিশ্বাস করিতেন তাহাতে অপর লোক ও ভ্রাতৃবর্গ ও মহাশয়ের পত্নী ও পুত্র কখন কখন মহাশয়েরও প্রতি বিরক্ত হইতেন। * * এক্ষণে মহাশয় সংসারাশ্রম ত্যাগ করিতে যে উদ্যত হইয়াছেন, তাহা কেবল আমার দুর্ভাগ্য প্রযুক্তই হইতেছে তাহার সন্দেহ নাই।”

এই সকলের দ্বারা বেশ স্পষ্টরূপেই বুঝা যাইতেছে যে বিদ্যাসাগর মহাশয় স্ত্রী পুত্র ও সহোদরগণের দ্বারা সংসার জীবনে সুখী হইতে পারেন নাই। কেবল সুখী হইতে পান নাই তাহা নহে, অনেক স্থলে নিতান্ত অসুখী হইয়া মনের ক্লেশে দিন যাপন করিয়াছেন, কিন্তু এই সকল অশান্তিকর ব্যাপারের মধ্যেও কখনও কাহারও সুখ সাধনে বিমুখ ছিলেন না।”

চণ্ডীবাবু আমার ও দীনবন্ধু ন্যায়রত্নের লিখিত পত্রের কোনও কোনও অংশ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার কৃত “বিদ্যাসাগর” পুস্তকে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তজ্জন্য সাতিশয় দুঃখিত হইলাম। ঐইরূপে উদ্ধৃত করা ন্যায়সঙ্গত

হয় নাই। পাঠকবর্গ সমগ্র পত্র দেখিতে পাইলে সদসদ্বিচার করিতে সমর্থ হইতেন।

দ্বিতীয়তঃ বিদ্যাসাগর জ্যেষ্ঠাগ্রজ মহাশয় জনকজননী ও সোদরগণ প্রভৃতিকে পত্র লিখিয়াছেন যে, "নানাকারণে আমার মনে সম্পূর্ণ বৈরাগ্য জন্মিয়াছে। আর আমার ক্ষণকালের জন্যেও সাংসারিক কোন বিষয়ে লিপ্ত থাকিতে বা কাহারও সহিত কোন সংস্রব রাখিতে ইচ্ছা নাই।" চণ্ডীবাবু ও তাঁহার লিখিত বীরসিংহার বিশ্বস্ত সাক্ষিগণকে জিজ্ঞাসা করা যায় যে, কেবল ক্ষীরপাই নিবাসী মুচিরামের বিবাহ দরুণ বা অন্য কারণে বিদ্যাসাগরের মনে বৈরাগ্য জন্মিল। যদি কেবল মুচিরামের বিবাহ দরুণ বৈরাগ্যোদয় হইয়া থাকে। তাহা হইলে "নানা কারণে" না লিখিয়া কেবল মুচিরামের বিবাহ দরুণ আমার মনে বৈরাগ্যোদয় হইয়াছে লিখিলেই পর্য্যাপ্ত হইত।

চণ্ডীবাবুর বিচারে আমিই যদি মুচিরামের বিবাহ দিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেশত্যাগী করিয়াছি, তাহা হইলে, বিদ্যাসাগর মহাশয় দেশের তাঁহার যাবদীয় কার্য্যভার আমার হস্তে কেন ন্যস্ত করেন? এবং মুচিরামের বিবাহের পর আমাকেই কেন নানা বিষয়ে পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিতেন? বিবাহ সম্পাদনার্থ কন্যা পাঠাইবার জন্য আমাকেই কেন পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিতেন। প্রকৃত কথা এই যে, মধ্যম সহোদর মোকদ্দমার ফারখৎ করিয়া মাসিক ব্যয় নির্ব্বাহার্থ মাসহরার টাকা গ্রহণ না করায় তাঁহার মনে বড় কষ্ট হইয়াছিল এবং মোকদ্দমা দরুণ লোকে নানা কথা কহিত তজ্জন্যই তাঁহার মনে ঐরূপ ভাবের উদয় হইয়াছিল। পরে পিতৃদেব মহাশয়ের ও আমার অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া মধ্যম সহোদর টাকা লইতে আরম্ভ করিলে পর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মানসিক কষ্ট নিবারণ হয় এবং দেশে যাইবার ইচ্ছা করেন।

৫৪

৪২৮ পৃষ্ঠার ৪ পংক্তি হইতে ৪২৯ পৃষ্ঠার ৫ পংক্তি পর্য্যন্ত।

"বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই জীবনব্যাপী বিবিধ প্রকারের দুঃখ কষ্টের মধ্যে দু একটী সুখের বিষয় ছিল। শেষ দশায় কলি-

কাতায় কন্যাগুলিকে লইয়া যখন বাদুড়বাগানের বাটীতে বাস করিতেন, সেই সময়ে তাঁহার বালক দৌহিত্রেরা তাঁহার পরম আরামের স্থল হইয়াছিল। সাহিত্য-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ও তদীয় কনিষ্ঠ সহোদর জ্যোতিশ্চন্দ্র সমাজপতি তখনও বালক, ইঁহাদিগকে লইয়া এবং কনিষ্ঠা কন্যার পুত্রদিগকে লইয়া সর্ব্বদা আনন্দে কাল যাপন করিতেন। শ্রীমান্ সুরেশচন্দ্রের মুখে শুনিয়াছি, এক এক দিন সন্ধ্যার সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বসিবার ঘরে পরিবারস্থ সকলে মিলিত হইতেন। কন্যারা এক এক কোণে এক এক জন দাঁড়াইতেন, দৌহিত্র গুলি কেহ বা দক্ষিণে কেহ বা বামে, কেহ বা সম্মুখে কেহ বা পশ্চাতে দাঁড়াইত। বিদ্যাসাগর মহাশয় সকলকে লইয়া গল্প করিতেন। মধ্যে মধ্যে সকলেই চর্ব্বিত তাম্বুলের উমেদার হইতেন, সকলকে একবারে দেওয়া সম্ভব হইত না, তাই পর্য্যায়ক্রমে পরে পরে পান দিতেন। তাঁহার প্রসাদী পান পাওয়াটা কন্যা ও দৌহিত্রদের একটা বিশেষ সম্মান ও লাভের ব্যাপার ছিল। প্রসাদের প্রার্থী হইবামাত্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিতেন, আচ্ছা একটু বিলম্ব কর, পানে 'সম্বরা' দেই; তাহার অর্থ এই যে পান খাইতে খাইতে একবার তামাক খাইতে হইবে, পানে 'সম্বরা' দিয়া পরে গুণানুসারে পরে পরে সকলকে পান দিতেন। ইঁহাদিগের মধ্যে সর্ব্ব কনিষ্ঠ শিশু-দৌহিত্র গুজে (রামকমল) তাঁহার পরম প্রিয় পাত্র ছিল। এইরূপ পারিবারিক সান্ধ্যসমিতিতে এই শিশুই প্রধান নটের কার্য্য করিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহাকে উপহার দিবার জন্য নূতন সিকি, দুয়ানী, আধূলী ও টাকা সর্ব্বদাই নিকটে রাখিতেন। সে বালক চাহিবামাত্র তাহাকে দিতেন।' তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, "দাদা, তুমি কাকে ভাল বাস?" শিশু বলিত, "দাদামশাই, তোমাকেই খুব

ভালবাসি, আর তোমার চেয়ে তোমার ঐ নূতন নূতন সিকি দুয়ানীকে বেশী ভাল বাসি।" বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিতেন, "সকলেই তাই করে, তবে তুমি বোঝনা তাই বলে ফেল, অন্যেরা ও কথা স্বীকার করে না।"

"বৈরাগ্যের ভাবপূর্ণ পত্রাদি লিখিয়া আত্মীয় স্বজন সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করার পর যখন বিদ্যাসাগর মহাশয় কিয়ৎ পরিমাণে শান্তচিত্তে নির্জ্জনে বাস সম্ভোগ করিতেছিলেন।"

চণ্ডীবাবু লিখিয়াছেন "তাঁহার প্রসাদী পান পাওয়াটা কন্যা ও দৌহিত্র-দের একটা বিশেষ সম্মান ও লাভের ব্যাপার ছিল ইত্যাদি। ইহা সত্য নহে। কেবল কনিষ্ঠা কন্যার পুত্র গুজে (বা রামকমল) হাত পাতিলে তিনি চর্ব্বিত তাম্বুল ছোট দৌহিত্রকে দিতেন। চণ্ডীবাবু কেন ইহা লিখি-লেন, তাহা তিনিই জানেন।

৫৫

৪৩৫ পৃঃ ৬ পংক্তি হইতে ৭ পংক্তি পর্য্যন্ত।

"তাঁহার সর্ব্বশেষ উইলের যে যে অংশ সাধারণের জানিবার উপযোগী তাহাই এখানে প্রদত্ত হইল।"

উইল অখণ্ডরূপে উল্লিখিত হইলে অনেক বিষয় প্রকাশ হইয়া পড়িবে এই কারণে চণ্ডীবাবু সম্পূর্ণ উইল উদ্ধৃত করেন নাই। উইলে যে যে অংশ সাধারণের জানা বিশেষ আবশ্যক, চণ্ডীবাবু উইলের সেই সেই অংশ তাঁহার পুস্তকে প্রকাশ করেন নাই। মৎপ্রণীত জীবনচরিত মুদ্রাঙ্কন সময় উক্ত উইলের জাবেতানকল আনাইয়া ছিলাম। তৎকালে নানাকারণে কনিষ্ঠ ঈশানচন্দ্র কোনমতে উহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিতে দিলেন না। কিন্তু চণ্ডীবাবু আংশিক মুদ্রিত করায় অগত্যা সমগ্র উইল হাইকোর্টের প্রবেট সহ মুদ্রিত করিতে বাধ্য হইলাম। এই পুস্তকে সমগ্র উইল প্রবন্ধসহ মুদ্রিত হইল।

৫৬

৪৫০ পৃঃ ১৮ পংক্তি হইতে ২১ পংক্তি পর্য্যন্ত।

"তাঁহার এতাদৃশ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে কত স্থানে কত পরিবারের সহিত সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহার সামান্য রূপ বর্ণনারও স্থান সঙ্কুলন হওয়া সম্ভব নহে। তিনি বন্ধু সেবার জন্য কান্দী ও কৃষ্ণনগর, বর্দ্ধমান ও বরিশাল, কলিকাতা ও কাশী, ঢাকা ও মেদিনীপুর সর্ব্বত্র ছুটাছুটী করিতে পারিতেন" ইত্যাদি।

চণ্ডীবাবুর যখন যাহা মনে উদয় হইয়াছে, তখন তাহাই লিখিয়াছেন। বিদ্যাসাগর বন্ধু-বান্ধবের জন্য ঢাকা, বরিশাল বা মেদিনীপুর এই তিন স্থানে কখনও যান নাই। বরিশাল, ঢাকা, মেদিনীপুর জেলায় যাইবার প্রমাণ কি অনুগ্রহপূর্ব্বক লিখিয়া বাধিত করিবেন।

৫৭

৪৫৬ পৃষ্ঠা—১৬ পংক্তি হইতে ৪৫৭ পৃষ্ঠার ১ পংক্তি পর্য্যন্ত—

"শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র বিদ্যারত্নের বিবাহের পরদিন কুশণ্ডিকাদি কোন প্রকার অনুষ্ঠান তখনও সম্পন্ন হয় নাই। সেই সকল অনুষ্ঠানের আয়োজন হইতেছে—বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজেই সে সকলের আয়োজন পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে কৃষ্ণনগর হইতে ডাক যোগে সংবাদ আসিল যে বাবু ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় সাংঘাতিক পীড়ায় শয্যাগত। বাঁচিবার সম্ভাবনা অল্প, তাই কাতরবচনে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট বিদায় চাহিয়াছেন। সুহৃদনুগত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সকল অনুষ্ঠান পড়িয়া রহিল, তিনি তৎক্ষণাৎ ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র লাল সরকার মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া কৃষ্ণনগর যাত্রা করিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পুত্রের বিবাহের পরবর্ত্তী অনুষ্ঠান সকলের সুসম্পাদনের আয়োজন করিতে করিতে বন্ধুজনের বিপৎপাতের সংবাদ

পাইবামাত্র গৃহের অনুষ্ঠানাদি উপেক্ষা করিয়া এরূপ দূরস্থানে তৎক্ষণাৎ গমন করিতে পারা তাঁহার মত হৃদয়বান লোকের পক্ষেই সম্ভব।" ইত্যাদি।

নারায়ণ বাবুর কুশণ্ডিকার দিন বিদ্যাসাগর মহাশয় কুশণ্ডিকা কার্য্য সমাধা পর্য্যন্ত যে ছিলেন, তাহা কুশণ্ডিকা কার্য্যে ব্যাপৃত বিশ্বস্ত ব্যক্তি-দিগের মুখে শুনিয়াছি। বিবাহ কার্য্য ৺ কালীচরণ ঘোষ মহাশয়ের ভবনে সম্পন্ন হইয়াছিল, জ্যেষ্ঠা বধূ দেবী বিবাহ বাটী যান নাই।

৫৮

৪৬০ পৃষ্ঠা—প্রথম ৫ পংক্তি।

"স্বনামখ্যাত পণ্ডিত ৺দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে বিদ্যাসাগর মহাশয় সহোদরাধিক স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। ইঁহাদের মধ্যে পারিবারিক সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হইয়াছিল। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের পিতা শ্রীযুক্ত হরানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ভগ্নীপতি, সেই সূত্রে বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তাঁহাকে ভগ্নীপতি সম্পর্কেই সম্ভাষণ করিতেন।"

চণ্ডীবাবু শ্রীযুক্ত হরানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সম্পর্কে যাহা লিখিয়াছেন তাহা সত্য নহে। কারণ হরানন্দ ভট্টাচার্য্য বাল্যকালে আমার সহাধ্যায়ী ছিলেন। তিনি বাল্যকালে আমার সহিত সংস্কৃত কালেজে ব্যাকরণ, কাব্য ও অলঙ্কারশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি যখন ব্যাকরণ শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেন, ঐ সময়ে, মধ্যে মধ্যে আমাদের বাসায় যাইতেন এবং মধ্যে মধ্যে আমাদের বাসায় অবস্থিতিও করিতেন। হরানন্দ আমার সম্পর্কে বিদ্যাসাগরকে দাদা বলিতেন ও দীনবন্ধু ন্যায়রত্নকে মেজদাদা বলিতেন। তিনি দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সম্পর্কে আমাদের বাসায়

যাইতেন না। আমার সহাধ্যায়ী তৎকালে প্রায় সকলেই বিদ্যাসাগরকে দাদা বলিতেন, তন্মধ্যে এখনও কয়েকজন জীবিত আছেন, যথা—ভবানীপুর জেলেপাড়াস্থ প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও জেনেরেল এসেম্‌ব্লিজের সংস্কৃত প্রফেসার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

৫৯

৪৮১ পৃষ্ঠা ১২ লাইন হইতে ১৪ লাইন পর্য্যন্ত।

"বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই মৃত ব্যক্তিকে ক্রোড়ে লইয়া অনেক ক্ষণ রোদন করেন।" ইত্যাদি—

মৎপ্রণীত জীবনচরিতের ১৮১ পৃষ্ঠা দেখ।

চণ্ডীবাবু যাহা লিখিয়াছেন তাহা ভুল। আমি যাহা লিখিয়াছি তাহাই ঠিক। বীরসিংহায় অন্নছত্রের সম্পূর্ণ ভার আমার হস্তেই ছিল। আমাকে প্রতিদিনের ঘটনা লিখিতে হইত। ভোজন করিতে করিতে দুই চারিজন মরিয়াছিল সত্য, আশপাশের লোকের যদি ঘৃণা জন্মে এই জন্যে সেই পংক্তি হইতে উঠাইয়া অপর স্থানে মৃত ব্যক্তিকে সরাইয়া রাখা হইত। দাদা যে সময়ে দেশে অন্নচ্ছত্র পর্য্যবেক্ষণ করেন, তৎকালে ভোজন করিতে করিতে কেহ মরে নাই।

৬০

৫০৭ পৃষ্ঠা ২৫ পংক্তি হইতে ২৭ পংক্তি পর্য্যন্ত।

"বিদ্যাসাগর মহাশয় সর্ব্বপ্রথমে ডাক্তার শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে পরে রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুরকে উক্ত পত্রিকার সম্পাদকীয় ভার অর্পণ করেন।"

বিদ্যাসাগর মহাশয় ৺শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে হিন্দুপেট্রিয়টের সম্পাদকের ভার কথনও অর্পণ করেন নাই। চণ্ডীচরণ বাবু যাহা লিখিয়া-

ছেন তাহা সত্য নহে। কারণ ৺হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পর ৺শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় হিন্দুপেট্রিয়ট সংবাদপত্র চালাইতেন। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিরুপায় পরিবারবর্গ উক্ত সংবাদপত্র ও প্রেসাদি বিক্রয়ের জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া পরিশেষে ৺হরিশ্চন্দ্র বাবুর বৃদ্ধা জননী দেবী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট আগমন করিয়া রোদন করেন। দয়ার্দ্রচিত্ত বিদ্যাসাগর বৃদ্ধার রোদনে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া ঐ বর্ষীয়সীকে সান্ত্বনা করেন। বিদ্যাসাগর প্রথমতঃ উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় কারণ অনেক সম্ভ্রান্ত লোককে অনুরোধ করেন। কেহই ঐ সম্পত্তি ক্রয় করিতে সম্মত হয়েন নাই। পরিশেষে ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া পাঁচ সহস্র মুদ্রার ঐ সম্পত্তি ক্রয় করেন। উল্লিখিত ডাক্তার বাবু শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় হিন্দুপেট্রিয়টে সাহেবদের বিরুদ্ধে কোন বিষয় লিখিয়াছিলেন, তজ্জন্য তৎকালের ছোট লাট সার সিসিল বীডন সাহেব মহোদয় উহা পাঠ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বিদ্যাসাগরকে বলেন। বিদ্যাসাগর হিন্দুপেট্রিয়টের স্বত্বাধিকারী বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহকে ঐ কাগজ চালাইবার ভার তাঁহার হস্তে দিতে অনুরোধ করেন। শম্ভুচন্দ্র বাবু গতিক ভাল নয় দেখিয়া স্বয়ংই হিন্দুপেট্রিয়টের সম্পাদকতা ভার পরিত্যাগ করেন।

উইলের নকল।

শ্রীশ্রীহরি—

শরণম্।

১। আমি স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া স্বচ্ছন্দচিত্তে আমার সম্পত্তির অন্তিম বিনিয়োগ করিতেছি। এই বিনিয়োগ দ্বারা আমার কৃত পূর্ব্বান সমস্ত বিনিয়োগ নিরস্ত হইল।

২। চৌগাছা নিবাসী শ্রীযুত কালীচরণ ঘোষ পাথরা নিবাসী শ্রীযুত ক্ষীরোদনাথ সিংহ আমার ভাগিনেয় পসপুর নিবাসী শ্রীযুত বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় এই তিন জনকে আমার এই অন্তিম বিনিয়োগ পত্রের কার্য্যদর্শী নিযুক্ত করিলাম তাঁহারা এই বিনিয়োগ পত্রের অনুযায়ী যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

৩। আমি অবিদ্যমান হইলে আমার সমস্ত সম্পত্তি নিযুক্ত কার্য্যদর্শীদিগের হস্তে যাইবেক।

৪। এক্ষণে আমার যে সকল সম্পত্তি আছে কার্য্যদর্শীদিগের অবগতি নিমিত্ত তৎসমুদয়ের বিবৃতি এই বিনিয়োগ পত্রের সহিত গ্রথিত হইল।

৫। কার্য্যদর্শীরা আমার ঋণ পরিশোধ ও আমার প্রাপ্য আদায় করিবেন।

৬। আমার সম্পত্তির উপস্বত্ব হইতে আমার পোষ্যবর্গ ও কতকগুলি নিরূপায় জ্ঞাতি কুটুম্ব আত্মীয় প্রভৃতির ভরণপোষণ ও কতিপয় অনুষ্ঠানের ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছে এই সমস্ত ব্যয় এককালে রহিত করিয়া আপন আপন প্রাপ্য আদায়ে প্রবৃত্ত হইবেন আমার উত্তমর্ণেরা সেরূপ প্রকৃতির লোক নহেন কার্য্যদর্শীরা তাঁহাদের সম্মতি লইয়া এরূপ ব্যবস্থা করিবেন যে এই বিনিয়োগ পত্রের লিখিত বৃত্তি প্রভৃতি প্রচলিত থাকিয়া তাঁহাদের প্রাপ্য ক্রমে আদায় হইয়া যায়।

৭। এক্ষণে যে সকল ব্যক্তি আমার নিকট মাসিক বৃত্তি পাইয়া থাকেন আমি অবিদ্যমান হইলে তাঁহাদের সকলের সেরূপ বৃত্তি পাওয়া সম্ভব নহে। তন্মধ্যে যাঁহারা আমার বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে যেরূপ মাসিক বৃত্তি পাইবেন তাহা নিম্নে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে——

প্রথম শ্রেণী।—

পিতৃদেব শ্রীযুত ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়——৫০৲ পঞ্চাশ টাকা
মধ্যম সহোদর শ্রীযুত দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন————৪০৲ চল্লিশ টাকা
তৃতীয় সহোদর শ্রীযুত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন———৪০৲ চল্লিশ টাকা
কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীযুত ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—৩০৲ ত্রিশ টাকা
জ্যেষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী মনোমোহিনী দেবী————১০৲ দশ টাকা
মধ্যমা ভগিনী শ্রীমতী দিগম্বরী দেবী—————১০৲ দশ টাকা
কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী মন্দাকিনী দেবী————১০৲ দশ টাকা
বনিতা শ্রীমতী দীনময়ী দেবী———————৩০৲ ত্রিশ টাকা
জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী হেমলতা দেবী—————১৫৲ পনর টাকা
মধ্যমা কন্যা শ্রীমতী কুমুদিনী দেবী—————১৫৲ পনর টাকা
তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী বিনোদিনী দেবী————১৫৲ পনর টাকা
কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী————১৫৲ পনর টাকা
পুত্রবধু শ্রীমতী ভবসুন্দরী দেবী——————১৫৲ পনর টাকা
পৌত্রী শ্রীমতী মৃণালিনী দেবী——————১৫৲ পনর টাকা
জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র শ্রীমান সুরেশচন্দ্র সমাজপতি———১৫৲ পনর টাকা
কনিষ্ঠ দৌহিত্র শ্রীমান যতীন্দ্রনাথ সমাজপতি———১৫৲ পনর টাকা
দৌহিত্রী শ্রীমতী রাজরাণী দেবী——————১৫৲ পনর টাকা
কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধু শ্রীমতী এলোকেশী দেবী————১০৲ দশ টাকা
শ্বাশুড়ী শ্রীমতী তারাসুন্দরী দেবী——————১০৲ দশ টাকা
জ্যেষ্ঠা কন্যার শাশুড়ী শ্রীমতী স্বর্ণময়ী দেবী———১০৲ দশ টাকা
জ্যেষ্ঠা কন্যার ননদ শ্রীমতী ক্ষেত্রমণি দেবী———১০৲ দশ টাকা
মাতৃদেবীর মাতুলকন্যা শ্রীমতী উমাসুন্দরী দেবী——৩৲ তিন টাকা
মাতৃদেবীর মাতুলদৌহিত্র গোপালচন্দ্র চট্টোর বনিতা ৩৲ তিন টাকা
পিতৃস্বস্থপুত্র ত্রিলোচন মুখোপাধ্যায়ের বনিতা——৩৲ তিন টাকা
পিতৃদেবের পিতৃস্বস্থ কন্যা শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী—৩৲ তিন টাকা
বৈবাহিকী শ্রীমতী সারদা দেবী——————৫৲ পাঁচ টাকা
মদনমোহন তর্কালঙ্কারের মাতা——————৮৲ আট টাকা

শ্রীযুত মদনমোহন বসুর বনিতা শ্রীমতী নৃত্যকালীদাসী ১০৲ দশ টাকা
শ্রীযুত মধুসূদন ঘোষের বনিতা শ্রীমতী থাকমণি দাসী ১০৲ দশ টাকা
বারাশত নিবাসী শ্রীযুত কালীকৃষ্ণ মিত্র——————৩০৲ ত্রিশ টাকা
কালীকৃষ্ণ মরিয়া গেলে তাহার বনিতা
শ্রীমতী উমেশমোহিনী দাসী————১০৲ দশ টাকা
শ্রীরাম প্রামাণিকের বনিতা শ্রীমতী ভগবতী দাসী—২৲ দুই টাকা

দ্বিতীয় শ্রেণী—

মাতৃস্বস্ পুত্র শ্রীযুত সর্ব্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়————১০৲ দশ টাকা
ভাগিনেয়ী শ্রীমতী মোক্ষদা দেবী————————৫৲ পাঁচ টাকা
জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ননদ শ্রীমতী তারামণি দেবী————৫৲ পাঁচ টাকা
পিতৃস্বস্কন্যা শ্রীমতী মোক্ষদা দেবী————————২৲ দুই টাকা
মাতৃদেবীর মাতৃস্বস্পুত্র শ্রীযুত শ্যামাচরণ ঘোষাল—৫৲ পাঁচ টাকা
মাতৃদেবীর মাতুলপুত্র তারাচরণ মুখোর পরিবার———৮৲ আট টাকা
মাতৃদেবীর মাতৃস্বস্পুত্র শ্রীযুত কালিদাস মুখো————৫৲ পাঁচ টাকা
মাতৃদেবীর পিতৃস্বস্পুত্র রামেশ্বর মুখোর পরিবার——৫৲ পাঁচ টাকা
মাতৃদেবীর মাতুলকন্যা শ্রীমতী বরদা দেবী—————২৲ দুই টাকা
বারাশতনিবাসী নবীনকৃষ্ণ মিত্রের বনিতা
শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরী দাসী—————১০৲ দশ টাকা
মদনমোহন তর্কালঙ্কারের কন্যা শ্রীমতী কুন্দমালা দেবী—১০৲ দশ টাকা
মদনমোহন তর্কালঙ্কারের ভগিনী শ্রীমতী বামাসুন্দরী দেবী ৩৲তিন টাকা
বর্দ্ধমানের প্যারীচাঁদমিত্রের বনিতা শ্রীমতী কামিনী দাসী ১০৲ দশ টাকা

৮। যদি কার্য্যদর্শীরা দ্বিতীয় শ্রেণীনিবিষ্ট কোন ব্যক্তিকে মাসিক বৃত্তি দেওয়া অনাবশ্যক বোধ করেন অর্থাৎ আমার দত্ত বৃত্তি না পাইলেও তাঁহার চলিতে পারে এরূপ দেখেন তাহা হইলে তাঁহার বৃত্তি রহিত করিতে পারিবেন।

৯। আমার দেহান্ত সময়ে আমার মধ্যমা তৃতীয়া ও কনিষ্ঠা কন্যার যে সকল পুত্র ও কন্যা বিদ্যমান থাকিবেক কোনও কারণে তাহাদের ভরণ-পোষণ বিদ্যাভ্যাস প্রভৃতির ব্যয় নির্ব্বাহের অসুবিধা ঘটিলে তাহারা প্রত্যেকে দ্বাবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত মাসিক ১৫৲ পনর টাকা বৃত্তি পাইবেক।

১০। আমার দেহান্ত সময়ে আমার যে সকল পৌত্র ও দৌহিত্র অথবা পৌত্রী ও দৌহিত্রী বিদ্যমান থাকিবেক তাহাদের মধ্যে কেহ অন্ধত্ব পঙ্গুত্ব প্রভৃতি দোষাক্রান্ত অথবা অচিকিৎস্য রোগগ্রস্ত হইলে আমার বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে যাবজ্জীবন মাসিক ১০৲ দশ টাকা বৃত্তি পাইবেক।

১১। যদি আমার মধ্যমা অথবা কনিষ্ঠা ভগিনীর কোনও পুত্র উপার্জ্জনক্ষম হইবার পূর্ব্বে তাঁহার বৈধব্য ঘটে তাহা হইলে যাবৎ তাঁহার কোনও পুত্র উপার্জ্জনক্ষম না হয় তাবৎ তিনি আমার বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে সপ্তম ধারা নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি ব্যতিরিক্ত মাসিক আর ২০৲ কুড়ি টাকা বৃত্তি পাইবেন।

১২। যদি শ্রীমতী নৃত্যকালী দাসীর কোনও পুত্র উপার্জ্জনক্ষম হইবার পূর্ব্বে তাঁহার বৈধব্য ঘটে তাহা হইলে যাবৎ তাঁহার কোনও পুত্র উপার্জ্জনক্ষম না হয় তাবৎ তিনি আমার বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে সপ্তম ধারা নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি ব্যতিরিক্ত মাসিক আর ১০৲ দশ টাকা বৃত্তি পাইবেন।

১৩। কার্য্যদর্শীরা আমার বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে নীলমাধব ভট্টাচার্য্যের বনিতা শ্রীমতী সারদা দেবীকে তাঁহার নিজের ও পুত্রত্রয়ের ভরণপোষণার্থে মাস মাস ৩০৲ ত্রিশ টাকা আর তাঁহার পুত্রেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে যাবজ্জীবন মাস মাস ১০৲ দশ টাকা দিবেন। তিনি বিবাহ করিলে অথবা উৎপথবর্ত্তিনী হইলে তাঁহাকে উক্ত উভয় বিধেয় মধ্যে কোনও প্রকার বৃত্তি দিবার আবশ্যকতা নাই।

১৪। আমি অবিদ্যমান হইলে আমার বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে যে অনুষ্ঠানে যেরূপ মাসিক ব্যয় হইবেক তাহা নিম্নে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে।

জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রামে আমার স্থাপিত বিদ্যালয়—১০০৲ একশত্য টাকা
ঐ ঐ গ্রামে আমার স্থাপিত চিকিৎসালয়—৫০৲ পঞ্চাশ টাকা
ঐ ঐ গ্রামের অনাথ ও নিরুপায় লোক——৩০৲ ত্রিশ টাকা
বিধবাবিবাহ ——————————১০০ একশত টাকা

১৫। যদি শ্রীযুত জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ পালিত শ্রীযুত গোবিন্দচন্দ্র ভড় এই তিনজন আমার দেহান্ত সময় পর্য্যন্ত আমার পরিচারক নিযুক্ত থাকে তাহা হইলে কার্য্যদর্শীরা তাহাদের প্রত্যেককে এককালীন ৩০০৲ তিনশত টাকা দিবেন।

১৬। কার্য্যদর্শীরা বিষয় রক্ষা লৌকিক রক্ষা কন্যা দান প্রভৃতির আবশ্যক ব্যয় স্বীয় বিবেচনা অনুসারে করিবেন।

১৭। এই বিনিয়োগপত্রে যাঁহার পক্ষে অথবা যে বিষয়ে যেরূপ নির্ব্বন্ধ করিলাম যদি তাহাতে তাঁহার পক্ষে সুবিধা অথবা সে বিষয়ের সুশৃঙ্খলা না হয় তাহা হইলে কার্য্যদর্শীরা সকল বিষয়ের সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া যাঁহার পক্ষে অথবা যে বিষয়ে যেরূপ নির্ব্বন্ধ করিবেন তাহা আমার স্বকৃতের ন্যায় গণনীয় ও মাননীয় হইবেক।

১৮। এক্ষণে আমার সম্পত্তির যেরূপ উপস্বত্ব আছে যদি উত্তরকালে তাহার খর্ব্বতা হয় তাহা হইলে যাঁহাকে বা যে বিষয়ে যাহা দিবার নির্ব্বন্ধ করিলাম কার্য্যদর্শীরা স্বীয় বিবেচনা অনুসারে তাহার ন্যূনতা করিতে পারিবেন।

১৯। আবশ্যক বোধ হইলে কার্য্যদর্শীরা আমার সম্পত্তির কোন অংশ বিক্রয় করিতে পারিবেন।

২০। আমার রচিত ও প্রচারিত পুস্তক সকল শম্ভুচন্দ্রের (সংস্কৃত যন্ত্রের) পুস্তকালয়ে বিক্রীত হইতেছে আমার একান্ত অভিলাষ শ্রীযুত ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় যাবৎ জীবিত ও উক্ত পুস্তকালয়ের অধিকারী থাকিবেন তাবৎ-কাল পর্য্যন্ত আমার পুস্তক সকল ঐ স্থানেই বিক্রীত হয় তবে এক্ষণে যেরূপ সুপ্রণালীতে পুস্তকালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিলে ও তন্নিবন্ধন ক্ষতি বা অসুবিধা বোধ হইলে কার্য্যাদর্শীরা স্থানান্তরে বা প্রকা-রান্তরে পুস্তক বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

২১। কার্য্যদর্শীরা একমত হইয়া কার্য্য করিবেন মতভেদস্থলে অধি-কাংশের মতে কার্য্য নির্ব্বাহ হইবেক।

২২। নিযুক্ত কার্য্যদর্শীদিগের মধ্যে কেহ অবিদ্যমান অথবা এই বিনিয়োগ পত্রের অনুযায়ী কার্য্য করিতে অসম্মত হইলে অবশিষ্ট দুই জনে তাঁহার স্থলে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন। এইরূপে নিযুক্ত ব্যক্তি আমার নিজের নিয়োজিত ব্যক্তির ন্যায় কার্য্য ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

২৩। যদি নিযুক্ত কার্য্যদর্শীরা এই বিনিয়োগ পত্রের অনুযায়ী কার্য্য-ভার গ্রহণে অসম্মত বা অসমর্থ হন তাহা হইলে যাঁহারা এই বিনিয়োগ পত্র

অনুসারে বৃত্তি পাইবার অধিকারী তাঁহারা বিচারালয়ে আবেদন করিয়া উপযুক্ত কার্য্যদর্শী নিযুক্ত করাইয়া লইবেন। তিনি এই বিনিয়োগ পত্রের অনুযায়ী সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

২৪। যাবৎ আমার ঋণ পরিশোধ না হয় তাবৎকাল পর্য্যন্ত এই বিনিয়োগ পত্রের নিয়ম অনুসারে নিযুক্ত কার্য্যদর্শীদিগের হস্তে সমস্ত ভার থাকিবেক। ঋণ পরিশোধ হইলে ঐ সময়ে যাঁহারা শাস্ত্রানুসারে আমার উত্তরাধিকারী থাকিবেন তাঁহারা আমার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইবেন এবং সপ্তম নবম দশম একাদশ দ্বাদশ ত্রয়োদশ চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ ধারার নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি প্রভৃতি প্রদান পূর্ব্বক উপস্বত্ব ভোগ করিবেন। ঐ উত্তরাধিকারীরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে কার্য্যদর্শীরা তাঁহাদিগকে সমস্ত বুঝাইয়া দিয়া অবসৃত হইবেন।

২৫। আমার পুত্র বলিয়া পরিচিত শ্রীযুত নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় যার-পর নাই যথেচ্ছাচারী ও কুপথগামী এজন্য ও অন্য অন্য গুরুতর কারণ বশতঃ আমি তাঁহার সংস্রব ও সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়াছি এই হেতু বশতঃ বৃত্তি নির্ব্বন্ধস্থলে তাঁহার নাম পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং এই হেতু বশতঃ তিনি চতুর্ব্বিংশ ধারা নির্দ্দিষ্ট ঋণ পরিশোধ কালে বিদ্যমান থাকিলেও আমার উত্তরাধিকারী বলিয়া পরিগণিত অথবা দ্বাবিংশ ও ত্রয়োবিংশ ধারা অনুসারে এই বিনিয়োগ পত্রের কার্য্যদর্শী নিযুক্ত হইতে পারিবেন না। তিনি চতুর্ব্বিংশ ধারা নির্দ্দিষ্ট ঋণ পরিশোধ কালে বিদ্যমান না থাকিলে যাঁহাদের অধিকার ঘটিত তিনি তৎকালে বিদ্যমান থাকিলেও তাঁহারা চতুর্ব্বিংশ ধারার লিখিত মত আমার সম্পত্তির অধিকারী হইবেন। ইতি তাং ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৮২ সাল ইং ৩১ মে ১৮৭৫ সাল।

(স্বাক্ষর) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মোকাম কলিকাতা।

ইসাদী।

শ্রীরাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	শ্রীশ্যামাচরণ দে	শ্রীবিহারীলাল ভাদুড়ী
শ্রীরাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়	শ্রীনীলমাধব সেন	শ্রীকালিচরণ ঘোষ
শ্রীগিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন	শ্রীযোগেশচন্দ্র দে	

সর্ব্ব সাকিম কলিকাতা।

চতুর্থ ধারার উল্লিখিত সম্পত্তির বিবৃতি—

(ক) সংস্কৃতযন্ত্রের তৃতীয় অংশ—

(খ) আমার রচিত ও প্রচারিত পুস্তক—

বাঙ্গালা—

(১) বর্ণপরিচয় দুই ভাগ
(২) কথামালা
(৩) বোধোদয়
(৪) চরিতাবলী
(৫) আখ্যানমঞ্জরী দুই ভাগ
(৬) বাঙ্গালার ইতিহাস ২য় ভাগ
(৭) জীবনচরিত
(৮) বেতালপঞ্চবিংশতি

বাঙ্গালা—

(৯) শকুন্তলা
(১০) সীতার বনবাস
(১১) ভ্রান্তিবিলাস
(১২) মহাভারত
(১৩) সংস্কৃতভাষা প্রস্তাব
(১৪) বিধবাবিবাহ বিচার
(১৫) বহুবিবাহ বিচার

সংস্কৃত—

(১) উপক্রমণিকা
(২) ব্যাকরণকৌমুদী
(৩) ঋজুপাঠ তিন ভাগ
(৪) মেঘদূত
(৫) শকুন্তলা
(৬) উত্তরচরিত

ইঙ্গরেজী—

(১) Pœtical Selection
(২) Selection from Goldsmith

(গ) যে সকল পুস্তকের সত্ত্বাধিকার ক্রয় করা হইয়াছে।

(১) মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত শিশুশিক্ষা তিন ভাগ।

(২) রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত কুলীনকুলসর্ব্বস্ব।

(ঘ) কাদম্বরী সটীক বাল্মীকি রামায়ণ প্রভৃতি মুদ্রিত সংস্কৃত পুস্তক।

(ঙ) নিজ ব্যবহারার্থ সংগৃহীত সংস্কৃত বাঙ্গালা হিন্দী পার্শী ইংরেজী প্রভৃতি পুস্তকের লাইব্রারী।

(চ) কর্ম্মটাঁড়ের বাঙ্গালা ও বাগান।

(স্বাক্ষর) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

PROBATE TO ONE OF THE EXECUTORS.

The High Court of Judicature at Fort William in Bengal.

Hereby maketh known that on the eleventh day of February in the year one thousand eight hundred and ninety two the last will of Pandit Iswara Chandra Vidyasagar C. I. E. late a Hindoo inhabitant of the town of Calcutta deceased (a copy and a translation whereof are hereunto annexed) was proved and registered before this Court and that administration of the property and credits of the said deceased and in any way concerning his said will was granted to Kirode Nath Singha at present residing at No 98 Upper Circular Road in Calcutta aforesaid one of the executors in the said will named (with effect within the Province of Bengal) he having undertaken to administer the said property and credits and to make a full and true inventory thereof and exhibit the same in this Court within six months from [the] date of this grant or within such further time as the Court may from time to time appoint and also to render to this Court a true account of the said property and credits within one year from the same date or within such further time as the Court may from time to time appoint.

Dated at Fort William aforesaid this 9th day of August in the year one thousand eight hundred and ninety-two.

Sd. Bel chamber.

Registrar.

Sd. Sattya dhan Banerjee Attorney } High Court Original. Side. 8August.

No 469. sold to Sattyadhon Banerjee of 10 Hasting's street Calcutta. Rs. one thousand only The 8th August 1892.

Certified that a single stamp of the value of Rs One thousand one hundred and seventy three only required for this docum ent is not available, and that the smallest number of stamps which I can furnish, so as to make up the required amount, is as follows :

1	Stamp	paper	for	Rs	1000	—
1	Do	Do	Do	Do	170	—
1	Label		for	Rs	3	—
					1173	—

Sd. Preya Lall Sen, Treasurer.

Sd. Bangsi Dhar Sur. Callector of Stamp revenue Calcutta.

No 469. sold to Sattydhan Banerjee of 10 Hastings street Calcutta Rs one hundred and seventy only. The 8th August 1892. Certified that a single stamp of the value of Rs one thousand one hundred and seventy-three only required for this document is not available, and that the smallest number of stamps which I can furnish, so as to make up the required amount, is as follows :—

1—	Stamp	paper	for	Rs	1000	—,,	—,,
1	Stamp	paper	for	Rs	170	—,,	—,,
1	Label	—	for	Rs	3	—,,	—,,
					1173	—,,	—,,

Sd. Bangsi Dhar Sur Collector of stamp revenue, Calcutta.

Sd. Preya Lall Sen
Treasurer.

Filed 24 January 93

Bank of Bengal
No 498 of 1892
Probate,

Copied by
Upendra Nath Bapli.

Examined by
BIPIN B. GUPTA.
8/2/93.

এক্ষণে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমগ্র উইল পাঠক সমীপে উপনীত হইল।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অভিপ্রায় কার্য্যে কতদূর পরিণত হইয়াছে, এবং কার্য্যে পরিণতি হইবার পক্ষে কি সুবিধা বা বাধা ঘটিয়াছিল, তাহা জনসমাজে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ থাকায় এস্থলে বিস্তারিত সমালোচনার আবশ্যক নাই। তবে এই উইল আদালতে কি প্রকারে সপ্রমাণ হইয়া কতদূর কার্য্যে পরিণত হইয়াছে,তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনচরিতে লিপিবদ্ধ থাকা একান্ত আবশ্যক। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুর কিছুদিন পরে উইল মহামান্য হাইকোর্টে প্রমাণীকৃত হইয়া ইং ১৮৯২ সাল ৯ই আগষ্ট তারিখে শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষীরোদনাথ সিংহ মহাশয়কে তদনুসারে কার্য্য করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয়। উইলের লিখিত কার্য্যদর্শী তিনজন ছিলেন। ভাগিনেয় পস্‌পুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বেণীমাধব মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাবু কালীচরণ ঘোষ, এবং শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষীরোদনাথ সিংহ। ৺বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দেহাত্যয়ের পূর্ব্বেই লোকান্তরিত হওয়ায় ও শ্রীযুত কালীচরণ ঘোষ কার্য্যভার লইতে অস্বীকার করায় কেবল শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষীরোদনাথ সিংহ মহাশয়ই কার্য্যদর্শী পদে অভিষিক্ত হয়েন। উইল প্রমাণের দরখাস্ত হইলে কোনও পক্ষ হইতে উহার বিরুদ্ধে কোনও আপত্তি হয় নাই। অতঃপর যাহা ঘটিয়াছে তদ্‌বৃত্তান্ত মৎপ্রণীত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনচরিতের দ্বিতীয় সংস্করণে প্রকাশ করা যাইবে।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুর সময় তাঁহার উইলের উল্লিখিত ঋণ ছিল না। তবে কার্য্য কর্ম্ম উপলক্ষে কোনও কোনও ব্যক্তির তাঁহার নিকট টাকা প্রাপ্য ছিল বটে, তাহা এস্থলে উল্লেখের আবশ্যক নাই। তাঁহার বাটীতে নিজ তহবীলে ও ব্যাঙ্কে প্রায় বিংশতি সহস্র টাকা জমা ছিল। যে সময়ে উইল হইয়াছিল, তৎকালে আয় কম ছিল, পরে যেমন আয় বৃদ্ধি হইতে লাগিল, বিদ্যাসাগরের দানও যথেষ্ট হইতে লাগিল। উইলের লিখিত তালিকা অপেক্ষা কি দেশস্থ কি বিদেশস্থ কি কলিকাতাস্থ অনেক দরিদ্র আত্মীয়ের নিরুপায় পরিবারগণকে মাসহরা দিতেন, এস্থলে সে সকলের নামোল্লেখ করা অনাবশ্যক। এই উইলের লিখিত অনেকেই বিদ্যাসাগরের জীবদ্দশায় লোকান্তরিত হইয়াছেন। সুতরাং সে সকলকে আর মাসহরা দিতে হয় নাই।

পরিশিষ্ট।

১২ পৃষ্ঠা ২৭ পংক্তি হইতে ১৩ পৃষ্ঠা ১ পংক্তি।

"রামজয় তর্কভূষণ গৃহত্যাগের সময়ে যে পত্নী দুর্গাদেবীকে সন্তানসহ বনমালীপুরে রাখিয়া গিয়াছিলেন, তিনি ঐ উমাপতি তর্কসিদ্ধান্তের তৃতীয়া কন্যা।"

চণ্ডীবাবু যাহা লিখিয়াছেন, তাহা ভুল। দুর্গাদেবী তর্কসিদ্ধান্তের তৃতীয়া কন্যা নহে। তিনি উমাপতি তর্কসিদ্ধান্তের পঞ্চমী বা কনিষ্ঠা কন্যা ছিলেন।

"জন্মভূমি" সংবাদপত্রের লেখক মহাশয় ৬২৫ পৃষ্ঠা। ২ কলম। ৪০। ৪১ পংক্তিতে ঐরূপ ভুল করিয়াছিলেন, তজ্জন্য ১২৯৮ সালের ২৮ শে পৌষ তারিখের সোমপ্রকাশে ঐ ভ্রম নিবারণ জন্য কোন ব্যক্তি প্রতিবাদ করেন।

এই পুস্তকের ৪৮ নং প্রতিবাদে হরিণ সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ লেখা হইয়াছে, তাহা ভালরূপে সাধারণের অবগতি জন্য এখানে সবিস্তার লেখা গেল।

দীনবন্ধু ন্যায়রত্নের রাখাল নামে এক পাচক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তৎকালে ঐ জেলার জজ সাহেব মহোদয়ের এক হরিণ ছিল। ঐ হরিণ খোলা থাকিয়া লোকের গাছ পালা খাইত এবং কখনও কখনও লোকের গৃহে প্রবেশ করিয়া নানা প্রকার দ্রব্যাদি নষ্ট করিত। জজ সাহেবের হরিণ, এজন্য কেহ ভয়ে কিছু বলিতে পারিত না। ঐ রাখাল একদিন হরিণের ঐরূপ অত্যাচার সহ্যকরিতে না পারিয়া হরিণকে তাড়াইয়া দিবার মানসে একখণ্ড কাষ্ঠ ছুড়িয়া দেয়, দৈবঘটনায় ঐ কাষ্ঠখণ্ডের আঘাতেই হরিণটির মৃত্যু হয়। ঐ সংবাদ প্রাপ্তি মাত্রই জজ সাহেবের লোকেরা আসিয়া ঐ মৃত হরিণটিকে লইয়া যায় এবং ফৌজদারী আদালতে ঐ রাখালের নামে নালিশ রুজু হয়; আদালতের বিচারে রাখালের সামান্য অর্থ দণ্ড হয়। এক্ষণকার মহামান্য হাই-কোর্টের সুপ্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গামোহন দাস মহাশয় তৎকালে বরিশালের জজ আদালতের উকীল ছিলেন। চণ্ডীবাবু! বরিশালের

সংবাদ, দুর্গামোহন দাস বাবুকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কোন অনভিজ্ঞের কথায় এরূপ অযথা সংবাদ পুস্তকে লিখিলেন। এই হরিণ বধের পর দীনবন্ধু দুই বৎসরকাল বরিশালের ডেপুটীর কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

৯৫ পৃঃ ৪ পংক্তি।

"সর্ব্বানন্দ বিদ্যাবাগীশ নামে একজন অধ্যাপক সে সময়ে" ইত্যাদি।

মৎপ্রণীত জীবনচরিতের ৭১পৃঃ ৪ পংক্তিতে সর্ব্বানন্দ ন্যায়বাগীশ আছে। চণ্ডীবাবু সর্ব্বানন্দের বিদ্যাবাগীশ এই পদবীটি নূতন দিলেন কেন? আমরা সর্ব্বানন্দের নিকট অধ্যয়ন করিয়া সন্তুষ্ট হই নাই, তজ্জন্য উহাঁর বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগরের নিকট ও এডুকেসন কৌনসেলের সেক্রেটারি মহামান্য ডাক্তার ময়েট সাহেব মহোদয়ের নিকট আবেদন করিয়াছিলাম। বিদ্যাসাগরের কৌশলে ও অতিরিক্ত যত্নেই মদনমোহন তর্কালঙ্কার ঐ পদ প্রাপ্ত হন।

চণ্ডীবাবুর পুস্তকে অগ্রজ মহাশয়ের পত্নীর প্রতিকৃতি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহা কতদূর যুক্তিসঙ্গত তাহা বলিতে চাহি না, তবে হিন্দুসামাজের এখনও তেমন অবস্থা হয় নাই যাহাতে কুলকামিনীগণের প্রতিকৃতি সাধারণের সমক্ষে অবাধে প্রকাশ করা যায়। জননীদেবীর প্রতিকৃতি দেওয়ায় ততদূর আপত্তিজনক হয় নাই, কারণ তিনি বৃদ্ধা। অগ্রজ মহাশয়ের পত্নীর প্রতিকৃতি সম্বন্ধে কেবল আমারই যে এই মত, তাহা নহে। অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি যাঁহাদের সঙ্গে এ বিষয়ের কথাবার্ত্তা হইয়াছে, তাঁহাদেরও এই মত। আর পরিশেষে শ্মশানে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কালীন যে প্রতিকৃতি লওয়া হয়, তাহাও গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট হওয়ায় শিষ্টের পরিচায়ক হয় নাই। ইহা যদিও কথঞ্চিৎ পরিমাণে করুণ-রসের উদ্দীপক বটে, তথাচ ইহাতে অধিক পরিমাণে বিভৎস রসের উদ্রেক হইয়া থাকে।